*Under the patronage of the Government of Bengal, and dedicated, by permission, to the Governor General of India.*

# ENCYCLOPÆDIA BENGALENSIS

Or a series of publications in English and Bengali,

COMPILED FROM VARIOUS SOURCES,

ON HISTORY, SCIENCE, AND LITERATURE,

EDITED

BY THE REV. K. M. BANERJEA.

---

"ψυχης ιατρειον"

*Diod. Sic.* 1. 49.

---

## Biography.

---

PART. I.

---

CALCUTTA:
OSTELL AND LEPAGE, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

---

1847.

# BIOGRAPHY

PART I.

CONTAINING THE

LIVES OF YUDHISTHIRA, CONFUCIUS,

PLATO, VICRAMADITYA, ALFRED,

AND SULTAN MAHMUD.

CALCUTTA:

OSTELL AND LEPAGE, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1847.

# বিদ্যাকল্প দ্রুম

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

সংগৃহীত।



---

## পঞ্চমকাণ্ড।

---

জীবন বৃত্তান্ত

১ খণ্ড

যুধিষ্ঠির, কংফুছে, প্লেতো, বিক্রমাদিত্য,

আল্‌ফ্রেড এবং সুলতান

মহামুদের চরিত্র!



কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেন্স

সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হইল।

ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৮

## CONTENTS.



## সূচিপত্র ।

# BIOGRAPHY.

## PART I.

# THE LIFE OF YUDHISTHIRA.



In the ancient chronicles of this country, many a personage, King and hero, has been described as of celestial extraction. It is evident that our forefathers in times of yore were more fond of the marvellous than of sober truth. The authors of the Puranas, while they tuned their lyres to the notes of poesy, and proposed no less to amuse than to instruct their readers, did not feel themselves called upon to restrain the flights of their imagination by the mere narration of events as they occurred. They were well versed in poetry and rhetoric, and their professed object was to please those around them by the display of their genius and their powers of description, and to set forth the glory of the kings and heroes whose praises they sang.

There was in the days of old, a king named Pandu, descended from the Kurus of the *lunar* race. He reigned for some time at Hastina* after subjugating

---

* Hastina or Hastinapur was built by Hasti, and was forty miles south of Hurdwar. One of the Pori known as the opponents of Alexander resided in this city.

# রাজা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র।

---
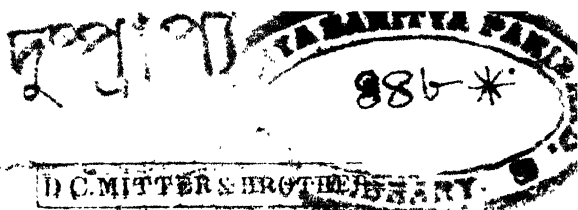
এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক২ নর নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্র রূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল, এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দো লালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দ বিন্যাস করত পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব২ কল্পনা শক্তিকে খর্ব্ব করেন নাই, কাব্য ও অলঙ্কারের রসে রসিক হইয়া স্ব২ কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণের সন্তোষ করিয়া উল্লেখিত শূরবীর রাজাদিগের গানের গৌরব করিবেন তাঁহারদিগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশীয় কুরুকুলোদ্ভব পাণ্ডু নামা এক রাজা ছিলেন তিনি স্ববাহুবলে দশার্ণ মগধ মিথিলা কাশী সুহ্মাদি বহুতর দেশ জয় করিয়া কিয়ৎকাল হস্তিনায়* রাজত্ব

---

* হস্তি নামক রাজা কর্ত্তৃক হস্তিনা অথবা হস্তিনাপুর নির্ম্মিত হয় এবং তাহা হরিদ্বার হইতে দক্ষিণে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর। আলেগজন্দরের যুদ্ধ যাত্রা রোধক দুইপোরসের মধ্যে একজন ঐ স্থানে থাকিতেন।

Dasharna, Magadha (Behar), Mithila (Tirhoot), Kashi (Benares), and Suhma. He then retired from secular life, and resided with his two wives, Kunti and Madri, at the Satasringa within the confines of the Himalaya. After a few years, Kunti gave birth to three sons named Yudhisthira, Bhima, and Arjuna, and Madri became the mother of Nakula and Sahadeva, who were twins. The Indian mind, nurtured in a still warmer climate, has ventured upon flights, not less daring than those of the Italian ; the account of the birth of the Pandavas in the Puranas is more wonderful than the story of Romulus and Remus in Roman lays ; and while the Latin bards established the celestial origin of Rhea's sons only by compromising her virginity, the genius of the Hindus discovered as effectual a method of asserting the divine parentage of their heroes, without prejudice to their mother's chastity.

After spending some time in mountainous and umbrageous regions, Pandu paid his debt to nature, and his youngest wife Madri immolated herself on the funeral pile. Kunti, the surviving widow, came back to Hastina with her five sons, who were brought up under the auspices of their uncles Dhritarashtra and Vidura, and of their grand uncle Bhishma. Dhritarashtra had several sons, of whom Duryodhana was the most conspicuous. They used to sport with the five Pandavas, but none of the princes could show

করিয়াছিলেন, পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রী নামে স্বীয় ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের নিকট গিয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে বাস করেন, সেখানে কতিপয় বৎসর গতে কুন্তীর গর্ব্ভে তাঁহার তিন সন্তান অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন ক্রমশ উৎপন্ন হয়েন এবং মাদ্রীর কুক্ষি হইতে নকুল ও সহদেব নামক যমজ দুই পুত্র জন্মে। ভারতবর্ষের কাব্য রচকেরা ইতালি হইতেও উষ্ণতর দেশে বাস করিতেন একারণ তাঁহারদের বুদ্ধি ঐ দেশীয় কবিগণ অপেক্ষাও উৎকট কল্পনায় উৎসুক হইত সুতরাং পুরাণোক্ত পাণ্ডবদিগের জন্ম বৃত্তান্ত রোমান সংগীতান্তর্গত রমুলস ও রিমসের কথাপেক্ষাও আশ্চর্য্য,লাটিন কবিরা রিয়াকে কৌমার ভ্রষ্টারূপে বর্ণনা করত তাহার সন্তানদিগকে দেবপুত্র কহিয়াছেন কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতেরা স্বদেশীয় বীরগণকে দেবাংশজ কহিয়াও বাক্‌কৌশলে তাহারদের মাতার কন্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

পাণ্ডু রাজা কিয়ৎকাল গিরি কাননে বাস করিয়া অবশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রী তাঁহার সহিত সহ মরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী পঞ্চ কুমার সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতৃব্য বিদুর এবং পিতামহ ভ্রাতা ভীষ্মের আশ্রয়ে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বহুপুত্রী ছিলেন, তাঁহার দুর্যোধনাদি সন্তানেরা ঐ পঞ্চ বালকদের সহিত সর্ব্বদা বাল্যক্রীড়া করিত কিন্তু তাহারা

greater strength and agility in gymnastic exercises than Bhima. The superior strength of the Pandava implanted the seeds of jealousy in the mind of Duryodhana, who began to hate his cousins from his very infancy, and to seek every possible means for their destruction.

One day he requested Yudhisthira, apparently in a friendly spirit, to accompany him on a jaunt of pleasure in the delightful gardens situated on the banks of the Ganges. Simplicity was one of the prominent features in Yudhisthira's character; without suspecting any guile he expressed his immediate compliance. The five Pandavas and the sons of Dhritarashtra accordingly set out with all their retinue on their diversion. When they arrived at the distined place, they rested in tents made of variegated silk. Shortly after, they engaged in swimming and other exercises. They next began their repast, and indulged in the eatables and drinkables which had been prepared for the occasion. While they were helping one another to the sweetmeats before them, Duryodhana seized the opportunity of putting some victuals mixed with poison into the mouth of Bhima with a view to destroy him. Bhima was not aware of what he had eaten, and gradually fell into a state of drowsiness and insensibility.

The other princes, fatigued with their exercises, lay down to rest. Meanwhile Duryodhana bound Bhima

কেহই যুধিষ্ঠিরানুজ ভীমকে ব্যায়াম ও লীলাযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না ইহাতে ভীমের বলাধিক্য দেখিয়া বাল্য-কালেই দুর্য্যোধনের মনে জ্ঞাতিদ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তদবধি ছলে বলে কৌশলে তাহাদের বিনাশার্থ নানা উপায় চেষ্টা করে।

এক দিবস বাহ্য সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল হে ভ্রাতঃ চল গঙ্গাতীরস্থ সুশোভন রম্য বিপিনে বিহার করিতে যাই, যুধিষ্ঠিরের স্বভাবে চতুরতা মাত্র ছিলনা অতএব কোন প্রকার কপটতার শঙ্কা না করিয়া দুর্য্যোধনের কথায় সম্মত হইলেন তাহাতে পাণ্ডুতনয় ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা মহা সমারোহ পূর্ব্বক বন বিহারে চলিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র চেল নির্ম্মিত বিবিধ শিবির মধ্যে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অবগাহন ও সন্তরণাদি জল-ক্রীড়া সমাপনপূর্ব্বক সকলে ভক্ষ্য পেয় ভোজন পানে ব্যস্ত হইলেন এবং পরস্পরের বদনে মিষ্টান্ন দিতে আরম্ভ করিলেন সেই অবসরে দুর্য্যোধন ভীম বিনাশ সঙ্কল্পে কালকূট ঘটিত কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয় তাঁহার মুখে প্রদান করিল, ভীম অজ্ঞাত বিষ ভোজনে নিদ্রাকৃষ্ট প্রায় ক্রমশ অচেতন হইয়া শয়ন করিলেন।

অন্যান্য সকলেও বিহার শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন ভীমকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া

with ropes and threw him into the *Bhagírathi.* When Yudhisthira awoke, he missed his younger brother and became exceedingly anxious. He made every search for him but in vain. With a mind full of anxiety, he returned home, accompanied by his brothers. The absence of Bhima caused his mother and brothers great pain; and a gloom of melancholy hung over their days. Meanwhile Bhima had fortunately defeated the inimical attempts of Duryodhana, and in a few days joined his mother and brethren, who were as rejoiced, as Duryodhana was vexed, to see him again.

Yudhisthira and his brothers received their education from the learned Gautama, but in what particular departments of literature and science they distinguished themselves, is a point on which sufficient information cannot be collected. They no doubt studied the Vedas which were considered an essential branch of a liberal education; but their attention was chiefly directed to the *Dhanurveda*, or the science of archery, of which every prince was called upon to make himself a perfect master.

It is remarkable that the Pandavas were instructed in military science and archery by two Brahmins, Drona and his son Ashwathama. The practice of priests turning military tutors was however very rare among the Hindus. Drona found Arjuna to be the most industrious and attentive of all his pupils, and took great pleasure in unfolding to him

ভাগীরথী নীরে নিক্ষেপ করিল। যুধিষ্ঠির জাগ্রৎ হইয়া স্বীয় অনুজকে দেখিতে না পাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং ইতস্ততো অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন কুত্রাপি ভীম নাই অতএব বিমনা হইয়া ভ্রাতৃগণ সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভীম বিরহে পরিতাপিত হইয়া জননী কুন্তীর সহিত কাতরান্তঃকরণে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ভীম দুর্য্যোধনের বিদ্রোহ চেষ্টা হইতে সৌভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন অতএব কিয়ৎকালানন্তর জননী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে তাঁহাদিগের যাদৃশ হর্ষোদয় হয় দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণ তাদৃশ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে বেদপারগ গৌতম মুনির সন্নিধানে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন২ শাস্ত্রে কিপ্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ বা বাহুল্য বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহারা বেদ বেদাঙ্গ অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন কেননা তাহা অধ্যয়ন না করিলে কেহ সভ্য রূপে গণ্য হইতে পারিত না, আর ধনুর্বেদেও তাঁহারদের বিশেষ মনোযোগ হইয়া থাকিবেক কারণ রাজারদের সকলের পক্ষে তাহাতে উৎকৃষ্ট রূপে নিপুণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা নামে দুই ব্রাহ্মণ পিতা পুত্রে পাণ্ডবদিগকে অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে কেননা হিন্দুজাতীয় যাজকদিগের মধ্যে শস্ত্র শিক্ষক হইবার প্রথা সাধারণ ভাবে চলিত ছিল না, আচার্য্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কালীন সকল শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুনকে অতি পরিশ্রমী এবং আবিষ্ট দেখিতেন অতএব তাঁহার প্রতি শস্ত্র বিদ্যার রহস্য উপদেশ প্রদানে অতিশয় প্রীত

the mysteries of the warlike art. On one occasion he desired his pupils to stand before him, armed with their bows and arrows, for the purpose of shooting at a bird sitting hard by. The pupils obeyed the summons; after some desultory conversation, he asked what objects presented themselves to their sight. Yudhisthira and the others replied, that thay saw their instructor before them, and brothers and cousins all around. But Arjuna answered that *he beheld only the head of a bird sitting on the top of a tree before him, and nothing else.* This reply gave his tutor the gratifying assurance that Arjuna was intent on the immediate object of his study; Drona applauded his powers of abstraction, and showed greater fondness for him than for the other princes.

Yudhisthira appears to have been constitutionally of a mild and amiable disposition; but his character was deficient in firmness and energy. Though destined for the military profession by the very rules of his caste, he took little pleasure in the practice and use of arms; his gentle heart could not bear the sanguinary associations inseparable from war. He could not accordingly show himself to advantage when the princes exhibited their military skill at martial games, held for the purpose, in the presence of their relations. He could not call forth those shouts of applause which his brothers excited. Bhima and Duryodhana displayed great agility on that occa-

হইতেন। এক সময় রাজকুমারদিগকে সমাহ্বান করিয়া কহি-য়াছিলেন তোমরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া শ্রেণি বদ্ধ হওত দণ্ডায়মান হও, এই স্থানে একটী পক্ষী আছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা প্রস্তুত হইলে আর২ কথোপকথনের পর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এস্থানে কি২ বস্তু তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর আছে? যুধিষ্ঠিরাদি সকলে কহিলেন আমরা সম্মুখে আচার্য্যকে এবং পার্শ্বে জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছি, কিন্তু অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন যে "অগ্রবর্ত্তি বৃক্ষোপরি এক বিহঙ্গমের মুণ্ড মাত্র দৃষ্টিপথে আছে তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইনা" ইহাতে আচার্য্য উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধনে অর্জ্জুনের একাগ্রতা দেখিয়া অপ্যায়িত হইলেন এবং তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার মনোনিবেশের প্রশংসা করিতেন ও অন্যান্য শিষ্যাপেক্ষা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ অতি ধীর ও নিরীহ ছিলেন তাঁহার দৃঢ়তা ও প্রতাপ স্বল্পতর ছিল, একারণ যুদ্ধ বিগ্রহ যদিও তাঁহার জাতীয় ধর্ম্ম তথাচ শস্ত্র চালনাতে অধিক অনুরাগ ছিল না আর তিনি যুদ্ধ ঘটিত -রক্তারক্তি ক্রিয়ার ভাবও সহ্য করিতে পারিতেন না সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সাক্ষাৎ অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা কালীন অন্যান্য কুমারদিগের ন্যায় মহা বীরত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন, ভ্রাতৃগণের নামে যদ্রূপ প্রশংসা ধ্বনি হয় তিনি স্বয়ং তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন নাই। দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধের পারিপাট্য দর্শাইলেন

sion in fighting with clubs. But Arjuna surpassed them all in his knowledge of military tactics.

Besides the five Pandavas, Kunti had another son named Karna, who was born before her marriage with Pandu. The traditional accounts of the infant Karna's exposure in the river, and of his adoption by a carpenter, are very analogous to the story of the birth and education of Rumulus, the founder of Rome. Karna was brought up as a warrior, and was at this time living with Duryodhana who had taken him into great favor. He now appeared on the stage, erected for the review aforesaid, and challenged Arjuna to a duel. Duryodhana, mortified by the superiority displayed by the Pandava, was indulging the pleasing hope of seeing him worsted by his friend. But Karna was no prince, and therefore Arjuna would not fight with him. To obviate this objection Duryodhana immediately proclaimed him King of Anga. This gave rise to an altercation which lasted till the evening, when the combatants left the stage.

Though not distinguished by military attainments, Yudhisthira exhibited great political talents, and was therefore appointed by Dhritarashtra as an associate king. This elevation gave sufficient exercise to his abilities, and contributed to bring his brethren more prominently to notice. But Dhritarashtra soon began to look upon their rising power with an eye of jealousy.

কিন্তু অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার রণ কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন।

কুন্তী পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত অপরিণীতাবস্থায় কর্ণ নামক এক সন্তান প্রসব করিয়া ছিলেন, উক্ত বালক শৈশবকালে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরে যেপ্রকারে সূত্রধরের গৃহে প্রতিপালিত হয় তাহার অদ্ভুত ইতিহাস রোম নগর নির্ম্মাতা রমুলসের জন্ম ও লালন পালনের বৃত্তান্তের সদৃশ। কর্ণ যুদ্ধ বিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছিলেন পরে দুর্য্যোধনের অনুগ্রহ ভাজন হওত তাহার সহিত বাস করিতেন। ইনি অস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষার্থ রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের রণ দক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে কর্ণের দ্বারা তাহার পরাজয় প্রতীক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু কর্ণ রাজপুত্র ছিলেন না একারণ অর্জ্জুন তাহার সহিত সমর করিতে অসম্মত হইলেন, দুর্যোধন যুদ্ধের এই প্রতিবন্ধক দূর করণার্থ তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি করিলেন তাহাতে মহাবাদানুবাদ উপস্থিত হইয়া সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল পরে যোদ্ধারা রঙ্গ ভূমি ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রণ দক্ষতা না থাকিলেও রাজনীতিতে বিলক্ষণ যোগ্যতা ছিল একারণ ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদ্ভ্রাতৃগণের কার্য্যনৈপুণ্য এবং শৌর্য্য বীর্য্য সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল ধৃতরাষ্ট্র তাহারদের বর্দ্ধমান শক্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত এবং

He trembled for the future prospects of his own sons; he feared it would be difficult for them to succeed to his government while such formidable rivals were found in their cousins. With a mind much distracted, he had recourse to the counsels of his minister Kanika, who advised that the safest course for him and his sons was to destroy the Pandavas.

The Pandavas could not assert their pretensions to the kingdom by priority of birth, their father Pandu having been younger than Dhritarashtra. But the latter was physically incapacitated by his blindness, and Pandu had consequently been acknowledged as the supreme ruler of Hastina. Accordingly on the installation of Yudhisthira as associate king, the people began to demand that the whole empire ought to be committed to his charge. Duryodhana was mortified and perplexed, when this popular voice in favor of the Pandavas reached his ears. He consulted his friends Karna, Shakuni, and others as to the best means of getting rid of such powerful rivals, whose existence was sure to mar his prospects for life. They formed a plot for assassinating the Pandavas, and with this view resolved to erect a house made of shell lac at Varanavata, where the Pandavas were to be decoyed by some plausible pretext, and asked to spend some days. They intended to set fire to the inflammable materials while their guests were reposing in a state of fatal security.

নিজ পুত্রেরদিগের ভাবি উন্নতির প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে লাগিলেন আর মনেং আশঙ্কা করিলেন যে পাণ্ডবেরা এবম্প্রকার মহাবল পরাক্রান্ত সপত্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিলে আত্ম পুত্র দিগের রাজ্যলাভ সুকঠিন হইবে, পরে অস্থির চিত্ত হইয়া কনিক নামে নিজ মন্ত্রির সহিত মন্ত্রণা করাতে ঐ ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে পাণ্ডবদিগের সংহার করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পাণ্ডবেরা জন্মাধীন রাজ্যেতে অধিকারী হইতে পারিতেন না কেননা তাহারদের পিতা পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অন্ধতা প্রযুক্ত প্রজাপালনে অক্ষম হওয়াতে পাণ্ডুই হস্তিনায় রাজা হইয়াছিলেন অতএব যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইলে রাজ্যের সমস্ত প্রকৃতি ও পৌরজনেরা নিরন্তর কহিতে লাগিল যে তাঁহাকেই ঐ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। এই জনরব দুর্যোধনের কর্ণগোচর হইলে তিনি উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় অমাত্য কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সকলের নিকট কহিতে লাগিলেন যে এমত মহাবল পরাক্রম সপত্ন জীবিত থাকিতে তাঁহার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনাভাব অতএব কোন্ উপায়ে তাহারদের বিনাশ করা যায়, অবশেষে পাণ্ডবদিগকে গোপনে বধ করিবার কুমন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে বারণাবত গ্রামে এক জতু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে তন্মধ্যে কিয়ৎকাল বাস করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই সুকর উপায়, কেননা তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সহজে সংহার করা যাইতে পারিবে।

When the intended mansion was ready, Dhritarashtra, instructed by his son, put on the semblance of an affectionate uncle, and recommended his nephews to enjoy the pleasure and diversion of a rural residence in the delightful villa of Varanavata. Duryodhana had bribed the counsellors of state to support the recommendation of his father. One of these corrupt officers took an opportunity of expatiating on the sacredness of Varanavata in the presence of the whole court, assembled in the royal hall. Dhritarashtra, with much dissimulation, observed that it was delightful to live in such a place. Addressing himsalf to Yudhisthira, he said, *Oh son, if you wish you can stay there with your friends for a short time. You can then come back and spend your days happily here.* Yudhisthira in his simplicity, and unsuspicious of treachery, expressed a desire to visit the place in compliance with the recommendation of his uncle.

Duryodhana had employed one of his confidential officers, named Purochana, to construct of combustible substances, the place intended for the reception of his cousins, and instructed him to set fire to it when the Pandavas would be sleeping there at night.

In accordance with the request of his uncle, Yudhisthira set out for Varanavata, accompanied by his mother and brothers; and on arriving there, took up his residence, in the palace built by Purochana. But the treacherous designs of his enemies were

পরে উক্ত গৃহ প্রস্তুত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি কাপট্যান্বিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে বারণাবত নামক রম্যস্থানে কিয়ৎকাল বাস করত আমোদ ও বিহার করিতে কহিলেন, দুর্যোধন রাজকীয় মন্ত্রি-গণকে উৎকোচ দিয়া পিতৃবাক্যের পোষকতা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, অতএব ঐ অর্থলুব্ধ অমাত্যদিগের একজন সভা মধ্যে সমস্ত সমাহূত রাজপুরুষেরদের সাক্ষাৎ অবকাশ ক্রমে বারণাবত নগরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল, পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া অনুরোধ করিলেন "হে তাত এমত স্থানে বাস করা পরম সুখাবহ, অতএব তুমি স্বজন সমভিব্যাহারে কিয়ৎকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি কর, অনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া সুখে কালযাপন করিও"। যুধিষ্ঠির মনের সারল্য প্রযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ না করিয়া জ্যেষ্ঠ তাতের কথাক্রমে গমনাভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইতিমধ্যে দুর্যোধন আপনার বিশ্বাসপাত্র ও অনুগত পুরোচন নামক এক ব্যক্তি দ্বারা পাণ্ডবদিগের বাসার্থ এক জতুময় গৃহ উক্ত গ্রামে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে যামিনীযোগে যেসময় সকলে গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবেক তখন গোপনে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিবা।

যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাতের আদেশক্রমে জননী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে বারণাবতে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া পুরোচন দ্বারা নির্ম্মিত জতুময়ালয়ে বসতি করিতে লাগিলেন, তিনি সুসময়ে শত্রুগণের কুমন্ত্রণার

frustrated by timely information which he received of their machinations. He accordingly caused a subterraneous passage to be cut within the palace by a miner whom his uncle Vidura had sent. Thus prepared for escape, he instructed Bhima to set fire to the house in the course of the night, and entered the subterraneous passage with his mother and brothers. A *Nishadi* happened to be sleeping in the house at the time with her five sons, and was consequently burnt to death. Their bodies were the following morning discovered in the midst of the ashes, and mistaken for those of Yudhisthira and his brothers; it was accordingly believed that the five Pandavas had perished in the flames with their mother.

Yudhisthira meanwhile reached the banks of the Ganges through the subterraneous passage in company with his mother and brothers. There they crossed by means of a boat prepared for them by Vidura, and wandered for some time through forests and wilds. They arrived at length at a town named Ekachakra where they took up their abode in the house of a Brahmin. There they heard that Draupadi, the daughter of Drupada, king of Panchala,* was about to select a husband from a large body of suitors. The five brothers, disguised as Brahmins, proceeded to the

* Panchala or Panchalika is the ancient name of the Punjab. The name of the capital was Kamilanagar.

সংবাদ পাইয়াছিলেন অতএব তাহারদের বিশ্বাসঘাতক পরা-মর্শ নিষ্ফল করিলেন এবং পিতৃব্য বিদুর কর্ত্তৃক প্রেষিত একজন খনক দ্বারা সেই গৃহ মধ্যে এক সুরঙ্গ খনন করাইয়া রাখিলেন, এইরূপে পলাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া একদিন নিশাভাগে ভীমের দ্বারা সেই নিকেতনে অনল সংযোগ করাইয়া স্বজন সহিত সুরঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে ঐ গৃহেএক নিষাদী পঞ্চ পুত্র লইয়া শয়ন করিয়াছিল তাহারাই ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হইল পর দিবস ভস্মরাশি মধ্যে তাহাদের অবয়ব দৃষ্ট হইবাতে জনরব উঠিল যে পঞ্চ পাণ্ডব মাতার সহিত জতু ভবনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যুধিষ্ঠির মাতৃ ভ্রাতৃ গণকে সঙ্গে করিয়া সুরঙ্গ পথে গমন করত গঙ্গা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেখানে বিদুর দ্বারা প্রেরিত এক নৌকা দেখিতে পাওয়াতে তদ্দ্বারা পর পারে গমনানন্তর অরণ্যে২ ভ্রমণ করিয়া কতকদিন ক্ষেপণ করিলেন, পরে একচক্রা নগরীতে উপনীত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করত পরম্পরায় শুনিলেন যে পঞ্চালীয়* দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হইবেন, এই সমাচার শ্রবণে পঞ্চভ্রাতা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ম্বর সভা দর্শন

---

* পঞ্চাল অথবা পঞ্চালিকা পঞ্জাবের প্রাচীন নাম এবং কম্পিলানগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

magnificent court of Panchala, where the steps were adorned with clothes embroidered in gold, where garlands of fragrant flowers were waving on all sides, and drums, trumpets and other instruments produced in harmonious concert a vivid impression on the ear, and spread joy and cheerfulness in the assembled company. Many a king and prince, clad in costly garments, graced the assembly with their presence. Duryodhana, Krishna, Balarama, were among the guests invited to compete for the beauteous princess. Drupada came forward with a bow in his hand, and proclaimed the terms on which her hand was offered to the candidates. "Whosoever, said he, shall aim successfully at the given mark, with an arrow fitted to this bow, shall have my daughter for his wife." While the King notified the conditions on which the candidates might compete for the princess, his son Dhristadyumna introduced his sister to the crowned heads present, who now commenced their efforts to qualify themselves for her hand. Their attempts proved fruitless. Some could not even fit an arrow to the bow. Arjuna at last came forward, disguised as a Brahmin, and displayed his skill in archery by the calm confidence with which he took his aim and shot his arrow into the mark. His success entitled him to the hand of Draupadi. The other kings and princes, vexed at their own disappointment, and mortified at the snperiority which the Brahmin had exhi-

করিতে চলিলেন, সেখানে গিয়া দেখেন যে অতি মনোহর স্থানে সভার সংস্থান হইয়াছে, সোপান মধ্যস্থল স্বর্ণ মণ্ডিত বিবিধ উত্তমাসনে সুসজ্জীভূত, চতুর্দ্দিগে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দোলায়মান্ থাকাতে বাহ্যাভ্যন্তর সুরভীকৃত, এবং তুরী ভেরী মধুরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যের কর্ণসুখাবহ মধুর শব্দে সভাস্থ সকলে কৌতুহলান্বিত হইয়াছে আর নানাদেশীয় রাজা ও রাজনন্দনেরা মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই সমস্ত দিব্যাসনে বসিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্যোধন, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রভৃতিও উক্ত রাজনন্দিনীকে পরিণয়ন করিবার মানসে উপস্থিত আছেন। পরে দ্রুপদ রাজা এক ধনুর্বাণ হস্তে করিয়া উচ্চৈঃশব্দে কন্যা দানের পণ প্রকাশ করত কহিলেন" যে বীর এই ধনুতে ছিলা যোজনা করিয়া এই শর দ্বারা লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন তিনিই আমার দুহিতার পাণিগ্রাহ হইবেন" আর পঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীর করধারণপূর্ব্বক সভা মধ্যস্থ সকল রাজার সম্মুখে পরিচয় দিতে লাগিলেন। উপস্থিত তাবৎ রাজাই রাজকুমারীকে পাইবার মানসে লক্ষ্যবেধ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকলেরি পরিশ্রম বিফল হইল, কেহ২ ধনুতে জ্যারোপণও করিতে পারিলেন না, পরে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত অগ্রসর হইলেন এবং স্থির-চিত্ত হইয়া সাহসপূর্ব্বক বাণ গ্রহণ করত নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বেধ করিয়া ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন, এই-রূপে কৃতকার্য্য হইয়া দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিলে অন্যান্য রাজারা নৈরাশ্যপ্রযুক্ত বিরক্ত ও ব্রাহ্মণের এমত দক্ষতা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বহুতর যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত

bited, rose against him in battle array. But the brave and powerful Arjuna repelled their efforts with wonderful success, and chastised their arrogance by putting them all to the rout. He then took hold of the gentle hand of the fair Draupadi, and returned to his abode. On reaching home, Bhima and Arjuna said to their mother, who was ignorant of what had happened, "We have procured a great delicacy to-day." Kunti having no idea of the *delicacy* itself, and supposing it to be some dainty food which they had received as alms, replied, "Share it among yourselves." The queen mother was not a little perplexed when the delicacy she desired her sons to share among themselves, proved to be a *princess*; the Pandavas too were greatly puzzled as to their duty under the command imposed upon them by a parent's words. Under these distressing circumstances the ingenuity of a Brahmin dispelled their doubts, and made clear the line of conduct they should follow. He declared that the fates had long decreed that Draupadi should have five husbands at the same time, and that they might without hesitation fulfil their mother's commands, by marrying her as their common consort. The princess of Panchala accordingly became the wife of the five sons of Pandu. Drupada the father of the bride came to know soon after who the disguised heroes were, that had taken away his daughter. He showed them every mark of respect, invited them to his palace, and caused

করিল কিন্তু তিনি মহা বিক্রম ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহারদের অত্যাচারের দমন করিলেন এবং সকলকে পরাভব করিয়া গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।

অনন্তর দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ভীম এবং অর্জ্জুন গৃহে উপস্থিত হইয়া জননীকে কহিলেন "হে মাতঃ আমরা অদ্য এক সুখদ ভিক্ষা উপার্জ্জন করিয়াছি" সে দিবসের মহাব্যাপার তখন কুন্তীর কর্ণগোচর হয় নাই অতএব তিনি ভিক্ষার বিষয় কি তাহা না জানিয়া এবং কোন সুখাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক ইহা ভাবিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই তাহা ভোগ কর" পরে এক রাজকুমারীকে সামান্য করিয়া গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তা হইলেন, পাণ্ডবেরাও মাতৃ আজ্ঞা শুনিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল হইল এমত উৎকণ্ঠার সময়ে একজন ঋষির কৌশলক্রমে তাঁহারদের সন্দেহ ভঞ্জন হইল এবং কর্ত্তব্য সাধনেও স্পষ্ট জ্ঞান জন্মিল, উক্ত ঋষি কহিয়াছিলেন যে বিধাতার নির্ব্বন্ধ প্রযুক্ত দ্রৌপদীর অদৃষ্টে পঞ্চস্বামি ছিল. একারণ পাণ্ডবেরা অকাতরে তাঁহাকে সামান্য ভার্য্যাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া মাতৃ বাক্য রক্ষা করিতে পারেন অতএব পাঞ্চালী পাণ্ডু নন্দনদিগের পত্নী হইলেন। ছদ্মবেশি বীরেরা কন্যাকে লইয়া গেলে পর দ্রুপদ রাজাও তাহারদের পরিচয় পাইয়া বহু সম্মান.পুরঃসর নিজালয়ে আহ্বান করত বিধিমতে বৈবাহিক

the nuptials to be duly solemnized, making at the conclusion of the ceremony splendid presents of pearls, jewels, and gold.

Duryodhana now discovered that his murderous designs against the Pandavas had miscarried, and that his enemies were not really burnt at Varanavata. This disappointment caused fresh mortification and anguish in his mind. Meanwhile Yudhisthira and his family, accompanied by Krishna and Vidura, returned to Hastina. Their happy appearance revived the cheerfulness and joy of their subjects, as the firmament, in the descriptions of our poets, after being for days and nights together overcast with thick and gloomy clouds; on the breaking out of the sun's resplendent rays sheds its genial influence on the earth. They felt as if they had now recovered a precious treasure of which they had been robbed.

Some time having elapsed, Dhritarashtra divided the kingdom of Hastina among his sons and nephews. Khandava vana* fell to the lot of the Pandavas, who built there a fortified town, entrenched on all sides, and surrounded by towering walls. A beautiful palace

* *Khandava prastha* or *Indraprastha* was the metropolis of Yudhisthira's kingdom. In 792 A. D. the name of Indraprastha was changed to Delhi, when Anangpal, descended from the Pandavas restored its dignity as the chief city, which it had not enjoyed for eight centuries.

কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন এবং অনেক প্রকার মুক্তা প্রবাল ও স্বুবর্ণ রজত যৌতুক দিয়া বিদায় করিলেন।

পরে দুর্য্যোধন জানিল যে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে হিংসা কল্পনা নিষ্ফল হইয়াছে এবং স্বীয় শত্রুরা বারণাবত গ্রামে যথার্থ দগ্ধ হয় নাই, অতএব নৈরাশ প্রযুক্ত পরিতাপ ও দুর্ভাবনায় পুনশ্চ অন্তঃকরণ মধ্যে ব্যাকুল হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির সপরিবারে কৃষ্ণ এবং বিদুরকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে কবিগণের বর্ণনানুসারে যাদৃশ ব্যাপক কাল গগণমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া দিবাকর করোদয়ে একেবারে বিমল হয় তেমনি পাণ্ডবদিগের সন্দর্শনে পুরস্থ জনসমাজের চিরন্তন বিষাদ দূরীভূত হইয়া অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল, তাহারা হর্ষে পুলকিত হইয়া বোধ করিতে লাগিল যেন অমূল্য অপহৃত ধন পুনর্ব্বার হস্তে আসিল।

কিয়ৎকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বতনয় ও পাণ্ডুপুত্রদিগের মধ্যে হস্তিনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন তাহাতে খাণ্ডব বন* পাণ্ডবদের অংশে পতিত হইল, তাহারা সেখানে পরিখা এবং উচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন এবং অতি মনোহর রাজপুরী সংস্থাপন করিয়া বিবিধ

---

* খাণ্ডবপ্রস্থ অথবা ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। ইন্দ্র প্রস্থ রাজধানী অষ্টশত বর্ষপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়াছিল পরে খ্রীষ্টীয় ৭৯২ বৎসরে পাণ্ডব বংশীয় অনঙ্গপাল রাজা তথায় পুনর্ব্বার রাজধানী সংস্থাপন করাতে তাহার নাম দিল্লী হয়।

contributed to adorn the infant city which gradually attained to eminence and became the seat of learning, genius, and art. Merchants frequented it from different quarters for the purposes of trade, the city rose in affluence, and bore glorious testimony to Yudhisthira's universal supremacy.

After some time, Yudhisthira caused an excellent *sabha* to be erected, and resolved to perform the *Rajasuya Yagna*. But one of the requisites of this ceremony was the attendance of the different crowned heads who owed him homage. Jarasandhya, the powerful king of Magadha (Behar), attempted to obstruct the due celebration of the ceremony by forcibly detaining a number of Rajahs. With the view of chastising such insolence and liberating the incarcerated kings, Yudhisthira sent for his friend Krishna from Dwarka, and despatched him with Bhima and Arjuna to effect the downfal of the enemy. A fierce battle ensued which ended in the death of Jarasandhya by the hands of Bhima. The captive Rajahs, being set at large, felt grateful for their liberation, and promised to assist at the performance of Yudhisthira's intended ceremony with their respective tributes. Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadeva, were then sent in all direc-

প্রকারে সুশোভিত করিলেন, ঐ নূতন নগর ক্রমশ উন্নতি শালি হওয়াতে বিবিধ বিদ্যা ও ভাষায় সুপণ্ডিত জনগণে এবং নানাপ্রকার শিল্পকারি লোকে তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করিল এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক প্রকার বাণিজ্যকারি মনুষ্যদিগেরও সর্ব্বদা গতিবিধি হইতে লাগিল, এইরূপে নবীন রাজধানী সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যকে সমুজ্জ্বল করিল।

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির এক অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন কিন্তু ঐ মহা যজ্ঞের নিয়মানুসারে করপ্রদ রাজাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক, তৎকালে মগধরাজ জরাসন্ধ্য অতি প্রতাপান্বিত ছিলেন তিনি ভূরিং নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিলেন, অতএব যুধিষ্ঠির শত্রু দমনার্থ আপনার পরম মিত্র কৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আনাইয়া তাঁহার সহিত ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিলেন। ভীম ঘোরতর সংগ্রামানন্তর জরাসন্ধ্যকে বধ করিলে কারাগারস্থিত ভূপতিবর্গ মুক্ত হইয়া প্রত্যুপকার স্বরূপে করদানদ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সমাপনে উদ্যত হইল। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব চারিভ্রাতা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজাদিগকে করপ্রদ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম

tions in order to reduce the other kings of India to the obedience of their brother.*

They fought and conquered all who refused submission, and succeeded in establishing the supremacy of Yudhisthira. The kings, thus subdued, were not dispossessed of their territories. They only did homage for their respective kingdoms, and this consisted in a mere present of certain articles. They continued still to enjoy their sovereignty, and to exercise the same uncontrolled power in the government of their own dominions, as they had done before.

The Rajahs who had been invited made their appearance on the day, appointed for the celebration of the ceremony. Yudhisthira assigned to each a particular task. After the performance of the *Yagnya* and the sprinkling of Yudhisthira with water, the Rajahs of Madra, Camboje, Magadha, Matsya, Avanti, Chedi, Kashi &c stood around him as attendants. Yudhis-

* The numerous countries visited by the brothers of Yudhisthira for the purpose of extorting tribute and allegiance are now difficult of identification. We shall name such as have been indentified. Pragyotish was Assam, or some country bordering upon Tibet, where men of Chinese extraction were living at the time. Cashmere, Oude, Trigarta (Lahore or Wai near Sattara), Camboja in the Paropamisan Mountains, Panchala (Panjab), Scinde, Cutch, Gujerat, Surat, Malwa, Banga (Bengal), Pundarika (Midnapur), Tamralipta (Tumlook), Kalinga (Ganjam), Dravida, Udra (Orissa), Chola (Carnat), Pandya (Mysore), and Sinhala (Ceylon) were among the countries thus visited. Furs, brocades, silk, weapons, articles made of iron and ivory, jewels, horses, were received as presents from some of the above-named regions.

দিগ্বিজয় করিতে গমন করিলেন* এবং সর্ব্বস্থানের বিপক্ষ ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া জ্যেষ্ঠের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপলক্ষে যে২ রাজা দিগকে অধীনে আনিলেন তাহারদের রাজ্য হরণ করেন নাই, তাহারা কেবল দ্রব্য সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপে দিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিল কিন্তু রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইল না আপনারাই পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছানুসারে স্ব২ দেশের রাজশাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিল।

যজ্ঞের নির্দ্ধারিত দিবসে আমন্ত্রিত ভূপতিগণ সভাস্থ হইলে যুধিষ্ঠির প্রত্যেক রাজাকে এক২ কার্য্য নির্ব্বাহের ভারার্পণ

* যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও কর গ্রহণার্থে যে২ দেশে গমন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অধিক আর সে সকলের আধুনিক নাম প্রকাশ নাই তথাচ যে২ দেশের নাম জানা গিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাগ-জ্যোতিষ অর্থাৎ আসাম অথবা ত্রিবেতের নিকটস্থ কোন দেশ, তথায় পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় লোকেরা গমনাগমন করিত। অযোধ্যা, ত্রিগর্ত্ত অর্থাৎ লাহোর অথবা সেতারার নিকটস্থ ওয়াইদেশ, কাশ্মীর, পেরপেমিসেন পর্ব্বতোপরিস্থ কাম্বোজ দেশ, পঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্জাব, সিন্ধু, কচ, গুজ্জর অর্থাৎ গুজরাট, সক অর্থাৎ সিদিয়াদেশ, সুরট, মালয়া, বঙ্গ, পুণ্ডরীক অর্থাৎ মেদিনীপুর, তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তামলূক, কলিঙ্গ অর্থাৎ গাঞ্জাম, দ্রাবিড়, উড্র অর্থাৎ উড়িষ্যা, ছোলা অর্থাৎ করনাট, পাণ্ড্য অর্থাৎ মাইসর, সিংহল অর্থাৎ শিলন। উক্ত দেশ সকল হইতে ঊর্ণা, স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, অস্ত্র, ও লৌহ এবং গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আর ঘোটক ও মুক্তা প্রবালাদি কর স্বরূপে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিত।

thira then proceeded to show marks of respect to his royal guests, and the offering was made first and foremost to Krishna. Sishupala, the king of Chedi, enraged at his not being himself distinguished above all others, spoke insultingly of Krishna, who took fire at the affront and slew him on the spot.

The mind of Duryodhana was filled with envy when he witnessed the magnificence of the ceremony. As soon as it was concluded, he took leave of Yudhisthira, and returned to Hastina. He began to consult his ministers on the best means of depriving the Pandavas of their wealth, their power, and their territory. His uncle Shakuni, who was his peculiar favourite and adviser, said that the Pandavas had become formidable by their valor and heroism, and unless skilful measures were resorted to, it owuld be difficult to restrain their power. He added that he was well versed in the art of playing with dice, and if the Pandavas could be induced to have a game with him, he would be able by some peculiar artifice known to himself, to deprive them of all that they possesed. Duryodhana highly approved the suggestion. Yudhisthira, ignorant of the trap laid for him, was weak enough to consent to the proposal of a game, and with the folly incident to all gamblers, gradually betted all his substance, not excepting the persons of his wife, his brothers, and himself. The game ended

করিলেন এবং সমাপনানন্তর অভিষিক্ত হইলে মদ্র, কাম্বোজ, মগধ, মৎস্য, অবন্তী, চেদি, কাশী প্রভৃতি দেশের নৃপতি সকল তাঁহার পার্শ্বে অনুচরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল পরে তিনি সমাহূত রাজগণের পুরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু প্রথমতঃ কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে চেদি দেশাধিপতি শিশুপাল নিজাপমান বোধে ক্রুদ্ধ হইয়া সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি করিল তাহাতে কৃষ্ণ জ্বলন্ত কোপে সেই স্থানেই তাহাকে বধ করিলেন।

দুর্য্যোধন যজ্ঞের মহা ঘটা দেখিয়া হিংসায় অধৈর্য্য হইয়াছিল অতএব যজ্ঞ সমাপনানন্তর বিদায় হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াই অমাত্যগণ সঙ্গে পাণ্ডবদিগের রাজ্য সম্পত্তি ও প্রাধান্য বিনষ্ট করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার পরমপ্রিয় মন্ত্রি ও মাতুল শকুনি বিবেচনা করিয়া কহিল পাণ্ডবেরা স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য বিক্রমে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছে, বুদ্ধি কৌশল ব্যতিরেকে তাহারদের শক্তি খর্ব্ব করা দুঃসাধ্য, পরে কহিলেন যে তিনি দ্যূতক্রীড়ায় অতি নিপুণ,আর এমত এক বিশেষ ছল জানেন যে পাণ্ডব দিগকে ঐ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে ছলে তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারিবেন,দুর্য্যোধন এই উপায় উত্তম বলিয়া ধার্য্য করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্রীড়ার প্রসঙ্গ করিলেন, যুধিষ্ঠির ক্ষীণবুদ্ধি প্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কুহক না বুঝিয়া তাহার কথায় সম্মত হইলেন, এবং দ্যূত ক্রীড়াসক্ত কাপুরুষদিগের ন্যায় ক্রমশঃ সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া শেষে ভ্রাতৃ পত্নী এবং আপনার শরীরপর্য্যন্ত পণে সমর্পণ করিলেন, পরে ঘোরতর

in his destitution and disgrace. He lost his kingdom and became the slave of his relations; and his wife was publicly insulted in his own presence, by being dragged by her hair from her apartments and exposed in the Sabha. The violence offered to the feelings of a delicate and an amiable princess, roused the indignation of Bhima; he proposed the immediate destruction of the ruthless gamblers who had won the game, but was dissuaded by the mildness of his brother, whose honor required that he should quietly submit to his fate. Dhritarashtra however, having heard of the insults heaped upon Draupadi took compassion on her misfortunes, and tried to soothe her out-raged feelings by kind and affectionate words. He also offered to confer on her any boon she might ask for. Draupadi prayed for the liberation of her husbands and the restoration of their kingdom, which was generously granted; and they all returned to Khandava prastha with their fair consort.

Duryodhana felt no way thankful for the kindness his father had shown to his enemies. A gloom of sorrow displaced the sunshine of joy on his face. He still meditated their downfal, and attacked them once more in their weak side. A second proposal was made for a game at dice, and it was stipulated that the party beaten, should be banished for twelve years to the forests, and be obliged to live another year in a state of disguise, and that if they were discovered and

লজ্জার সহিত ক্রীড়ায় পরাস্ত হওয়াতে রাজত্বে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গের দাসত্ব স্বীকার করিলেন এবং বিপক্ষেরা অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়া সভা মধ্যে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে অপমান করিল, ভীম স্বচক্ষুতে ঐ মনোরম্যা অবলা রাজমহিষীর অপমান ও দুরবস্থা দেখিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হওত দ্যূতক্রীড়ার নির্দ্দয় জয়কারিদের সদ্য ধ্বংস করণে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধৈর্য্যাবলম্বন ও অনুরোধ হেতুক মনোমধ্যেই কোপাগ্নির সম্বরণ করিলেন আর যুধিষ্ঠিরকেও সত্য পালনে বদ্ধপ্রযুক্ত ঐ ঘোর দুর্গতি স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর অপমান বার্ত্তা শুনিয়া করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রিয় বচনদ্বারা তাঁহার মনস্তাপ শান্তি করণার্থ বহুতর যত্ন করিলেন এবং তিনি যাহার প্রার্থনা করিবেন তাহাই বরস্বরূপে প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন, তাহাতে দ্রৌপদী পণজিত পঞ্চপতির দাসত্ব মোচন এবং রাজ্য লাভের প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিলেন অতএব পাণ্ডবেরা পত্নীর সহিত পুনশ্চ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিতে পাইলেন।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রতি পিতার প্রসন্নতা শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইলেন, এবং তাঁহার প্রসন্ন বদনের শোভা বিষাদে মলিন হইল, পরে নিরন্তর তাহারদের অহিত চেষ্টা করিয়া যে বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত ক্ষীণ বুদ্ধি, তদুপলক্ষেই পুনশ্চ অনিষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ার প্রসঙ্গ করিয়া এই পণ স্থির করিলেন যে অক্ষে পরাজিত হইলে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে

recognised during the year of their disguise, they should be bound to remain in exile for twelve years longer.

Yudhisthira on whom the severe lesson he received at the first game had made no salutary impression, consented to the wager and again lost the game. In fulfilment of the conditions agreed upon, he left his mother under the care of Vidura, and proceeded to the forests with his wife and brothers. His banishment filled the whole population of Hastina with grief; the old and the young, the men and the women were equally affected. Yudhisthira was loved and esteemed for his attachment to truth, his sense of honor, and his kind and benevolent disposition; his weakness in staking his own liberty and the interests of his subjects at a mere game, was easily excused by a people who considered gambling as a venial offence; while the malicious intrigues of his opponent Duryodhana, who did not play fair, served only to excite the sympathy of the populace for the unfortunate exile. Every voice, it is said, testified to the virtues of Yudhisthira and was raised against the villany of Duryodhana.

The Pandavas wandered for a while in the forests, and at last took up their quarters at Kamyaka Vana, where their great friend Krishna and other intimate acquaintances came to visit them. They afterwards removed to Dwaita Vana. Arjuna went by Yudhis-

হইবেক আর অজ্ঞাত বাসের বর্ষ মধ্যে নামধাম প্রকাশ হইলে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে থাকিতে হইবেক।

যুধিষ্ঠির একবার পরাজিত হইয়া ঘোরতর দুর্গতি ভোগ করিয়াও সচেতন ও সুবুদ্ধি হয়েন নাই একারণ ঐ পণ স্বীকার করত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয়বার পরাভূত হইলেন, অনন্তর উক্ত ক্রীড়ার পণানুসারে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ জননীকে বিদুরের নিকট রাখিয়া পত্নী ভ্রাতৃ প্রভৃতির সহিত বনপ্রস্থান করিলেন, তাঁহারদের যাত্রা কালীন হস্তিনা পুরস্থ যাবদীয় লোক বিষাদে পরিপূর্ণ হইল আর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিল। সর্ব্ব জনেই যুধিষ্ঠিরের মহানুভবত্ব দয়া, ধর্ম্ম, সত্যাদি গুণগণের নিমিত্তে অনুরাগ ও সমাদর করিত, তৎকালের লোকেরা দ্যূত ক্রীড়াকে সামান্য দোষ মাত্র জ্ঞান করিত একারণ আপনার স্বাধীনতা ও প্রজা পুঞ্জের হিতাহিত দ্যূত ক্রীড়ার গত্যধীন করাতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে যে দোষ স্পর্শ হইয়াছিল কেহই তাহা গণনা করিলেক না, দুর্য্যোধন ছলপূর্ব্বক অক্ষে কৃতকার্য্য হইয়া যে হিংসা ও খলতা প্রকাশ করিয়াছিল তজ্জন্যই যুধিষ্ঠিরের দুর্গতি বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি নাগরিক লোকদের অধিক দয়ার উদ্ভব হইল, অতএব কথিত আছে প্রত্যেক ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে যুধিষ্ঠিরের গুণানুবাদ ও দুর্যোধনের নিন্দাবাদ করিয়াছিল।

পাণ্ডবেরা কিয়ৎকাল অরণ্যেং ভ্রমণ করিয়া পরে কাম্যক বনে গিয়া বাস করিলেন, ইতিমধ্যে তাহারদের পরমমিত্র কৃষ্ণ এবং অন্যান্য আত্মীয় গণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈতবনে বাস করিতে গেলেন, তৎকালে অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের

thira's desire to procure instruments of warfare, and as he was absent a long time, his brother began to be pensive. The hermits who resided there, administered consolation by relating tales and anecdotes for his diversion. Shortly after, Yudhisthira proceeded on a pilgrimage in company with his wife, brothers, and attendants. He visited many sacred spots and collected much information regarding the past history of the places through which he travelled. While at Gandhamadana, he met with Arjuna whom he had so long missed, and then returned to Dwaita Vana where he spent the remaining years of his exile.

While the Pandavas lived as exiles, Duryodhana desired, in concurrence with Karna, Shakuni, and others to make a display of his grandeur and magnificence before his fallen enemies. Under pretence of witnessing the ceremony of Ghosejatra, or the annual assemblage of milkmen with their cows in the Dwaitavana, he set out with a large retinue of elephants, horses, infantry, and the full complement of his army. His brothers and friends and the princesses went with him. On arriving at the destined place, he feasted his eyes by beholding the distressed condition to which the Pandavas, care-worn and destitute of their princely glory, were reduced; and attempted to mortify their feelings by a haughty parade of his own power in their presence. But he could not disturb the equanimity of Yudhisthira's mind. After witnessing the celebration

আদেশে উত্তমোত্তম অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানেং ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে অধিক বিলম্ব হওয়াতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিমনা হইতে লাগিলেন, ইহাতে বিপিন বাসি তাপসগণ সময়েং তাঁহাকে নানা ইতিহাস ও উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃত্রয়কে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে গেলেন এবং নানাবিধ স্থান দর্শন করিয়া তথাকার পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর গন্ধ মাদন পর্ব্বতের নিকট যাত্রা করাতে সেখানে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইল পরে তথা হইতে সপরিবারে পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রত্যা- গমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বনবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

যৎকালীন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে বনবাস করিতেছিলেন তখন দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে একদিন শ্রীভ্রষ্ট পাণ্ডবদিগের সম্মুখে আপনার প্রাধান্য ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবেন। অত- এব দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রা দর্শনচ্ছলে হস্তি অশ্ব রথ পদাতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মহা সমারোহ পূর্ব্বক ভ্রাতৃ মিত্রাদি সমস্ত পরিবার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং তথায় যুধিষ্ঠিরাদিকে ক্লেশেতে বিষণ্ণবদন ও রাজলক্ষণ বর্জ্জিত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যমুখে চক্ষুঃ সন্তোষ করিতে লাগিলেন আর তাঁহারদের সাক্ষাৎ অহঙ্কার পূর্ব্বক স্বীয় পরাক্রম ও গৌরব প্রকাশ করিয়া অন্তরে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রদান করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বিকার জন্মিল না। পরে তাহারা উৎসব দর্শন করিয়া পরিজন

of the festival, Duryodhana began to amuse himself with his family in the vicinity of a delightful tank belonging to a Gandharva named Chitrasena. This gave rise to some misunderstanding which brought on a fierce battle between Duryodhana and the Gandharva, in which the army of Dhritarashtra's son was routed, and he himself fastened with ropes to the car of the victorious enemy. His females also were made captives. Intelligence was brought to Yudhisthira of the danger into which his cousin had fallen, and his assistance was solicited for his liberation. The son of Pandu, forgetting the complicated injuries done to himself, generously desired his brothers to arm for the rescue of their relation from his difficulties. In a truly noble and princely spirit, he said, that *even an enemy when he seeks for help ought to be protected.* His brothers proceeded to the tank of Chitrasena, where Arjuna overpowered the Gandharva, rescued Duryodhana and his companions, and brought them safe to Yudhisthira.

Yudhisthira had often been insulted and injured by Duryodhana, and had now an opportunity of wreaking his vengeance. But generosity and moderation were prominent traits in his character. As soon as he heard that Duryodhana was in danger, he assisted him to the best of his power without thinking for a moment of revenge, and then dismissed him with some salutary admonitions as to the line of conduct he ought to pursue in future.

সহিত চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্ব্বের মনোহর সরোবরের নিকট ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে কলহ উপস্থিত হওয়াতে. ঐ গন্ধর্ব্বের সহিত তাহারদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে কুরুদিগের সেনা ও সেনাপতি সকলে পরাস্ত হইল এবং চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া রথোপরি লইল আর রাজমহিষী ও অন্যান্য পরিজন সকল শত্রুহস্তে পতিত হইল। পরে যুধিষ্ঠির কোন লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে দুর্য্যোধন ঘোরতর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আত্ম রক্ষার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে অতএব আপনি যে অশেষ অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা মনে না করিয়া বিশেষ ঔদার্য্য প্রকাশ করত তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগণকে দুর্য্যোধনের উপস্থিত বিপদ্মোচন করিতে আদেশ করিলেন, এবং রাজবংশের উপযুক্ত মহানুভব চিত্তে কহিলেন শরণাগত শত্রুরও আশ্রয় দান কর্ত্তব্য। তাঁহার অনুজেরা আজ্ঞামাত্রে চিত্রসেনের সরোবর সমীপে গমন করিলেন এবং অর্জ্জুন তাহাকে তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনের বন্ধনমোচন ও পরিজনের পরিত্রাণ করত সকলকে অগ্রজ সমীপে আনিলেন।

যুধিষ্ঠির অশেষ প্রকারে দুর্য্যোধন কর্তৃক অপমানিত ও অপকৃত হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে চির বিরোধি অপকারিদিগের প্রতি হিংসা অনায়াসে করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এতাদৃশ মহৎ ছিল যে তিনি, দুর্য্যোধনের বিপত্তি শ্রবণ মাত্রে পূর্ব্বাপকার কিঞ্চিন্মাত্র স্মরণ না করিয়া সাধ্যানুসারে রক্ষা করিলেন এবং চরিত্র শোধন বিষয়ে অনেক সৎপরামর্শ দিয়া স্বরাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

On one occasion, Yudhisthira and his brothers set out on a hunting excursion, leaving Draupadi unprotected in their sylvan retreat. Jayadratha, the brother-in-law of Duryodhana, and king of Sindhu (Scinde), took advantage of the opportunity, and advanced with a small retinue. He came to Draupadi in the garb of a friend, and treacherously carried her off by force in his car, which he drove furiously in order to escape from the exiled princes in case they pursued him. The shrieks of the unfortunate Draupadi reached the ears of the Pandavas while they were busy in sporting. They ran till they overtook the car of Jayadratha, and commenced fighting with him. The ruler of Sindhu was induced by fear to leave Draupadi to herself and seek his own safety by flight. Yudhisthira then returned home with his wife. Bhima and Arjuna, enraged at the conduct of Jayadratha, pursued him in his flight, and determined not to come back without his head. Yudhisthira moderated their fury by remarking that although the villain whom they sought to destroy, richly deserved such punishment, yet they should not imbrue their hands in his blood out of regard to his wife Dushila, the daughter of their uncle Dhritarashtra, who would in such a case be visited with the misery of widowhood. The spirited princes Bhima and Arjuna, however, took Jayadratha alive and brought him, with hands tied, to their brother. Yudhisthira immediately caused him

বনবাস কালে একদিন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন ইত্যঃবসরে দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কপট আত্মীয়ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিল, এবং বনবাসি নৃপাত্মজেরা যদি পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বিরোধ উপস্থিত করে এই শঙ্কায় শীঘ্র রথে আরোহণ করাইয়া খরতর বেগে প্রস্থান করিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা মৃগয়া করিতেং সঙ্কটাপন্না দ্রৌপদীর মহা আর্ত্তনাদ ও রোদন শব্দ শুনিতে পাইয়া বেগে গমন করত ঐ দুরাত্মার রথের নিকটবর্ত্তি হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন তাহাতে জয়দ্রথ ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিল। যুধিষ্ঠির বনিতা লইয়া আশ্রমে গমন করিলেন কিন্তু ভীমার্জ্জুন ভার্য্যাপহারককে ধৃত করণার্থ জ্বলন্তকোপে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার ছিন্নমুণ্ড গ্রহণ না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না, যুধিষ্ঠির তাহারদের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন যে ঐ পাপাত্মা বধার্হ বটে কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের দুহিতা দুঃশীলার অনুরোধে তাহার শোণিত দর্শনে ক্ষান্ত হও যেহেতু সেব্যক্তি নষ্ট হইলে ঐ অবলা বৈধব্য যন্ত্রণায় পরিতাপিতা হইবেক। উক্ত বিক্রম শালি কুমারদ্বয় কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে তাহার হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করিলে দয়াময় যুধিষ্ঠির তাহার বন্ধন

to be set at large, and dismissed him with an admonition.

Whenever the recollection of his lost kingdom and of the ignominy offered to his wife, haunted the mind of Yudhisthira, he attempted to draw consolation from the discourses of the Rishis on moral and spiritual subjects. Constant association with those philosophers had led to the enlargement of his knowledge, and the elevation of his moral sentiments.

On one occasion he went to a tank to drink water, where his knowledge on moral and spiritual matters was tested by a Yacsha. His answers are to be found in a versified form in the Mahabharat, whence the extent to which he had cultivated his mind will be perceived. He was not only acquainted with the duties of monarchs, but had also acquired some knowledge of physics, and was versed in the ethical science of his country. The lines here given are in the didactic style.

" One virtue is in the practice of sincerity; liberality is the root of glory; truth is the ladder to heaven, and good habits are the cause of happiness.

" True knowledge consists in the knowledge of God; asceticism in the calmness of the mind; benevolence in the desire of promoting universal happiness; and sincerity in the evenness of the mind.

" Anger is an unconquerable foe; covetousness is a sore disease: he who promotes the well being of all

মুক্ত করত কেবল কতকগুলি মিষ্ট ভৎর্সন ও হিতোপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন।

যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রংশ ও পত্নীর অপমান ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনা স্মরণে যখন২ চঞ্চল চিত্ত হইতেন তখন বনস্থ ঋষিদিগের প্রমুখাৎ ধর্ম্ম ও নীতি তত্ত্বের মহার্ঘ বচন শ্রবণ করিয়া মনঃ স্থৈর্য্য করিতে যত্ন করিতেন, এবং সর্ব্বদা পণ্ডিত সমাজে সহবাস করাতে অশেষ প্রকারে তাহার জ্ঞানের উন্নতি ও সুশীলতার বৃদ্ধি হইয়াছিল।

তিনি এক সময়ে কোন জলাশয়ে জলপান করিতে গেলে এক যক্ষ তাহাকে ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে যে২ উত্তর দিয়াছিলেন মহাভারতে সে সকল শ্লোক নিবদ্ধ আছে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহার অনেক বিষয়েই কিঞ্চিৎ২ দৃষ্টি ছিল, ফলত তিনি কেবল রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন এমত নহে পদার্থ বিদ্যা ও স্বদেশীয় নীতি তত্ত্বেও নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ছিল না। এস্থলে তাঁহার নীতিবিদ্যা প্রকাশক কতিপয় বচন ভাষায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সরলতা ব্যবহারই এক ধর্ম্ম, দানই যশের আমূল, সত্যই স্বর্গের সোপান, এবং সুশীলতাই সুখের কারণ।

"তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান কহা যায়, এবং অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যই শম, সর্ব্ব প্রাণির সুখ বাসনাই দয়া, আর মনের সমতাই সারল্য।

"ক্রোধ দুর্জ্জেয় শত্রু, এবং লোভ অত্যন্ত ব্যাধি, আর যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতৈষী সেই সাধু, এবং দয়াহীন মনুষ্যকেই

is virtuous, aud he who is not benevolent is not virtuous.

"True bathing is the purification of the heart and liberality is the protection of our fellow creatures. He who has no debt and does not live abroad, and who, though fasting for four days, gets to partake in his own home, even a vegetable diet on the fifth or sixth day, is a happy man.

"There is no end to discussion; and the Vedas are of various kinds; there is not a sage who does not differ from his own *fraternity*. The real nature of virtue lies concealed in some cavern; the path followed by the virtuous is therefore the right path".

After the expiration of twelve tedious years of solitude, Yudhisthira proceeded with his wife and brothers, all in disguise, to Virat, king of Matsya, where they received appointments in several capacities. Yudhisthira became his counsellor, Bhima was placed in charge of his Kitchen, Arjuna, appearing as a female, was engaged to teach dancing to the princesses; and Nakula and Sahadeva were appointed to take care of horses and cows in the palace, while Draupadi became the maid of Virat's queen. Duryodhana sent messengers to various parts of the country in search of the *Pandavas*. He was very desirous of discovering and recognizing them, that they might again be doomed to banishment for a further period of twelve years, and

অসাধু বলে, মনের মলত্যাগই স্নান এবং প্রাণিদের রক্ষা করাই দান।

"যেব্যক্তি কাহারও ঋণী নয় এবং প্রবাসে থাকে না সে যদি চারিদিন অনাহার থাকিয়া পঞ্চমাহে অথবা ষষ্ঠাহে আপনার গৃহে শাক মাত্র পাক করিয়া ভোজন করে তথাপি তাহাকে সুখী কহা যায়।

"তর্কের শেষ নাই এবং বেদ সকলও নানাপ্রকার, এবং এমত একও ঋষি নাই যাহার মত ভিন্ন নহে, অতএব ধর্ম্মের যাথার্থ্য পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়াছে এক্ষণে মান্য জনেরদের আচারই ধর্ম্মমার্গ"।

দ্বাদশ বৎসর অরণ্য বাস সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির অজ্ঞাত বাস করিবার নিমিত্ত পত্নী ভ্রাতৃ সহিত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের আলয়ে গমন করিলেন এবং প্রত্যেকে কর্ম্মকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন, যুধিষ্ঠির রাজসভায় মন্ত্রির কার্য্য করিতে লাগিলেন, ভীম পাকশালায় রন্ধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্জ্জুন স্ত্রীবেশধারী হইয়া নাট্য শালায় রাজনন্দিনী দিগকে নৃত্যশিক্ষা করাইতে গেলেন, আর নকুল সহদেব অশ্বপাল ও গোপালের কার্য্যে এবং দ্রৌপদী বিরাটের রাজমহিষীর সৈরন্ধ্রী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার দিগের উদ্দেশে নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিয়া অজ্ঞাত বাস প্রকাশার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিল, তাহার মানস ছিল যে অজ্ঞাত বাসের বর্ষমধ্যে প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহারদিগকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসি

that he might reign as supreme and undisputed monarch of Hastina. But his efforts proved fruitless.

While the Pandavas were employed in the palace of Virat, Susharma, King of Trigarta, seized the cattle of the king of Matsya which occasioned a battle between the two princes. Virat was at the point of sustaining a defeat when Yudhisthira, through the assistance of *Bhima*, gave a prosperous turn to his affairs, and overthrew and routed the enemy. Susharma, thus humbled, solicited the assistance of Duryodhana who marched at the head of his army and his generals; and entering into the kingdom of Matsya, commenced plundering its flocks and herds. Uttara, the son of king Virat, came forward, accompanied and assisted by Arjuna, and chastised the enemy who was soon driven out.

The period for which the Pandavas were bound to live in disguise now expired. Yudhisthira, revealing his real name to Virat, asked for leave to return to his own country. Virat was not a little surprised when he learnt that the late king of Indraprastha had entered into his service. He showed him every mark of respect and prayed for forgiveness for any offences he might have given him while under his roof. He further strengthened his alliance with the Pandavas by giving his daughter in marriage to Avimanyu, the son of Arjuna. After the solemnization of the nuptials, the Pandavas publicly threw off their disguise and

করিয়া নিষ্কণ্টকে একাকী রাজ্যভোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হইল।

যৎকালীন যুধিষ্ঠিরাদিরা বিরাট রাজ সদনে অজ্ঞাত বাস করিতেছিলেন তৎকালে ত্রিগর্ত্তদেশের অধিপতি সুশর্ম্মা বিরাট রাজের গাভী সকল হরণ করাতে উভয় রাজার মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাতে বিরাট রাজের পরাজয়োপ-ক্রম হওয়াতে যুধিষ্ঠির ভীমের সাহায্যে তাঁহার পরিত্রাণ করত সুশর্ম্মাকে পরাভূত ও নিরাকৃত করেন। সুশর্ম্মা পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধনের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি সেনা সেনাপতির সহিত যুদ্ধ যাত্রা করত মৎস্যদেশ আক্রমণ করিয়া যাবদীয় গোহরণের উপক্রম করিলেন তাহাতে বিরাটতনয় উত্তর অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষ পক্ষের আক্রমণ নিরা-করণার্থ অগ্রসর হইলেন এবং সব্যসাচির সাহায্যে সমস্ত শত্রুবর্গকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

অজ্ঞাত বাস সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির বিরাট রাজকে আত্ম পরিচয় দিয়া স্বদেশ গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্রপ্র-স্থের মহীপাল ছদ্মবেশে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বিরাটা-ধিপতি ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত তটস্থ হওত নানা প্রকারে তাহার সম্মান করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানতঃ যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে একারণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, পরে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য দৃঢ়তর করণার্থ অর্জ্জুনের পুত্র অভিম-ন্যুকে আত্ম কন্যা দান করিলেন। বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইলে পঞ্চ ভ্রাতা প্রকাশ্যরূপে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজ্যা-

began to concert measures for the recovery of their kingdom. Bhima, Arjuna, and the other brothers were for commencing warlike operations immediately, and destroying the whole race of the Kurus, in case Duryodhana refused to restore their territories. The tender-hearted Yudhisthira was of a different opinion. He was so anxious to avoid hostilities that he at last offered to give up all thoughts of war, if he might only receive five villages for himself and brothers. But Duryodhana obstinately resolved not to give him a particle of land, not even such as could be held on the top of a needle, while there was a spark of vitality in him. Yudhisthira was thus constrained to acquiesce in the adoption of the hostile measures contemplated by his brethren.

The two parties, when war was resolved on, endeavoured to strengthen themselves by the alliance of the different Rajahs in the country. The conflicting armies at length met in the plains of Kurukshetra near Jhanseur in Sirhind. Their numbers covered the battle field. The neighing of horses, the solemn marching of elephants, the rattling of cars, the blowing of shells, the flourish of trumpets, the war-cry of the chieftains, the charge of the infantry, the glittering of arms, and the diversified colors of waving flags, heightened the grandeur and awfulness of the scene. Arjuna, the general of the Pandavas forces,

ধিকার জন্য নানাপ্রকারে উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয় কহিলেন দুর্য্যোধন সহজে রাজ্যাংশ না দিলে অবিলম্বে সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া একেবারে কুরু-কুল নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যুধিষ্ঠির কোমল স্বভাবপ্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি কেবল সামদ্বারা জ্ঞাতি বিরোধের মীমাংসা করিতে অস্থির হইয়াছিলেন অতএব অব-শেষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ মাত্র গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন, পরন্তু দুর্য্যোধন একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে জীবন সত্ত্বে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দান করিবেক না, সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতৃগণের যুদ্ধোদ্যমেই সম্মতি দিতে হইল।

কুরু পাণ্ডবেরা যুদ্ধ দ্বারা জ্ঞাতি বিরোধের নিষ্পত্তি করণ ধার্য্য করিলে উভয় পক্ষ ভারতবর্ষের নানা দেশীয় রাজ-গণকে সহায় করিয়া স্ব২ দল সবল করিতে যত্ন করিল, পরে দুই দলের সেনারা সরহন্দ দেশীয় ঝান্সিয়রের নিকট কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তে পরস্পরাভিমুখ হইল। তাহারদের রণস্থল অসংখ্য সৈন্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং অশ্বের শব্দ, গজের গভীর গমন, রথের ঘর্ষণ, শঙ্খের ধ্বনি, বাদ্যের নিনাদ, সেনাপতির সিংহনাদ, এবং পদাতির কোলাহল, আর অস্ত্র শস্ত্রের উজ্জ্বল তেজ ও রণ পতাকার প্রভা এই সকলে কুরু-ক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর রূপ হইল। পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনানী

moved on in his car, armed with the Gandiva and determined to effect the destruction of the enemy.

Bhishma was the generalissimo of the Kuru forces, but he fell after having fought for ten days. Dronacharya succeeded to his command; he also shared the same fate after fighting for five days. Drona is said to have been a master of military discipline, and possessed of great valor. But a singular anecdote is related of his last moments. He had a son named Ashwathama fighting on the same side with himself, but apparently in a remote division of the army; and there was an elephant named Ashwathama which was slain in the midst of the combat. Krishna, the firm friend of the Pandavas, caused an untrue report to be circulated in the enemy's ranks that the son of the general of the Kurus was dead. Bhima too, approaching the spot where Drona was fighting. shouted aloud "Ashwathama is no more." The commander of the adverse party received the report with great anxiety, and desirous of satisfying himself of the truth, called upon Yudhisthira, who was noted for his veracity, to say upon his honor if Ashwathama was really dead.—Yudhisthira replied "Ashwathama is slain,!" adding in an inaudible tone "the elephant." The general of the Kurus was now fully persuaded that his son had really fallen, and was overpowered with grief. The affliction of his mind unnerved his limbs, he threw down his arms and stood inactive,

অর্জ্জুন রথারোহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধারণ করত শত্রু বিনাশ প্রতিজ্ঞায় সমর ভূমির মধ্যে অগ্রসর হইলেন।

ভীষ্ম কুরুদিগের সেনাপতিত্ব কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া ছিলেন তিনি দশ দিবস যুদ্ধ করিয়া শরশায়ী হয়েন তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্য শাসনে নিযুক্ত হইয়া পাঁচদিন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, কথিত আছে তিনি অতি রণকুশল ও মহাশূর ছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহার অশ্বত্থামা নামক পুত্রও কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিতে ছিলেন বোধ হয় তিনি পিতৃ সমীপে না থাকিয়া সৈন্যের প্রান্তভাগে রণে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামা নামে এক হস্তি হত হওয়াতে পাণ্ডব দিগের পরমসুহৃৎ কৃষ্ণ কৌরব সৈন্য শাসকের পুত্র পঞ্চত্ব পাইলেন এই বলিয়া শত্রুশ্রেণীর মধ্যে এক মিথ্যা জনরব বিস্তার করিলেন। ভীমও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ স্থলে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" দ্রোণাচার্য্য ঐ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত কাতরান্তঃকরণ হইয়া ঐ জনরব সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করণার্থ অস্থির হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির সত্যব্রত রূপে বিখ্যাত এপ্রযুক্ত তাহাকে সত্য করিয়া কহিতে অনুরোধ করিলেন যে অশ্বত্থামা যথার্থ নষ্ট হইয়াছেন কি না? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন "অশ্বত্থামা হত" এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিলেন "অর্থাৎ গজ"। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরের স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া স্বপুত্রের যাথার্থ্য মৃত্যু নিশ্চয় করত ঘোর শোকাকুল হইলেন, এবং মনের পরিতাপে কম্পিত কলেবর হইয়া অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক চলৎশক্তি হীন হইলেন

when Dhristadyumna came forward and cut off his head. Yudhisthira could have had no great regard for veracity, when he conveyed, by a prevaricating reply, an idea so false, and so hurtful to the party who had adjured him to tell the truth. But the fact is the ancient heroes had no very sound notions of truthfulness. They often manifested the mos textraordinary attention to the *letter*, while they frequently disregarded the *spirit* of what they said. We have witnessed a striking instance of this in the marriage of the Pandavas with Draupadi; they *literally* fulfilled the injunction of their mother by marrying that princess, as their common wife, notwithstanding Kunti's own regret for the words she had uttered under a mistake; they conceived that their mother's character for truthfulness would be compromised if they did not share their fair prize among themselves; and they felt themselves bound as dutiful sons to verify her command. Yudhisthira too, no doubt believed that he escaped the guilt of falsehood by uttering the words "the elephant," in his reply to Drona.

On the death of Drona, Karna was appointed general of the Kurus. He fought bravely, and caused great slaughter in the ranks of the Pandavas. Yudhisthira had at this time a fierce engagement with Duryodhana who had nearly lost his life. The eldest of the Pandavas had likewise an encounter with Karna in which he suffered severely from the shafts

তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রে আসিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। যুধিষ্ঠির যথার্থ সত্যব্রত ছিলেন ইহা অসম্ভব কেননা যে ব্যক্তি তাঁহার সত্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর রাখিয়া তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বাক্যশ্লেষ চ্ছলে তাহারি অন্তঃকরণে ঘোর অনিষ্ট জনক মিথ্যা বিশ্বাস উদয় করাইলেন। প্রাচীন পুরুষেরা সত্য-বাদিত্বের যথার্থ লক্ষণ স্পষ্ট জানিতেন না, বাক্যের স্থূলার্থে অদ্ভুতরূপে মনোযোগী হইলেও ভাবার্থের প্রতি তাদৃক প্রণি-ধান করিতেন না, পাণ্ডবদিগের বিবাহেতে ইহার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, কুন্তী ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা কহিয়াছিলেন তজ্জন্য স্বয়ং ক্ষুব্ধ হইলেও তাহারা মাতৃ আজ্ঞার শব্দার্থ পালন করিবার মানসে দ্রৌপদীকে সামান্য ভার্য্যা করিয়া বিবাহ করেন, এবং বোধ করিয়াছিলেন যে ঐ মনোহর "ভিক্ষা" সকলে ভোগ না করিলে মাতার সত্যবাদিত্ব রক্ষা হয় না, অতএব পুত্র ধর্ম্মানুসারে তাঁহার আদেশ পালনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও উক্তস্থলে অনুমান করিয়া থাকিবেন যে দ্রোণাচার্য্যের প্রশ্নে উত্তর দান স্থলে "গজ" এই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাঁহার কথায় মিথ্যা ভাষণের দোষ-স্পর্শ হইবেক না।

দ্রোণাচার্য্য রণশায়ী হইলে কর্ণ কুরুদিগের সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করত তাহারদের অনেক সেনা বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মধ্যে একবার ঘোর যুদ্ধ হয় তাহাতে দুর্য্যোধন প্রায় হত হইয়াছিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত ভয়ানক রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বাণ

darted at him, and ran back to his tent. Arjuna did not see his brother retreat, and was exceedingly anxious when he missed him in the battle field; he retired from the combat for a while, and came back to the rear in search of Yudhisthira. This occasioned a temporary misunderstanding between the two brothers. Yudhisthira had concluded, when he saw Arjuna retiring from the field, that he was returning in triumph after destroying Karna, the chief of the Kurus; and was disappointed on hearing the true reason of his momentary abandonment of the scene of action. His sufferings from the wounds he had received, had already soured his temper; he was still more vexed on seeing Arjuna away from the field. He accordingly rebuked him for deserting his post, and said in a rage "give up thy Gandiva!" Arjuna was highly offended at this unmerited reproof, and drew his sword in a moment of irritation, offering to make a pass at his brother. But Krishna who happened to be present interfered, and prevented such rashness. The two brothers were shortly after reconciled,, and embraced one another in token of their affection. Krishna took this opportunity of expatiating on the valor which Arjuna had displayed, and reminded him of the unfair way in which the enemy had slain his son Abhimanyu. Arjuna's wrath was kindled on hearing of his son's fate; he immediately resolved to destroy Karna with his own hands; and marching back to the battle

বর্ষণে সন্তপ্ত হইয়া শিবিরে পলায়ন পর হইতে বাধিত হয়েন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতে দেখেন নাই, একারণ রণস্থলে তাহার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে সৈন্য শ্রেণীর পার্ষ্ণি ভাগে গমন করিলেন। অর্জ্জুন পশ্চাৎ ভাগে আগমন করিলে দুই ভ্রাতার মধ্যে ক্ষণিক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল,, যুধিষ্ঠির অনুজকে রণ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া প্রথমত অনুমান করিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন কৌরব সেনাধ্যক্ষ কর্ণকে বধ করিয়া জয়োল্লাসে আসিতেছেন, কিন্তু পরে তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে আশাবৃক্ষ নিষ্ফল হইল, অতএব যুধিষ্ঠির একে অস্ত্রাঘাতের জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন তাহাতে অর্জ্জুনকে রণ স্থলে বিমুখ দেখিয়া আরও সন্তপ্ত হইলেন এবং দলত্যাগী বলিয়া ভৎসনা করত ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন "গাণ্ডীব ধনুঃ ত্যাগ কর"। অর্জ্জুন ঐ অন্যায় তিরস্কার শুনিয়া রাগান্ধ চিত্তে ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া অগ্রজকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হয়েন, কৃষ্ণ সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি অর্জ্জুনের রাগ দেখিয়া সৎপ্রবোধ দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন তাহাতে দুই ভ্রাতা পুনশ্চ সদ্ভাব করিয়া আলিঙ্গন করত পরস্পরের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন সেই অবসরে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বীর্য্য বর্ণনা করিয়া শত্রু হস্তে তৎপুত্র অভিমন্যুর অন্যায় বধাদির কথা উল্লেখ করিলেন। অর্জ্জুন পুত্রের দুর্গতি শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে কর্ণকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া রণে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং খরতর উদ্যমে কর্ণের উপর

field, made a furious charge upon his antagonist, and soon numbered him with the dead.

The mighty generals of the Kurus thus fell one after another; but the mind of Duryodhana was still unsubdued; he was still opposed to pacific measures, and determined not to give a particle of land to his cousins. He began to form new plans for effecting the destruction of the Pandavas. He committed the charge of his army to Shalya, Rajah of Madra, and rushed once more to battle. But the fortunes of the Pandavas were on the ascendent. Shalya was soon defeated and slain by Yudhisthira; and Duryodhana found himself in the midst of an army so exhausted and reduced, and felt so ashamed of his position, that he retired from the field and concealed himself in a neighbouring pond. The Pandavas pursued him to the place of his retreat, and loaded him with reproaches for his pusillanimous conduct. Duryodhana resented the rebuke, and would ask no quarter; he made a desperate sally against the enemy, but fell down dead with his thigh bones broken.

The death of Duryodhana put an end to the war, and ensured the victory of the Pandavas. But it was a victory connected with the most mournful associations; the conquerors themselves began to lament the fall of those against whom they had armed; the gentle heart of Yudhisthira could not take pleasure in a kingdom founded in the blood of his own

আক্রমণ করিয়া অবিলম্বে তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।

কুরুপক্ষের মহাবল পরাক্রম সেনাপতি সকল এইরূপে ক্রমশ ক্ষয় পাইল তথাচ দুর্য্যোধনের দুরাগ্রহ শিথিল হইল না তিনি এখনও সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জীবন সত্ত্বে রাজ্যের তিলার্দ্ধমাত্র দিবেন না এই প্রতিজ্ঞাতেই নিশ্চল হইয়া রহিলেন এবং পাণ্ডব বিনাশের উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে মদ্রদেশের শল্য নামে এক রাজাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পুনশ্চ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পাণ্ডবদিগের রাজলক্ষ্মী বলবতী হওয়াতে ঐ সেনাপতি অচিরে পরাস্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে পঞ্চত্ব পাইলেন। শল্যের মরণানন্তর দুর্য্যোধন স্বপক্ষকে নিতান্ত ক্ষীণ ও নির্ম্মনুষ্য দেখিয়া মনোমধ্যে এমত লজ্জান্বিত হইলেন যে রণস্থল ত্যাগপূর্ব্বক গোপনে নিকটস্থ হ্রদমধ্যে গিয়া লুক্কাইয়া রহিলেন। পাণ্ডবেরা তাহার অন্বেষণ করত ঐ নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়াতে পলাতক বলিয়া নানা প্রকারে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন বিজাতীয় অভিমানী স্বকর্ণে তিরস্কার সহিতে না পারিয়া এবং শত্রুর নিকট শরণ প্রার্থনাতেও অত্যন্ত লাঘব জ্ঞান করিয়া মহা বিক্রমের সহিত যুদ্ধার্থ প্রকাশ হইলেন তাহাতে অবশেষে ভগ্নোরু হইয়া রণশায়ী হইলেন।

দুর্য্যোধনের মরণানন্তর যুদ্ধের নিবৃত্তি এবং পাণ্ডবদিগের জয় সম্পূর্ণ স্থির হইল, কিন্তু ঐ মহা সমরে জয়কারিরদের কেবল হর্ষোদয় হইল না তাঁহারা কিযাদেও তাপিত হইতে লাগিলেন কেননা যাহারদের বিরুদ্ধে রণ সজ্জা করিয়াছিলেন তাহারদের বিনাশেই মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণের রক্তপাত পুরঃসর রাজ্যলাভ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের কোমলান্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দোদয় হইল না তিনি

relations and cousins. He thought that however just his title was to the crown, it had been stained by the sanguinary measures whereby he had regained his power. He was accordingly unwilling to enjoy a dignity which he had recovered by the slaughter of his kinsmen; he hesitated to take possession of a throne which was vacated only by the death of his uncle's sons. Vyasa, Narada, and other learned Brahmins endeavoured to satisfy his conscience by representing the hard necessity which forced him to adopt hostile measures, and desired him to undertake the government of his kingdom without scruple. In deference to their opinion he assumed the reins of power, and appointed Bhima as his associate king, and Vidura as his minister.

Though Yudhisthira was reconciled to the enjoyment of a dignity, so hardly earned, his mind was still haunted by the recollection of the lives lost in the plains of Kurukshetra; his conscience stung him as the author of the miseries which the war inflicted, and he continued to mourn for the untimely and violent death of his kinsmen. The Brahmins tried all their skill to administer consolation; they read lecture after lecture on the nature of virtue and vice, and on the unmanly weakness of allowing such feelings of compunction to overpower the mind; they at last recommended him to expiate his guilt, if still he felt disconsolate, by sacrifices and alms-givings. Liberal donations

ভাবিলেন যে রাজ্যেতে তাঁহার যথার্থ অধিকার ছিল বটে কিন্তু রক্তারক্তি করিয়া আধিপত্য গ্রহণ করাতে সে অধিকার বিরূপ হইয়াছে অতএব জ্ঞাতি কুটুম্বের বধে যে রাজ্য লব্ধ হইল তাহা ভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জ্যেষ্ঠ তাত পুত্রের বিনাশে যে সিংহাসন শূন্য হইয়াছে তাহাতে আরোহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন, ইহাতে ব্যাস নারদ প্রভৃতি মহাপ্রজ্ঞ ঋষিগণ নানাবিধ হেতু বাদদ্বারা যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইয়া তাঁহার মনঃসন্দেহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং অকাতরে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহারদের অনুরোধে রাজ দণ্ড ধারণ করিয়া ভীমকে যৌবরাজ্যে এবং বিদুরকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন। /

যুধিষ্ঠির যদিও মুনিগণের অনুরোধে ঐ কষ্ট লব্ধ রাজ্য ভোগ স্বীকার করিলেন তথাপি কুরুক্ষেত্রের ভূরি২ প্রাণি হত্যা স্মরণে তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত শোকে বিহ্বল হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ঘটিত অমঙ্গলের মূল এই ভাবিয়া জ্ঞাতিরদিগের অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত উত্তর২ বিলাপ সাগরে মগ্ন হইলেন, ঋষিরা যথাসাধ্য কৌশলে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পুনঃ২ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ করিয়া বলিলেন যে অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলচিত্ত হওয়া ক্ষীণবুদ্ধি কাপুরুষের লক্ষণ, আর অবশেষে কহিলেন যদি ধর্ম্মাখ্যানেতেও মনঃশান্তি না জন্মে তবে দান যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা অপরাধ

were accordingly made to the Brahminical fraternity, and a magnificent ceremony of the *Ashwa Medha* was celebrated with becoming pomp and splendour.

Yudhisthira reigned for some time, and established his reputation as a good and beneficent prince. The coins which were current during his administration have been discovered, and this, added to the exchange of commodities, of which some intimations may be found in the Puranas, indicates the briskness of commerce in that early age. Indraprastha flourished greatly under his auspices; and we find it spoken of as an emporium for this part of the world. The royal tax during his reign was one-sixth of the crop.

Yudhisthira does not appear to have bestowed much attention on the cultivation of learning. His tutor Gautama had taught him the Vedas, and the acts of Rama Chandra, as narrated in the Ramayana, together with the traditional accounts of other kings, were related to him during his exile in the forests. But he has left no monuments of his own genius; his mind was naturally weak and gentle; he was averse to war, and took much interest in the welfare of his subjects.

But though not a great scholar himself, he was a patron of men of letters. His grand uncle Bhishma appears to have had large acquaintance with politics, ethics, and divinity. The celebrated Vyasa, to whom the Mahabharut and the Puranas are attributed, flou

মোচন কর, অতএব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে নিরন্তর অর্থদানে প্রবৃত্ত হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প উদ্যাপন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া দয়া ও সৎস্বভাব বিস্তার হেতু যথেষ্ট যশোভাজন হইলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে যেং মুদ্রার চলন ছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে আর পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থানে বোধ হয় তৎকালে নানা দেশীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের প্রথা ছিল, অতএব অনুমান হইতেছে প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনে ইন্দ্রপ্রস্থ ঐশ্বর্য্য শালী হয় ঐ নগর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেকালে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে গৃহীত হইত।

যুধিষ্ঠির বিদ্যাভ্যাসে বহুতর যত্ন করেন নাই; গৌতম ঋষি তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন আর বনবাসের কালে তাপসেরা রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের চরিত্র এবং অন্যান্য রাজার-দের উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং কখন কোন বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও কোমল ছিল একারণ যুদ্ধব্যাপারে অত্যন্ত অনুরাগ করিতেন না কেবল প্রজার কুশল চেষ্টাতেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু যদিও তাঁহার আপনার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল না তথাচ বিদ্বান লোকের মহা সমাদর করিতেন। তাঁহার পিতা-মহ ভ্রাতা ভীষ্ম রাজনীতি নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ব বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, মহাভারত পুরাণাদির প্রসিদ্ধ কর্ত্তা বেদব্যাসও

rished during his reign. There was, besides, a large constellation of learned men who, although of retired habits, occasionally graced his court, and received in turn many favors from him.

If the Vedas be considered as the first fruits of the cultivation of Sanscrit, the second great epoch of that language must be placed in the age of Yudhisthira. That age accordingly was one in which the human mind had attained to considerable eminence in this country.

Nor was that age less conspicuous in a military point of view. It is remarkable that Yudhisthira himself was neither a warrior nor a scholar; and yet the practice of arms and the cultivation of letters both attained to great eminence in his reign. While the recluse Brahmins chanted the Vedas and speculated on the mysteries of nature in their sylvan retreats, the heroic Kshetriyas kept up their exercises with the bow and the arrow, the sword and the discus. The military class was indeed hardened against tender susceptibilities, but it was a great redeeming feature in their character that they were as generous in forgiving, as they were ready in resenting an insult; and the rules laid down for their guidance abound in lofty and noble sentiments.

The men of letters were however entirely ignorant of military tactics, as the sons of war were superficially acquainted with literature. The consequence

তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক পণ্ডিত বৃন্দ বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন তাঁহারা বান-প্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেও প্রয়োজন বশতঃ রাজধানীতে আসিয়া রাজসভা উজ্জ্বল করিতেন এবং অনেক প্রকারে প্রতিগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন।

যদি চতুর্ব্বেদকে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের প্রথম ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে ঐ ভাষার দ্বিতীয় অবস্থা হয় সুতরাং সে কালে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বুদ্ধি বিলক্ষণ বৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল।

যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধেও ঐ কাল সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! যুধিষ্ঠির স্বয়ং উত্তম যুদ্ধবীর অথবা সুপণ্ডিত ছিলেন না তথাচ তাঁহার রাজত্ব সময়ে অস্ত্র বিদ্যা ও শাস্ত্র বিদ্যা উভয়েরি উত্তম অনুশীলন হইয়াছিল, অরণ্যবাসি ঋষি-রা স্ব২ আশ্রমে বেদাধ্যয়ন ও স্বাভাবিক পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্বানু সন্ধান করিতেন এবং মহাশূর ক্ষত্রিয়েরাও ধনুর্ব্বাণ খড়্গ চক্রের সহিত অস্ত্র চর্চ্চায় রত থাকিতেন, ক্ষত্রিয়েরদের অন্তঃ করণে কোমল ভাবের উদয় হইত না বটে কিন্তু তাঁহারদের এই এক মহা গুণ ছিল যে যাদৃশ অপমানে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত শীঘ্র রাগাসক্তি প্রকাশ করিতেন অপরাধ মার্জ্জনাতেও তাদৃশ তৎ-পর হইতেন, তাঁহারদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে নীতিশাস্ত্র স্থাপন হইয়াছিল তাহাতে ভূরি২ মহার্থ ও উৎকৃষ্ট তাৎপর্য্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু তৎকালের পণ্ডিতেরা রণ কৌশলে নিতান্ত অনভি-ছিলেন আর যোদ্ধারাও যৎকিঞ্চিৎমাত্র বিদ্যা উপার্জ্জন করি তেন এনিমিত্তে অস্মদ্দেশীয় শূর বীর দিগের যদিও মাসিদনের

was that, although our heroes could not lament with the Macedonian conqueror, that they had no poets to recount their exploits, yet they might justly complain that the portraits which the Brahmins have drawn of their military character, represent rather animal strength and individual valour, than the skilful generalship under which large masses of men are combined together for the accomplishment of the same purpose. While we read of the gigantic strength of a Bhimasena, and the indomitable courage of an Arjuna, in the plains of Kurukshetra, we meet with no accounts of the sagacious policy which directed the marches of the armies, and led them to select advantageous sites for their encampments. We hear nothing of that exertion of the intellect on the part of the commanders, whereby alone the disciplined warfare of civilized nations is distinguishable from the conflicts of mere savages.

Some time after Yudhisthira had recovered his throne, the death of his warm friend Krishna and his family rendered him exceedingly disconsolate. He could not persuade himself any longer to continue in his regal office. Having caused the coronation of Parikshit, the grandson of his brother Arjuna, he retired from his government and adopted the life of a traveller in company with his brethren; he passed through Bengal, Deccan, Guzerat and the Panjab, and thus traversing the whole continent of Hindustan, at last as-

রাজা আলেগজন্দরের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য বর্ণনা শক্তি সমন্বিত কবির অভাব বলিয়া বিলাপ করিবার কারণ না থাকে তথাচ তাঁহারা এই কহিয়া যথার্থ ক্ষোভ করিতে পারিতেন যে ঋষি দিগের কৃত বর্ণনায় কেবল ব্যষ্টিভাবে কাহার২ কায়িক শক্তি ও বিক্রমের উল্লেখ আছে কিন্তু এমত সেনানীত্ব কৌশলের বৃত্তান্ত নাই যদ্দ্বারা ভূরি২ লোক একত্র সমষ্টিভাবে মহা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনায় ভীমসেনের প্রকাণ্ড শক্তি ও অর্জ্জুনের দুর্দ্দান্ত বিক্রমের বিবরণ আছে বটে কিন্তু কীদৃশ সূক্ষ্ম কৌশল ক্রমে সংহত সৈন্যেরদের রণ যাত্রার বিধান ও শিবির করণার্থ উত্তম ভূমির নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না, আমরা সৈন্য শাসকদের সম্বন্ধে এমত কোন বুদ্ধি কৌশলের সূচনা পাঠ করিতে পাই না যাহাতে সভ্য জাতীয়দের সুনিয়মিত সংগ্রাম এবং অসভ্য লোক দিগের কোলাহলের মধ্যে কিরূপ বৈলক্ষণ্য তাহা জানা যায়।

রাজ্য লাভের কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির সুহৃদ্বর কৃষ্ণকে সপরিবারে লোকান্তরস্থ হইতে শুনিয়া মহা শোকাকুল হইলেন এবং আর রাজ্যভার বহনে অন্তঃকরণকে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেন না, অতএব অনুজ অর্জ্জুনের পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া আপনি রাজত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং বঙ্গ, দক্ষিণ, গুর্জ্জররাষ্ট্র, পঞ্জাবাদি সর্ব্বস্থান দিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া

cended the Himalaya whence he never more returned to his country. His moderation and love of virtue have won for him the honorable appellation of *Dharma-raja*, or the Righteous king; and the poets have still further exalted him by saying that from the Himalaya he went direct to heaven with his earthly body. The age in which he lived is now generally supposed to be the 14th century before Christ.

---

## CONFUCIUS.

THE five Canonical Books of the first order among the Chinese, are of the remotest Antiquity, and all others composed since by the wisest Men of that empire, are no other than Copies of, or Comments upon them. Among the numerous Authors, who have bestowed their labour upon these ancient Monuments, none has been more illustrious than *Confucius*: For during so many Ages, he has been looked upon throughout the Empire, by way of Excellence, as the great *Master* and Ornament of his Nation, as well as a complete Model for all wise Men.

Though he never acquired the Title of King, yet by his excellent Maxims and great Examples, he governed a part of *China* during his Life,; and since his death, the Doctrine which he collected in his Books, drawn from the ancient Laws, has been, and still is, looked upon, as a perfect Rule of Government. As he never had any other View in his Undertakings,

অবশেষে হিমালয় পর্ব্বতারোহণ করিলেন, সেখান হইতে আর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রযুক্ত ধর্ম্মরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সম্ভ্রম ভাজন হইয়াছিলেন, কবিগণেরা তাঁহার আরও অধিক প্রতিষ্ঠা করত কহিয়াছেন যে তিনি হিমালয় হইতে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। অনেক বিদ্বান্ লোকেরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টের প্রায় চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব হইয়াছিল ইতি।

সমাপ্তোয়ং অধ্যায়ঃ।

# কংফুছে।

চীন দেশীয় সর্ব্বপ্রধান পঞ্চ শাস্ত্র অতি প্রাচীন, তথাকার পণ্ডিতেরা অন্যান্য যেং আধুনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সকলই ঐ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতিলিপি অথবা ভাষ্য। যে সকল পণ্ডিতেরা প্রাচীন বিদ্যার সার সংগ্রহ অথবা ভাষ্য করণে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহারদের সর্ব্বাপেক্ষা কংফুছে অতি বিখ্যাত ও যশস্বী কেননা রাজ্যের সমস্ত লোকে তাঁহাকে বহু কালাবধি স্বজাতীয়ের গুরু এবং স্ববংশের তিলক ও পাণ্ডিত্য মাত্রের আধার স্বরূপে বর্ণনা করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

তিনি কখন রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই তথাচ সুনীতির আচরণ ও প্রচারণ দ্বারা জীবদ্দশায় চীনদেশের এক অংশ শাসন করিয়াছিলেন, আর প্রাচীন মূল ব্যবস্থা হইতে যেং উপদেশ নিজ গ্রন্থে সংগ্রহ করেন তাঁহার মরণানন্তর তাহা রাজ নীতির সম্পূর্ণ নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হয় এবং অদ্যাবধি চলিত হইয়া আসিতেছে। তিনি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ এবং হিতোপদেশ প্রদানাদি যেং কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সকলেরি এই তাৎপর্য্য ছিল যে পূর্ব্বতন কালের

Travels, or Discourses, than to revive the Morality of the first ages, to procure the Happiness of Subjects, by instructing their Princes, and thereby to promote the Love of Wisdom, Justice and Virtue throughout the Empire; So his Memory is in the highest Veneration, and hath transmitted such a Lustre to Posterity, that it still Shines, notwithstanding the distance of Time that has intervened. There is, properly speaking, no Family in *China* whose Nobility is hereditary, except that of *Confucius*, which still subsists; and is there in the highest Esteem. Many Authors having written the Life of this Philosopher, I shall deliver what is most generally said on that Subject.

*The Life of* Kong fu tse, *or* Confucius.

Confucius was born in a Town of the Kingdom of *Lu*, now the Province of Shantong, in the 21*st* Year of the Reign of *Ling vang*, the 23*d* Emperor of the Race of the *Chew*, 551 Years before Christ, and two before the Death of *Thales*, one of the seven Sages of *Greece*. He was contemporary with the famous *Pythagoras*; and somewhat earlier than *Socrates*. (*) But *Confucius* has had this advantage above the other three, that his Glory has increased with the succession of Years, and has arrived at the highest pitch that human Wisdom can pretend to. This exalted Reputation he still Maintains in the midst of the greatest

* The Author might have added, that he was Contemporary with *Solon*, the Celebrated Philosopher, and Legislator of *Athens*.

সুনীতি পুনঃস্থাপন করিবেন আর সদুপদেশ দ্বারা রাজাকে প্রজার মঙ্গল সাধনে উৎসুক করিয়া রাজ্য ব্যাপিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও যথার্থের অনুরাগ বিস্তার করিবেন এই কারণে বহুকাল গত হইলেও তাঁহার নাম অত্যন্ত পূজ্য হইয়া অদ্যাবধি লোক সমাজে দেদীপ্যমান আছে, তাহার এক প্রমাণ এই যে চীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মতঃ পুত্র পৌত্রাদি সন্তান পরম্পরায় পিতৃ পিতামহের কৌলীন্য মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারে না কিন্তু কংফুছের বংশ অদ্যাপি কৌলীন্য মর্য্যাদা ভাজন হইয়া মহা সমাদর ভোগ করত বর্ত্তমান আছে। অনেকানেক গ্রন্থ কারকেরা ঐ পণ্ডিতের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যাহা সামান্যতঃ উক্ত হইয়া থাকে আমরা এস্থলে তাহাই লিখিতেছি।

## কংফুছের চরিত্র।

চিউ বংশীয় ত্রয়োবিংশ রাজা লিংবং নামক চীনাধিপতির রাজ্যাভিষেকের ২১ বৎসর পরে খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ৫৫১ বর্ষে এবং গ্রীকদেশীয় সপ্ত পণ্ডিতের মধ্যে গণিত থেলিসের মৃত্যু হইবার দুই বৎসর অগ্রে কংফুছে লুরাজ্যের অর্থাৎ ইদানীন্তন শান্তং প্রদেশের এক নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাইথাগোরাস নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিতের কালে এবং সক্রেতিসের * কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, আর উক্ত তিন গ্রীক পণ্ডিত অপেক্ষাও অধিক যশস্বী হয়েন এবং কালের গতিতে তাঁহার সুখ্যাতির হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি মানুষিক বুদ্ধির যত দূর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি হইতে পারে তাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, পৃথিবীর বৃহত্তম রাজ্যের সর্ব্বস্থানেই তাঁহার মর্য্যাদা বিস্তৃত হয়, চীন লোকেরা অদ্যাবধি

---

* কংফুছে এথেনস দেশের ব্যবস্থাপক ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শোলনের কালে বর্ত্তমান ছিলেন।

Empire in the World, which thinks itself indebted to this Philosopher for its Duration and Splendor.

Had *Thales* and *Pythagoras*, like *Confucius*, been contented with giving precepts of Morality; had neither the first dived into Questions purely Physical, concerning the Origin of the World; nor the second dogmatized on the nature of the Rewards annexed to Virtue, and the Punishments appointed for Vice after this Life; these two Sages of Antiquity might have enjoyed a Reputation for Learning, less liable to Censure.

*Confucius*, without being solicitous to search into the impenetrable Secrets of Nature, or to refine too much on points of common Belief, a Rock dangerous to Curiosity, solely confined himself to speak concerning the principle of all Beings; to inspire a Reverence, Fear and Gratitude for him; to inculcate, that nothing, not even the most secret Thought, escapes his Notice; that he never leaves Virtue without Reward, nor Vice without Punishment, whatever the present Condition of both may be. These are the Maxims scattered throughont his Works; upon these Principles he governed himself, and endeavoured a Reformation of Manners.

*Confucius* was but three years old when he lost his Father *Sho lyang he*, who died about the Age of 73. This old Man enjoyed the highest Offices of the Kingdom of *Song*, yet left no other Inheritance to

মনে করে যে তাঁহার ব্যবস্থা পালন হেতুক তাঁহারদের রাজ্যের স্থায়িত্ব ও শোভা হইয়াছে।

থেলিস এবং পাইথাগোরাস যদি কংফুছের ন্যায় কেবল সুনীতির উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত পণ্ডিত যদি জগতের আদ্যাবস্থা সম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্বের বৃত্তান্ত লিখিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া জড় পদার্থ বিষয়ক প্রসঙ্গ না করিতেন এবং পাইথাগোরাস যদি সুকৃতি ও দুষ্কৃতির লোকান্তরীয় পুরস্কার এবং দণ্ড বর্ণনায় অনুরক্ত না হইতেন তবে তাঁহারদের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের যশেও কোন প্রকার মালিন্য হইত না।

কংফুছের এই এক মহৎ গুণ ছিল যে তিনি স্বাভাবিক প্রদার্থের মধ্যে যাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য তাহার বর্ণনায় বৃথা পরিশ্রম করিতে অথবা সর্ব্ববাদি সম্মত কথার অনর্থক সূক্ষ্ম-তর্ক করিতে উৎসুক হইতেন না ফলতঃ ঐ প্রকার নিষ্ফল তর্কে ব্যস্ত হইলে কেবল অমঙ্গলের সম্ভাবনা, তিনি জীবমাত্রের নিদান যে পরমাত্মা কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করিয়া সকলের মনে তদ্বিষয়ক ভয় ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এবং সাধারণের বোধার্থ এই শিক্ষা দিতেন যে কোন কথাই অন্তর্যামি আত্মার অগোচর থাকে না, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা মনের অন্তরস্থ কল্পনাও জানেন, আর সদসৎ কর্ম্ম কারি ব্যক্তি ইহকালে যে অবস্থায় থাকুক তাঁহার শাসনে ভদ্রাভদ্র কর্ম্মের প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, কংফুছের গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই প্রকার হিতোপদেশ ব্যাপ্ত আছে, তিনি আপনি তদনুসারে আচরণ করিতেন এবং সাধারণে তদনুযায়ি ব্যবহার করে এতদর্থ সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছিলেন।

কংফুছের পিতা শোল্যাংহি তাঁহাকে তিন বৎসর বয়স্ক রাখিয়া অপনি ৭৩ বর্ষ বয়ঃক্রমে লোকান্তর গমন করেন তাঁহার পিতা জীবদ্দশায় শং রাজ্যের মধ্যে অতি প্রধান

his son, but the honour of descending from *Ti yĕ*, the 27th Emperor of the 2*d* Race of the *Shang*: His Mother, whose Name was *Shing*, and who drew her Pedigree from the illustrious Family of the *Yen*, lived 21 Years after the Death of her Husband.

In his most tender Age he was observed to have the Wisdom of a discreet man; Play and childish Amusements were not at all to his liking. A grave, modest and serious Air gained him the Respect of those who knew him, and was a Presage of what he would one Day become. He had scarce attained his 15*th* Year, when he applied himself seriously to the Study of the ancient Books, and furnished his Mind with Maxims the most proper to regulate the Heart, and inspire the People with the Love of Virtue. At the Age of nineteen he married, and had but one Wife, and by her a Son called *Pe yu*, who died at the Age of fifty; this latter left one Heir, called *Tsu tse*, who treading in the steps of *Confucius* his Grand-Father, devoted himself to the study of Wisdom, and by his Merit obtained the chief Employments in the Empire.

When *Confucius* was more advanced in Years, and thought he had made considerable Progress in the Knowledge of Antiquity, he proposed to re-establish the form of a wise government in the several little Kingdoms, of which the Empire was composed, and to procure by this means the Reformation of Manners. For then, each Province of the Empire was a distant

কর্ম্মচারির পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি পিতৃ মরণানন্তর শাং নামক দ্বিতীয় বংশের সপ্তবিংশ রাজা তিয়ের উদার কুলে উৎপন্ন হইলে যে কৌলীন্য মর্য্যাদা হয় তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন পৈতৃক বিভবে অধিকারী হয়েন নাই, তাঁহার জননীর নাম শিং, তিনি ইয়েন দিগের উদার বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বামি বিয়োগের পর ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বৈধব্যাচরণ করত জীবিত ছিলেন।

কংফুছে বাল্যাবস্থাতেও প্রবীণ লোকের ন্যায় বুদ্ধি প্রকাশ করিতেন, বাল্য ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহার অনুরাগ মাত্র ছিল না, তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন বিরাজমান হইত তজ্জন্য সকলেই তাঁহার আদর করিত আর ঐ গুণ সমূহকে তাহার ভবিষ্যৎ ঔদার্য্যের পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞান করিত। তিন ১৫ বৎসর বয়স্ক না হইতে২ বহুতর যত্নে প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে মনের সুশাসন এবং লোক সমাজে সৎকর্ম্মানুরাগ প্রকাশ হইতে পারে এমত বচন ও মত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, পরে ১৯ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিবাহ করেন, তাঁহার একমাত্র ভার্য্যা ছিল যাহার গর্ব্ভে পিয় নামা এক পুত্র জন্মে, সে পুত্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে ছুছে নামক এক তনয় রাখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, ছুছে পিতামহ কংফুছের ধারানুযায়ি আচরণ করত জ্ঞানানুশীলনেই অনুরাগ করিতেন এবং নিজ গুণের দ্বারা রাজ্যের প্রধান২ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কংফুছে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রে সমীচীনা ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে এমত মনে করিয়া দেশের সমস্ত ক্ষুদ্র২ রাজ্য ব্যাপিয়া সুশাসনের রীতি নীতি পুনঃ স্থাপন করিতে এবং তদ্দ্বারা লোক সমূহের চরিত্র শোধন করিতে উদ্যোগ করিলেন। তৎকালে ঐ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে একং

Kingdom, had its particular Laws, and was governed by its own Prince.

To say the Truth, all the little Kingdoms were dependant on the Emperor; but it often happened that the imperial Authority was too weak to keep them within the bounds of their Duty. These Kings were Sovereigns in their respective Dominions; they levied Taxes, imposed Tribute, conferred Dignities and employments; declared War, when they thought proper, against their Neighbours, and sometimes became formidable to the Emperor himself. As Interest, Avarice, Ambition, Dissimulation, false Policy, with the love of pleasure and Luxury, prevailed in all these little Courts, *Confucius* undertook to banish these Vices, and to introduce the opposite Virtues in their Stead, he preached up every where, as well by his own example, as by his instructions, Modesty, Disinterestedness, Sincerity, Equity, and Temperance, together with the contempt of Riches and Pleasures.

His Integrity, extensive Knowledge, and the Splendor of his Virtues, soon causing him to be known, several Places in the Magistracy were offered him; which he accepted solely with a View of propagating his Doctrine, and reforming Mankind. Though his success was not answerable to his Pains, yet being less influenced with the Honours that were paid him, than the Love of the public Welfare, he presently threw up all his Employments, how considerable soever, to

স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, রাজারাও সকলে স্বাধীন এবং তাহারদের রাজনীতিও ভিন্নং ছিল।

উক্ত ক্ষুদ্রং রাজ্যসকল সম্রাটের অধীন ছিল বটে কিন্তু সম্রাট সর্ব্বদা তাহাতে আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না, রাজারা আপনারদের অধিকারের মধ্যে সর্ব্বাধিপত্য করত স্বেচ্ছানুসারে করগ্রহণ,রাজস্বের নিয়ম, মর্য্যাদা পোষক উপাধি বিতরণ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নিকটবর্ত্তি লোকের সহিত সন্ধি বিগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত রাজকীয় কার্য্য করিতেন তাহাতে সম্রাট স্বয়ং কখনং ভীত হইতেন, ঐ ক্ষুদ্র নৃপতিদিগের সভাসদ্গণের মধ্যে বিজাতীয় আত্মম্ভরিতা, লোলুপতা,গৌরবাভিমান, প্রতারণা, দুষ্টবুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য সুখাসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, একারণ কংফুছে ঐ সমস্ত দোষ দূরীকৃত করিয়া তদ্বিপরীত গুণ স্থাপন করিতে সত্বর হইলেন এবং আচরণ ও প্রচারণ উভয় প্রকারে ধীরতা নির্ম্মৎসরতা সত্যবাদিত্ব ন্যায় পরিমিতাচার এবং ধন ও ঐশ্বর্য্যের উপেক্ষা এইং বিষয়ের উপদেশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সত্যবাদিত্ব বহুদর্শিত্ব ও সুকৃতানুরাগ প্রযুক্ত সর্ব্বত্র যশোবিস্তার হওয়াতে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে নানা প্রকার বিচার পতিত্ব কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল তিনিও প্রজাগণকে সদুপদেশ দ্বারা সদাচারি করণার্থ ঐসকল কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু যৎপরিমাণে পরিশ্রম করেন তৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরে আত্ম মর্য্যাদাপেক্ষা সাধারণের মঙ্গল সাধনে আসক্ত হওত গুরুতর কর্ম্মে অধিক কাল ক্ষেপণ করিয়া শেষে সে সমস্ত কর্ম্ম

go in quest elsewhere of a People more tractable, as well as more capable of profiting by his Precepts.

Of this he gave several Proofs on various Occasions, but especially in the 55*th* Year of his Age, when he was promoted to one of the chief Posts in the Kingdom of *Lu*, his native Country. In less than three Months the Face of the Kingdom was changed; the prince who placed his whole Confidence in him, the Grandees of the Kingdom, and the People, were quite different from what they were before. This Change was so sudden and prosperous, that it infused Jealousy in the neighbouring princes. They judged that, as nothing was more capable of making a Kingdom flourish than good Order and the exact Observation of the Laws, the King of *Lu* would infallibly become too powerful, if he continued to follow the Counsels of so wise and knowing a man.

Of these Princes the King of *Tsi*, being most alarmed, held several Councils with his principal Ministers; and after frequent Deliberations it was concluded, that under the pretence of an Embassy, a Present should be made, to the King of *Lu*, and to the great Lords of his Court, of a great Number of beautiful young Girls, who had been instructed from their Infancy in Singing and Dancing, and had all the Charms, requisite to please and captivate the Heart.

This Stratagem succeeded: For the King of *Lu* and all his Grandees, received this Present with a

একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং শান্ত অথচ সদুপদেশ গ্রহণে অনুরক্ত লোকের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিলেন।

তাঁহার সদুপদেশের ফল অনেকানেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, বিশেষতঃ যখন তিনি ৫৫ বর্ষ বয়ঃক্রমে আপনার জন্মভূমি লু রাজ্যের প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের সুশৃঙ্খল হইয়া রূপান্তর হয়। রাজা প্রজা ও ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই তাঁহার কৌশলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাতে নূতন রূপ ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে এমত শীঘ্র রাজ্যের অবস্থান্তর হইল যে চতুর্দ্দিকস্থ ভূপালেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া মনে বুঝিল যে সুনিয়ম এবং যথার্থ ব্যবস্থা পালনের ন্যায় অন্য কোন উপায়ে রাজ্যের উন্নতি হইতে পারে না, অতএব লু দেশের রাজা এমত পারদর্শি ও বিচক্ষণ পণ্ডিতের মন্ত্রণা অনেক দিবস পাইলে উত্তরকালে অবশ্য অতিশয় প্রবল প্রতাপ হইয়া উঠিবেন।

ঐ ভূপাল গণের মধ্যে ছিদেশের রাজা উক্ত কারণে অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়া বারম্বার প্রধান অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অনেক বিবেচনার পর এই স্থির করিলেন যে বাল্যাবস্থাবধি নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিতা এবং মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণ করণোপযোগি রূপ লাবণ্য যুক্তা কএক যুবতীকে লুরাজ ও তাঁহার প্রধান সভাসদ গণের নিকট উপঢৌকন স্বরূপে প্রেরণ করা যাউক।

ছিরাজের এই কুমন্ত্রণা সিদ্ধ হইল, কেননা লুরাজ উক্ত যুবতীগণকে পাইয়া সমস্ত কুলীন বর্গের সহিত পরমাপ্যায়িত

great deal of Gratitude and Joy; and not being able to resist the Charms of these Strangers, thought of nothing else but making Feasts to divert them. The Prince wholly taken up with his Pleasures, abandoned the Business of the State, and became inaccessible to his most zealous Ministers.

*Confucius* endeavoured by Remonstrances, to bring him back to his Reason and duty; but when he saw that the Prince was deaf to all his Councils, he resolved to divest himself of an Office which could be of no use to the People, under so voluptuous a Prince. Whereupon, laying down his Employment, he left the Court; and became an Exile from his native Country, in order to seek in other Kingdoms for Minds, more fit to relish and follow his Maxims.

He passed through the Kingdoms of *Tsi*, *Ghey*, and *Tsu*, to no Effect. The Austerity of his Morals, made his Politics dreaded; nor were the Ministers of the Princes willing to countenance a skilful Rival, who was able quickly to ruin their Credit and authority. Thus wandering from Province to Province, he came into the Kingdom of *Shing*, where he was reduced to the greatest Indigence, without laying aside his Greatness of Soul and usual Constancy.

It was a sort of Novelty to behold a Philosopher, after he had gained the public admiration in the most honourable Employments of the State, returning of his own accord to the private Functions of a

ও আনন্দিত হইলেন এবং ঐ বিদেশিনী রমণী সমূহের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহারদের আমোদার্থ বিজাতীয় মহোৎসব করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপ সুখভোগে মত্ত হইয়া রাজকীয় কর্ম্মে আর মনোযোগ মাত্র করিলেন না এবং অতি যত্নশালি অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইল।

কংফুছে নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া ঐ ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত রাজাকে বিবেচক ও কর্ম্মতৎপর করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু রাজা তাঁহার সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না তাহাতে তিনি এমত সুখাসক্ত রাজার শাসনে প্রজার মঙ্গল করা অসাধ্য বোধ করিয়া রাজকীয় পদে নিযুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলেন অতএব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজসভা এবং জন্মভূমি হইতে পৃথক্ হইয়া সদুপদেশানুরাগি লোকের উদ্দেশে অন্য দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি, ছি ঘে ছু ইত্যাদি দেশের মধ্যদিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু আত্ম চেষ্টা সফল করিতে পারেন নাই, তাঁহার কঠিন নিয়ম দেখিয়া সকলেই তাঁহার রাজনীতিতে ভীত হইতে লাগিল, এবং রাজমন্ত্রিগণেরা তাঁহার বৃদ্ধিতে স্বং সম্ভ্রম ও শক্তির হ্রাস আশঙ্কা করিয়া এমত বিচক্ষণ ও পারদর্শি পণ্ডিতের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইল না। অতএব তিনি নানা দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরে শিংরাজ্যে উপনীত হইলেন তথায় দারুণ দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছিলেন তথাচ মহানুভবত্ব ও মনঃস্থৈর্য্য ত্যাগ হয় নাই।

ঐ মহা দার্শনিক ব্যক্তি অতি সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণ সমীপে যশোলাভানন্তর কেবল লোকের উপদেশার্থ ব্যগ্রচিত্ত হয়েন এবং অবিশ্রান্ত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেশ

Sage, entirely devoted to the Instruction of the People, and on this Account, undertaking continual and painful Journies. His Zeal extended to Persons of all Ranks, to the Learned and Ignorant, to Courtiers and Princes; in short, his Lessons were adapted to all Conditions in general, and proper for each in particular.

He had so often in his Mouth, the Maxims and Examples of the Heroes of Antiquity, *Yau, Shun, Yu, Ching tang*, and *Ven vang*, that those great Men seemed to be revived in him. For this Reason it is not at all surprizing that he had such a great Number of Disciples, who were inviolably attached to his Person: For they reckon 3000, amongst whom there were 500, who possessed, with Honour, the highest Trusts in various Kingdoms; and amongst these were 72, still more distinguished than the rest by the Practice of Virtue. His zeal inspired him even with a Desire of crossing the Sea, in order to propagate his Doctrine in the most distant Climates.

He divided his Disciples in four different Classes; The first was of those who were to cultivate their Minds by Meditation, and to purify their Hearts by the care of acquiring Virtues. The most famous of this Class were *Men tse kyen, Jen pe myew, Shung kong*, and *Yen Ywen*: This last was snatched away by an untimely death, at the Age of 31; and as he was greatly beloved by his Master, he was a long

পর্য্যটনে উৎসুক হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ করত সামান্য পণ্ডিতাশ্রম গ্রহণ করেন ইহা অবশ্য অদ্ভুত ব্যাপার কহিতে হইবেক, তিনি সর্ব্বপ্রকার লোকের হিতার্থ উৎসুক ছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশে বিদ্বান ও অবিদ্বান্ সভাসদ্ এবং রাজা সকলেরি সমষ্টি অথবা ব্যষ্টি ভাবে উপকার সম্ভাবনা ছিল।

যৌ, শুন, য়ু, চিংতাং, বেন্বাং নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বীরদিগের বচন এবং চরিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার কণ্ঠাগ্রে থাকিত সুতরাং সেই বীরেরা যেন তাঁহাতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এমত প্রতীতি হইত অতএব বহুসংখ্যক শিষ্য তাঁহার অনুগত হইয়াছিল ইহা চমৎকারের বিষয় নহে, কথিত আছে তাঁহার ত্রিসহস্র শিষ্য ছিল তাহার মধ্যে পাঁচ শত জন নানা প্রদেশে অতি প্রধান২ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছে, দ্বিসপ্ততি জন সুকৃতি পালন দ্বারা বিশেষ যশোলাভ করিয়াছে। তিনি লোক হিতার্থে উৎসুক হইয়া নানাদেশদেশান্তরে উপদেশ বিস্তার করিবার মানসে সমুদ্র পার পর্য্যন্ত গমন করিতেও অভিলাষ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শিষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল প্রথম শ্রেণীস্থ শিষ্যেরা যোগের দ্বারা বুদ্ধির অনুশীলন ও চিত্ত শোধন পূর্ব্বক সুকৃতির উপার্জ্জনার্থ যত্ন করিত তাহারদের মধ্যে মেঙ্কেকন জেনপিমিউ শুংকং এবং যেনইয়েন নামক চারি ব্যক্তি অতি বিখ্যাত হইয়াছিল, যেনইয়েন একত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে অকাল মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন, কংফুছে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন একারণ তাঁহার

time the subject of his grief and Tears. The second Class consisted of those whose Business was to reason justly, and to compose persuasive and elegant Discourses: The most admired amongst these were *Tsay ngo*, and *Tsu Kong*. The Employment of the third Class was to study the Rules of good Government; to give the *Mandarins* an Idea of it, and to teach them how to acquit themselves worthily in the public Offices. The most eminent in their respect were *Ien yen*, and *Ki lu*. In short, to write in a concise and elegant Style, the Principles of Morality, was the Business of the Disciples of the last Class; among whom *Tsu yen*, and *Tsu hya*, deserved very great Commendations. These ten choice Disciples were the Flower and Chief of *Confucius*' School.

The whole Doctrine of this Philosopher, tended to restore human Nature to its primitive Lustre and beauty, received from heaven; which had been obscured by the Darkness of Ignorance, and the Contagion of Vice. The means he proposed to attain it, was to obey, honour and fear the Lord of Heaven; to love our Neighbours as ourselves; to conquer irregular Inclinations; never to take our Passions for the Rule of our Conduct; but to submit to Reason, and listen to it in all things; so as neither to act, speak, or think in any wise contrary to it.

As his Actions never contradicted his Maxims; and as by his Gravity, Modesty, Mildness, and Frugality,

জন্য অনেক দিবস বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ শিষ্যেরা যথার্থ তর্ক ও বিচারে নিযুক্ত থাকিত এবং চিত্তাকর্ষক ও মনোরম্য বক্তৃতার রচনা অভ্যাস করিত তাহার- দের মধ্যে ছেঙ্গো ও ছুকং অতি প্রশংসাভাজন হয়। তৃতীয় শ্রেণীস্থ শিষ্যেরা রাজনীতির সুনিয়ম অভ্যাস করিয়া মাণ্ডেরিন অর্থাৎ রাজপুরুষদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ের জ্ঞান বিতরণ করত তাহারদিগকে রাজকীয় কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিত, ইহারদের মধ্যে ইএনএন ও কিলু সর্ব্বপ্রধান। চতুর্থ পংক্তিস্থ শিষ্যেরদের প্রতি নীতি শাস্ত্র সুললিত ভাষায় সংক্ষেপ করিয়া লিখিবার ভার অর্পিত ছিল, এইবর্গের মধ্যে ছুএন এবং ছুহিয়া অতি প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। উক্ত চতুঃশ্রেণীস্থ ছাত্রের মধ্যে নির্ব্বাচিত দশ জন কংফুছের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান শিষ্য ছিল।

মনুষ্য জাতির স্বভাব প্রথমতঃ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও তেজেতে উজ্জ্বল থাকিয়া পরে অজ্ঞান তিমির ও দুষ্কৃতির সঞ্চারে মলিন হইয়াছিল অতএব কংফুছে এই অভিপ্রায়ে সমস্ত শিক্ষা প্রচার করেন যে সেই আদ্যজ্যোতির পুনর্দ্দীপন হয় এবং এই কারণে তিনি উপদেশ মধ্যে উত্তম২ সাধনের প্রসঙ্গ করেন অর্থাৎ স্বর্গীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভয় ও মান্যতাচরণে ও অন্যের প্রতি আত্মবৎ প্রেম বিস্তারণে এবং দুষ্ট অভিলাষ দমনে প্রবৃত্তি দেন, আর সকলকেই এই উপদেশ করেন যে ইন্দ্রিয় রাগানুসারে কখন আচরণের নিয়ম করিবা না বরং সমস্ত বিষয়ে বিবেক শক্তির অধীন হইয়া কায়মনোবাক্যে তদনুযায়ি ব্যাপার সাধনে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিবা।

তাঁহার আপনার আচরণে কখন এই২ সংশিক্ষার ব্যতি- ক্রম হয় নাই গ্রন্থেতে ও বক্তৃতাতে যে২ উপদেশ প্রচার

his contempt of Earthly Enjoyments, and a continual watchfulness over his Conduct, he was himself an Example of the Precepts he taught in his Writings, and Discourses, each of the Kings strove to draw him into his Dominions: The good Effects wrought by him in one Country, being a Motive for another earnestly to wish for his Presence.

But Zeal continually successful, and without Opposition, would have wanted something of its full Lustre. *Confucius* appeared always equal to himself in the greatest Disgraces and Troubles; which yet were the more likely to ruffle him, as they were excited by the Jealousy of ill designing persons, and in a Place where he had been generally applauded. This Philosopher after the Death of the Prince of *Chew* his Admirer, became of a sudden, through the Envy of his Courtiers, the common Talk of the senseless Populace, and the Subject of their Songs and Satires in the midst of which unworthy Treatment, he lost nothing of his usual Tranquillity.

But what was most to be admired, was the Constancy and Steadiness he discovered, when his Life was in imminent Danger, through the Brutality of a great Officer of the army, named *Whan ti*; who hated this Philosopher, though he had never given him any Offence. But bad men have always a natural Antipathy to those, whose regular Life is a secret Reproach to their disorderly Conduct. *Confucius* beheld the

করিয়াছিলেন আপনি সে সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য মৃদুতা ও পরিমিতাচরণ এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্যভোগে বিরাগ ও অহরহ স্বীয় ব্যবহারে সতর্কতা প্রকাশ করিতেন একারণ সকল রাজাই স্ব২ দেশে তাঁহাকে আনয়ন করিতে যত্ন করিয়াছিল, এক দেশে তাঁহার শিক্ষা ও সদাচরণের ফল দর্শনে অন্যান্য দেশস্থ লোকেরাও তাঁহাকে আপনারদের মধ্যে রাখিতে আকাঙ্ক্ষা করিত।

কিন্তু পুরুষের ঔৎসুক্য অবিশ্রান্ত বিনা ব্যাঘাতে কার্য্যসিদ্ধি করিলে শক্তি ও প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয় না, ফলতঃ কংফুছে অনেক ঘোর অপমান ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন আর যে স্থলে পূর্ব্বে মহা সমাদর ভাজন হয়েন পরে সে স্থলেই দুরাত্মা লোকের হিংসায় অপমানিত হইতে লাগিলেন ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রোধোদ্রেক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল তথাচ তিনি প্রশান্তচিত্তে সে সমস্ত সহ্য করিলেন, চিউরাজ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন কিন্তু সে রাজার পঞ্চত্বানন্তর বিদ্বেষি অমাত্যগণের ইঙ্গিতে নির্ব্বোধ লোকেরা হঠাৎ তাঁহার নামে কটূক্তি করিতে লাগিল এবং নিন্দাবাদ করিয়া গীত বিদ্রূপ করণে প্রবৃত্ত হইল, এমত কুব্যবহার প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার মনঃশান্তির ব্যতিক্রম হইল না।

তিনি হোআন্তি নামা মহা সেনানীর অসভ্যতা হেতুক প্রাণ সংশয় বিপদে পতিত হইয়া যে রূপ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অন্যান্য কারণাপেক্ষা তাহাতেই তাঁহার অধিক প্রশংসা করা যায়, ঐ সেনানী অকারণে তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন ফলতঃ দুষ্ট লোকে সর্ব্বদাই সাধুর হিংসা করে কেননা তাহারা সৎলোকের সুনীতি দর্শনে আপনাদের কুনীতির নিমিত্ত মনে২ তিরস্কৃত হয় অতএব উক্ত সেনানী খড়্গ

Sword lifted up, ready to give him a mortal Blow; yet though the Danger was so near, he did not discover the least concern or Emotion: But his Disciples were terrified and dispersed.

As some of those who had most affection for him, pressed him to make Haste away, to avoid the *Mandarin's* Fury: *If Tyen,* replied he, *protects us, of which he has just given a very sensible Proof, what Harm can the Rage of* Whan ti *do us, notwithstanding he is President of the Tribunal of the Army?*

*Confucius* seemed on this Occasion to support the Character of a sage, more worthily than the Stoic did, when his Master gave him the Blow which lamed him. His natural insensibility, founded on a notion, that the Pains of the Body do not affect the Soul which resides there, has nothing in it equal to the Sentiment of *Confucius,* who relies on the Protection that Heaven extends to those who serve it. This is not to place Happiness in a Man's own Virtue, that being an insupportable Pride, but is founded on a long Habit of referring every thing to *Tyen*; insomuch that it occured to his Mind, on the very first motion of Surprize and Dread.

The Virtues of this *Chinese* Philosopher, were still more heightened by his charming Modesty. He was never heard to praise himself, and could hardly bear the Encomiums others bestowed on him: To which he answered only by reproaching himself, for taking

ধারণ করিয়া তাঁহাকেআঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাতে তিনি মৃত্যুকে এবম্প্রকার নিকটস্থ দেখিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উৎকণ্ঠা অথবা মনের বিকার প্রকাশ করেন নাই বরং তাঁহার সমীপবর্ত্তি শিষ্যেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগি বন্ধুরা ঐ অবস্থায় পলায়ন পূর্ব্বক উক্ত গান্দেরিনের আক্রোশ হইতে আত্ম পরিত্রাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কহেন জগদীশ্বরের দয়া যেমত প্রত্যক্ষ প্রমাণে পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ যদি তিনি আমারদের সহায় থাকেন তবে হোআন্তি সৈন্য সংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হইলেও তাহার আক্রোশে আমারদিগের কি হানি হইতে পারে ?

ষ্টৈক মতাবলম্বি এক জন পণ্ডিত আপন প্রভু হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পঙ্গু হওত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল কংফুছে উক্ত বিপদ সময়ে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে আত্ম পাণ্ডিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ষ্টৈক পণ্ডিত এই বলিয়া ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শরীরের আঘাতে শরীরি আত্মার কোন ক্ষতি হয় না, এপ্রকার সুখ দুঃখের উপেক্ষা কং-ফুছের আচরণের তুল্য প্রশংসনীয় হইতে পারে না, ইনি বিপদকালে ভক্ত বৎসল পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া ছিলেন এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কখন স্বীয় সুকৃতির উপর সুখের নির্ভর করিতেন না সকলই পরমেশ্বরাধীন এই বিশ্বা-সে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন একারণ অকস্মাৎ ভয় উপস্থিত হইলেও ঈশ্বরের নাম তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইত।

চীন দেশীয় উক্ত মহা পণ্ডিত নিরহঙ্কারিত্বা গুণে বিভূষিত ছিলেন একারণ তাঁহার অন্যান্য সদগুণও বৃদ্ধিশীল হয় তাঁহার মুখ হইতে আত্মশ্লাঘার বচন কখন নির্গত হয় নাই, এবং অন্যে প্রশংসাবাদ করিলেও সহ্য করিতে পারিতেন না বরং লজ্জ

so little care in watching over his own Actions, and neglecting to practise Virtue. When any one admired his Doctrine, and the sublime Principles of Morality which he taught, far from assuming the Honour to himself, he ingenuously confessed that it was not invented by him, but was much more ancient, being derived from those wise Legislators, *Yau* and *Shun*, who lived 1500 Years before him.

According to a Tradition universally received amongst the *Chinese*, he was frequently heard to repeat these words; *Si fang yew shing jin*, importing, *that, in the West, the true Saint was to be found.* It is not known who the Person was concerning whom he spoke: But it is certain, that 65 Years after the Birth of *Christ*, *Ming ti*, the 15*th* Emperor of the Family of the *Han*, equally affected with the Words of this Philosopher, and the Image of a Man who appeared to him in a Dream as coming from the West, sent *Tsay tsing* and *Tsin King*, two Grandees of the Empire, into those Parts, with Orders not to return till they had found the holy Person, whom Heaven had revealed to him, and had learned the Law which he taught. But the Messengers terrified with the Dangers and Fatigues of the Journey, stopped somewhere in the *Indies*, for the Place is uncertain, where they found the Image of a Man named *Fo*, who had infected those Parts, with his Monstrous Doctrine, about 500 Years before the Birth of *Confucius*; and having informed them-

বোধ করিতেন, অন্যের মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শুনিলে আপনার তিরস্কার করত কহিতেন যে ভদ্রাভদ্রের যথেষ্ট বিবেচনা না করাতে ও সুকৃতাচরণে অনেক ক্রটি থাকাতে ক্ষুণ্ন চিত্ত আছেন। যখন কেহ তাঁহার উপদেশ এবং নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মহার্থ নিয়মের প্রশংসা করিত তখন আত্ম গৌরব পরিহার করিয়া সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতেন যে তিনি স্বয়ং ঐ উপদেশের সষ্টা নহেন তাঁহার ১৫০০ বৎসর পুর্ব্বে ইয়াও এবং শুন নামে দুই বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক ঐ সকল প্রাচীন নিয়মের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

চীন দেশীয় লোকদিগের সর্ব্ববাদি সম্মত ঐতিহ্য কথা প্রমাণ তিনি পুনঃ২ "সি ফেং ইউ শিং জিন" এই বাক্যোচ্চারণ করিতেন অর্থাৎ "পশ্চিম খণ্ডে যথার্থ সাধু ব্যক্তির উদয় হইবে"। কিন্তু কাহার উদ্দেশে এই বাক্য কহিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না, এইমাত্র নিশ্চয় হইয়াছে যে খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫ বৎসরানন্তর মিংটি নামা হান্ বংশের পঞ্চদশ রাজা উক্ত বচনে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া এবং পশ্চিম খণ্ড হইতে আগত এক পুরুষাকৃতি স্বপ্নে দেখিয়া চমৎকৃত হওত নিজ রাজ্যের ছে ছিং এবং ছিং কিং নামে দুই প্রধান লোককে ঐ খণ্ডে প্রেরণ করেন এবং তাহারদের বিদায় কালে এই কহেন যে যদবধি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঐ সিদ্ধ পুরুষের তত্ত্ব করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ব্যবস্থা শিখিতে না পারে তদবধি যেন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হয়। উক্ত দূতেরা ভ্রমণ করিতে২ পথিশ্রান্ত ও বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া ভারতবর্ষের এক দেশে অবস্থিতি করিয়াছিল এক্ষণে সে দেশের নির্ণয় হয় না, কংফুছের ৫০০ বৎসর পুর্ব্বে ফো নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থানে অতি অপকৃষ্ট মত প্রচার করিয়াছিল উক্ত দূতেরা তাহারি প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া

selves in the Superstitions of this Country, on their return to *China,* they propagated that Idolatry.

*Confucius* having finished his Philosophical Labours, and in particular the historical Work of *Chun tsyu,* died in the Kingdom of *Lu,* his native Country, aged 73, in the 41st Year of the Reign of *King Vang,* the 25*th* Emperor of the Race of the *Chew.*

A few Days before his last Sickness, he told his disciples, with Tears in his Eyes, that he was pierced with Grief to see the Disorders which reigned in the Empire; adding, "*The Mountain is fallen, the high Machine is destroyed, and the Sages are no more to be seen.*" His Meaning was, that the Edifice of Perfection, which he had endeavoured to raise, was almost overthrown. He began from that time to languish, and the seventh Day before his Death, turning himself towards his Disciples; "*The Kings,* said he, *refuse to follow my Maxims; and since I am no longer useful on the Earth, it is necessary that I should leave it.*"

Having spoken these Words he fell into a Lethargy, which continued seven Days, at the end whereof he expired, in the Arms of his Disciples. When *Ngay kong,* who then reigned in the Kingdom of *Lu,* first heard of the Death of the Philosopher, he could not refrain from Tears. *Heaven is not satisfied with me,* cried he, *since it has taken* Confucius *from me.* In effect, the Sages are precious Gifts which Heaven

এবং তদ্দেশীয় মিথ্যা ধর্ম্মের বৃত্তান্ত শিক্ষা করিয়া চীন রাজ্যে প্রত্যাগমনানন্তর পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচার করিল।

কংফুছে পাণ্ডিত্য ব্যাপার বিশেষতঃ চুঙ্কু প্রণীত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ সংগ্রহ সমাপন করিয়া চিউবংশীয় পঞ্চবিংশ নৃপতি কিংবাং রাজার ৪১ বৎসর রাজত্ব কালে স্বদেশের মধ্যে অর্থাৎ লুরাজ্যে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

তিনি মরণান্তিক রোগগ্রস্ত হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শিষ্য সমাজে কহিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল দেখিয়া তাঁহার মর্ম্মভেদি দুঃখ জন্মিয়াছে, পুনশ্চ কহেন "পর্ব্বতের পতন ও উচ্চ যন্ত্রের বিনাশ হইয়াছে সুতরাং আর পণ্ডিতের উদয় হইবে না" এবাক্যের ভাব এই যে সম্পূর্ণ সিদ্ধিস্বরূপ যে অট্টালিকার নির্ম্মাণে বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় নষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়াবধি তিনি শীর্ণ হইতে লাগিলেন অতএব মরণের সপ্তদিবস পূর্ব্বে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহেন "রাজারা আর আমার নিয়মানুসারে চলিতে চাহেন না, একারণ আমার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার সম্ভাবনা নাই অতএব আমার লোকান্তর গমনই কর্ত্তব্য"।

তিনি এই কথা কহিবা মাত্র অচৈতন্য হয়েন পরে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিয়া শিষ্যগণের ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে গেকং নামে এক ব্যক্তি লুরাজ্যাধিপতি ছিলেন তিনি উক্ত পণ্ডিতের মরণ সংবাদ শ্রবণে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিয়াছিলেন "ঈশ্বর আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন একারণ কংফুছেকে দূরস্থ করিলেন" ফলতঃ মহীতলে পণ্ডি-

bestowed on the Earth, and their Worth is most known by the loss of them.

They built his Sepulchre near the City *Kyo few*, on the Side of the River *Su*, in the same Spot where he used to assemble his disciples. It has since then been enclosed with Walls, and at present looks like a small City. He was lamented by the whole Empire, but specially by his Disciples, who went into Mourning, and bewailed him as if he had been their Father. These sentiments, full of Veneration which they had for him, increasing with time, he is at present considered as the great Master and chief Doçtor of the Empire.

He was tall and well proportioned. His Breast and Shoulders were broad, his Air grave and majestic, his Complexion olive, his Eyes large, his Beard long and Black, his Nose a little flat, and his Voice strong and piercing. On the middle of his Forehead there was a Swelling, or Kind of Wen, which disfigured him a little, and caused his Father to call him *Kyew*, that is, *little Hill*: A Name he sometimes gave himself out of Modesty and Humility.

But it is by his Works that he is chiefly known; whereof four are in greatest Esteem, because they contain all that he had collected relating to the ancient Laws, which are looked on as a perfect Rule of Government: Although the last of them is more properly the Work of his Disciple *Mencius*. The first

তেরা ঈশ্বরদত্ত অমূল্য রত্নস্বরূপ বটেন তাহা অপহৃত হই লেই গুণের বিশেষ অনুভব হয়।

কংফুছে শু নদী তীরস্থ কুফু নগর সমীপে যে স্থলে শিষ গণকে সমাহূত করিতেন তাঁহার মরণানন্তর সেই স্থলেই স্মরণার্থ স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, পরে সেই স্তম্ভ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল তাহাতে এক্ষণে এক ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় তথাকার শোভা হইয়াছে। কংফুছের মরণে সাম্রাজ্যের সমস্ত লোকেই সন্তপ্ত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্যেরা মহা শোকাকুল হইয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি কালক্রমে বৃদ্ধিশালিনী হওয়াতে এখনও যাবদীয় লোকে তাঁহাকে চীন রাজ্যের মহাগুরু ও উপদেশক বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া থাকে।

তাঁহার অবয়ব উন্নত ও সুগঠন এবং বক্ষঃস্থল ও স্কন্ধ সুবিস্তীর্ণ ছিল,আর মুখের শোভায় গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত, তিনি গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ চক্ষু এবং কিঞ্চিৎ নিম্ন নাসিক ছিলেন তাঁহার শ্মশ্রু দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বর প্রগাঢ় ও তেজস্কর ছিল, আর ললাটের মধ্যভাগ একটা মাংস পিণ্ডে কিঞ্চিৎ স্ফীত থাকিত তাহাতে তাঁহাকে ঈষৎ কদাকার দেখাইত ঐ কারণে তাঁহার পিতা তাঁহাকে "কিউ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পর্ব্বত বলিয়া ডাকিতেন তিনিও কখন২ নম্রতা ও মৃদুভাব প্রকাশপূর্ব্বক আপনিই ঐ উপাধি গ্রহণ করিতেন।

ফলত তিনি গ্রন্থ রচনা দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশোলাভ করিয়াছিলেন,তৎকর্ত্তৃক যে২ পুস্তক প্রণীত হয় তন্মধ্যে চারি গ্রন্থ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, রাজনীতির ও সমস্ত নিয়মের প্রতিপাদক প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই ঐ গ্রন্থের বিষয়, কিন্তু উক্ত চারি গ্রন্থের শেষ পুস্তক বাস্তবিক তাঁহার রচিত নহে তাঁহার শিষ্য মেন্‌সিয়স তাহার

of these Books is called *Ta hyo,* which signifies *the grand Science,* or *the School of Adults.* The second is named the *Chong yong,* or the *immutable Medium,* being that just Middle which is found between two Extremes, and wherein Virtue consists. The third is called *Lun yu,* that is, *moral and pithy* Discourses. And the fourth is entitled *Meng tse,* or the Book of *Mencius:* In which the Author gives an Idea of a perfect Government.

To these four Books, are added two others. which are almost in equal Reputation. The first named *Hyau king,* that is, *of filial Respect,* contains the Answers which *Confucius* made to his Disciple *Tseng,* concerning the Reverence due to Parents. The second is called *Syau hyo,* that is, *the Science* or *School of Children*; and is a Collection of Sentences and Examples, taken from ancient and modern Authors. *Du Halde*

---

## THE LIFE OF PLATO.

(*Abridged from Stanley's History of Philosophy.*)

THE COUNTRY, PARENTS, AND TIME OF PLATO.— The most eminent of all the sects derived from Socrates was the Academick, so called from the Academy, a place in Athens, where the professors thereof taught. This sect was instituted by Plato, continued by Speusippus, Xenocrates, Polemon, Crates, Cranton, thus far called the *first or old Academy.*

রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থের নাম "তাহিয়ো" অর্থাৎ মহা-বিদ্যা অথবা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের উপদেশ, দ্বিতীয়ের নাম, "চংইয়ং" অর্থাৎ নিত্য মধ্যস্থল তাহাতে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য দোষ বর্জ্জিয়া সুকৃতি পোষক সমতার বর্ণনা আছে, তৃতীয়ের নাম "লুন্ইউ" অর্থাৎ নীতি সঙ্কলন, চতুর্থের নাম "মেংছে" অর্থাৎ মেন্সিয়সের গ্রন্থ তাহাতে গ্রন্থকারক রাজনীতির উৎকৃষ্ট ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

এই চারি গ্রন্থ ব্যতীত আরো দুই পুস্তক প্রায় তাদৃশ প্রসিদ্ধ, প্রথমের নাম "হিয়াউ কিং" অর্থাৎ পুত্রধর্ম্ম, তাহাতে পিতামাতার প্রতি যেপ্রকার ভক্তি করিতে হয় তদ্বিষয়ে কংফুছে ছেং নামক শিষ্যের প্রশ্নে যে উত্তর করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে, দ্বিতীয়ের নাম "সিয়াউ হিয়ো" অর্থাৎ বালকদিগের বিদ্যা কিম্বা উপদেশ তাহাতে প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থের সারসংগ্রহ ও উপাখ্যান আছে।

সমাপ্তোয়ং অধ্যায়ঃ।

---

# প্লেতোর চরিত্র।

প্লেতোর জন্ম ভূম্যাদির বিবরণ। সক্রেতিস হইতে যত দার্শনিক মতাবলম্বির উদয় হয় সর্ব্বাপেক্ষা একাদিমিকেরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এথেন্স নগরে একাদিমি নামক এক স্থান ছিল সেখানে বিদ্বজ্জনেরা অধ্যাপনা করিতেন তাহারি নামানুসারে উক্ত মতাবলম্বিরা একাদিমিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত একাদিমিক মত প্লেতো কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়া পরে স্পিউসিপস, জিনক্রেতিস, পোলিমন, ক্রেতিস এবং কেন্তর প্রভৃতির দ্বারা পালিত ও বর্দ্ধিত হয় ঐ অবস্থায় তাহাকে প্রথম অথবা পুরাতন একাদিমি কহা যায়।

Plato was without doubt an Athenian, and of an eminent family. His father Aristo was of the race of Codrus, son of Melanthus, who were said to have descended from Neptune. Melanthus flying Messena, came to Athens, where afterwards by a stratagem killing Xanthus, he was made king after Thymocles, the last of the Theseidae.

For the year of his birth, Laertius saith, 'He was born, according to the chronology of Apollodorus, in the eighty eighth Olympiad' which seems to be towards the beginning of the first year, whilst Aminias was yet Archon.

His first Education, Exercise, and Studies. —Whilst Plato was yet an Infant carried in the Arms of his mother Perictione, Aristo his Father went to Hymettus (a Mountain in Attica eminent for abundance of Bees and Honey) to Sacrifice to the Muses or Nymphs, taking his Wife and Child along with him; as they were busied in the Divine Rites, she laid the Child in a Thicket of Myrtles hard by; to whom, as he slept, came a swarm of Bees, Artists of Hymettian honey, flying and buzzing about him, and (as it is reported) made a Honey comb in his Mouth. This was taken for a presage of the singular sweetness of his discourse; his future Eloquence foreseen in his Infancy.

Of Dionysius the Grammarian, he received the first Rudiments of Learning. Of Aristo, an Argive, he

বিবিধ প্রমাণে নির্ণীত হইয়াছে যে প্লেতো এথেন্স নগরে কোন মহাকুলে উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পিতার নাম আরিস্তো, ইনি মেলান্থসের পুত্র কোদ্রসের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, লোকে ইহাঁরদিগকে নেপ্তুনের সন্তান কহিয়া থাকে। মেলান্থস মিসিনা দেশ ত্যাগ করিয়া এথেন্সে আগমন করেন এবং পরে কৌশলক্রমে জেন্থসকে সংহার করিয়া থিসিয়স বংশীয় শেষ রাজা থিমক্লিসের রাজত্বানন্তর সিংহাসনারূঢ় হয়েন।

লেয়র্শস নামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এপলোদোরসের গণনানুসারে অষ্টাশীতিতম ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরের প্রারম্ভে আমিনিয়সের অধ্যক্ষতার সময়ে প্লেতোর জন্ম হয়।

তাঁহার বিদ্যাভ্যাসাদির বিবরণ। যখন প্লেতো স্বীয় জননী পেরিক্তিয়নীর ক্রোড়স্থ শিশু ছিলেন তৎকালে একদিন তাঁহার পিতা স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের বলি প্রদানার্থ আতিকা দেশীয় হিমিতিস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন ঐ স্থান প্রচুর মধু ও মধুমক্ষিকার আকর স্বরূপে প্রসিদ্ধ, সেখানে দেবার্চ্চনায় ব্যস্ততার সময় পেরিক্তিয়নী আপন অঙ্কস্থ প্লেতোকে নিকটবর্ত্তি মেদির বনে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে তিনি নিদ্রিত হইলে ঐ গিরি গহ্বরস্থ মধু মক্ষিকা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অব্যক্ত শব্দে গান করিয়াছিল এবং কথিত আছে যে তাঁহার মুখে চাকও নির্ম্মাণ করে। প্লেতোর শৈশবকালে এই ঘটনা হওয়াতে সকলে তদবধি অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাক্য মধুর ও বক্তৃতাশক্তি বিলক্ষণ হইবেক।

প্লেতো প্রথমতঃ বৈয়াকরণিক দাইওনিশসের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে আরগাইব জাতীয় আরিস্তোর সমীপে মল্ল যুদ্ধ শিক্ষা করেন। সে কালে ওলিম্পিক উৎসবে মল্লগণের ব্যায়াম করণের প্রথা ছিল অতএব তিনি তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ

learned the Art of Wrestling (at that time much in esteem, as being one of the Olympick exercises) wherein he became so great a Proficient, that some affirm, he wrestled at the Isthmus in the Pythian Games.

As in years and Virtue so likewise he increased extraordinarily in outward proportion and shape, insomuch, that Aristo named him Plato (which implieth Latitude) in allusion to the largeness of his Person: others say, to the wideness of his Shoulders; Neanthes of his Forehead: some, to his large Eloquence. Whatsoever the occasion were, this name wore out and displaced the other. That he was called also Sarapis, is affirmed by Hesychius. There was not any imperfection throughout his person, except a gibbosity in the hinder part of his head, and (as Timotheus affirms) a kind of Hesitation in his Speech.

He learned also (as Dicearchus relates) to Paint: He addicted himself much to Poetry, and wrote many Poems: First, Dithyrambs; then Epick Poetry, which comparing with Homer, and finding far short of him he burned. Then he betook himself to writing Tragedies: He made a complete Tetralogy (four Dramas, as the manner was, when they contested, to be presented at four several Festivals, Lenæan, Panathenæan, Chytræan, the fourth Satyrical) and gave it to the Players to be Acted, intending to contest

নৈপুণ্য উপার্জ্জন করেন এবং কোন২ গ্রন্থকারের মতে পিথি-য়ান উৎসব কালে ইস্থমসে মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়ঃক্রমের সহিত সদগুণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শরীরও অসাধারণরূপে প্রশস্ত হইল এনিমিত্ত তাঁহার পিতা আরিস্তো তাঁহার নাম প্লেতো রাখেন কারণ ঐ শব্দ আয়ত বস্তুর বোধক, কেহ২ কহেন তাঁহার স্কন্ধের পরিণাহ নিমিত্ত এবং নিয়াঁন্থসের মতে ললাটের আভুগ্নতার জন্য উক্ত নাম হইয়াছিল, অপরে বলেন বক্তৃতার গুণে ঐ সংজ্ঞা হয়, যাহা হউক ঐ নাম প্রসিদ্ধ হওয়াতেই পূর্ব্বনাম লোপ পায়, হেসিকিয়স কহেন তাঁহার অন্য নাম সেরাপিস ছিল। তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ উচ্চতা ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র কুগঠন ছিলনা কিন্তু তিমথিয়স বলেন যে বাক্যের কিঞ্চিৎ জড়তাও বোধ হইত।

দিসিয়ার্কস কহেন প্লেতো চিত্র বিদ্যাতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কাব্যশাস্ত্রেতেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাহাতে স্বয়ং অনেক প্রকার কাব্য রচনা করেন, প্রথমতঃ রঙ্গ বিলাস দ্বিতীয়তঃ বীর রসের কবিতা রচনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু পরে যখন হোমরের কবিতার সহিত আত্ম রচিত পদ্যের তুলনা করিলেন তখন অধম বোধে আপনার পূর্ব্ব প্রণীত সমস্ত কাব্য দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে আক্ষেপসূচক নাটক সংগ্রহ করণে উদ্যত হইলেন। লিনিএন, পেনাথিনি-এন, কাইত্রিয়ন এবং সেঁতিরিকেল এই চারি উৎসবকালে প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত যেসকল নাটকের, অভিনয় হইত তাহা চারি অংশে বিভক্ত থাকিত তিনিও ঐপ্রকার চতুরঙ্ক নাটক প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ মানসে ওলিম্পিক রঙ্গভূমির নটদিগের হস্তে অভিনয়ার্থ সমর্পণ করিলেন কিন্তু অভিনয়ের

for the Palm upon the Olympick Theatre: But the day before it should have been presented chancing to hear Socrates Discourse at the Olympick Theatre (before the Bacchanals) he was so taken with that Syren, that he not only forbore to contest at that time, but wholly gave over all Tragick Poesy, and burned all his Poems, saying that of Homer, "Vulcan come hither, Plato needs thy aid".

From that time (the twentieth year of his age which falls about the 4th of the 92d Olympiad) he became a follower of Socrates, and studied Philosophy.

Some affirm (of the Truth of which report, Ælian justly doubts) "he was driven by Poverty to betake himself to the Wars, but intercepted by Socrates, and instructed in that which concerns Mankind, he sold his Arms, and through his persuasion, addicted himself to Philosophy."

HIS MASTERS IN PHILOSOPHY, AND HIS TRAVELS TO THAT END.—Socrates, the night before Plato was recommended to him, dreamed, that a young Swan fled from Cupid's Altar in the Academy, and sat in his lap, thence fled up to Heaven, it delighted both Gods and Men with its Musick. As Socrates [the next day] was relating this to some of his Auditors, Aristo came at the same time, and presented his Son Plato to him to be his Disciple. As soon as Socrates saw him, reading in his

একদিবস পূর্ব্বে মদ্যদেবতার উৎসবোপলক্ষে সক্রেতিস ঐ স্থানের রঙ্গভূমিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন দৈবাৎ সেই বক্তৃতা প্লেতোর কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি এমত মোহিত হইলেন যে তথায় যশঃ প্রাপ্তির আশা একেবারে ভগ্না হইল সুতরাং করুণারস ঘটিত নাটক রচনায় নিরস্ত হইয়া স্বকৃত সমুদায় কবিতা বহ্নিসাৎ করিলেন ও হোমরের বচন স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন "হে বলকান এই স্থানে আগমন কর, প্লেতো তোমার আনুকুল্য প্রর্থনা করিতেছে"।

তিনি ঐ সময়াবধি (অর্থাৎ বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এবং দ্বিন বতিতম ওলিম্পিয়ডের চতুর্থ বৎসরে) সক্রেতিসের সহচর হইয়া দর্শন বিদ্যোপার্জ্জনে তৎপর হইলেন।

কেহ২ কহেন (কিন্তু এলিএন ঐ কথায় যুক্তিসঙ্গত সংশয় প্রকাশ করেন) "প্লেতো দারিদ্র্যে পতিত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায় করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন পরে সক্রেতিস তাঁহাকে তাহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ করেন তাহাতে তিনি অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করিয়া সক্রেতিসের প্ররোচনায় দর্শন শাস্ত্রালোচনে রত হয়েন"।

তাঁহার উপদেশক ও ভ্রমণাদির বিবরণ। সক্রেতিস যে দিবস প্লেতোকে প্রাপ্ত হয়েন তাহার অগ্রিম রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে বিদ্যালয়স্থ কামদেবের বেদি হইতে একটী হংস শাবক উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনানন্তর স্বর্গে গমন করিল আর তাহার মধুর স্বরে যাবদীয় মনুষ্য ও দেবগণ মোহিত হইলেন। পরদিবস এই কথা কোন২ শ্রোতার নিকট কহিতেছিলেন ইতিমধ্যে আরিস্তো উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র প্লেতোকে শিষ্যকরণার্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি প্লেতোর মুখাবলোকনে তাঁহাকে বুদ্ধিমান দেখিয়া শ্রোতা-

looks his Ingenuity: Friends, saith he, this is the Swan of Cupid's Academy.

Eight years he lived with Socrates, in which time, he committed (as others of his Disciples) the effect of his Master's Discourse to writing: hereof he composed Dialogues, but with so great additions of his own, that Socrates hearing him recite his *Lysis* cried out, Oh! Hercules, how many things doth this young Man feign of me! for not a few things (adds Laertius) of those which he writ, Socrates never spoke.

At the time of Socrate's Arraignment, the first year of the 95th Olympiad, he was one of the Senate, the youngest of the Convention. That he was a Senator, implies he was full thirty years old at that time, according to Solon's Law. This argues Hermodorus of a mistake, who saith, he was twenty eight years old when he fled to Megara, upon the Death of Socrates, and subverts the accounts of those who underreckon his Birth. The Judges being much displeased with Socrates, Plato went up into the Orator's Chair, intending to Plead in his Defence, and begun thus: "Though I (Athenians) am the youngest of those that come up into this place". But all the Senate crying out—"of those who go down", (which was as much as to say. "Come down")—he was thereupon constrained to do so. Socrates being condemned, Plato offered him to procure so much Money, as might purchase his Liberty, Socrates refused the Offer.

দিগকে কহিলেন হে বন্ধুগণ, বুঝি এই বালকই বিদ্যাগারস্থ কানদেবের বেদির হংস শাবক হইবেক।

প্লেতো ক্রমাগত অষ্টবৎসর পর্য্যন্ত সক্রেতিসের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিদ্যার্থিদিগের ন্যায় গুরুর বক্তৃতা শ্রবণ কালে সার সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছিলেন পরে তাহাতে আত্ম রচিত অনেক২ নূতন কথা যোগ করিয়া প্রশ্নোত্তর স্বরূপে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, এক দিবস তাহার লিসিস নামক খণ্ড পাঠ করিতেছিলেন দৈবাৎ সক্রেতিসের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন " হে হর্কুলিস এই বালক আমার বক্তৃতা লইয়া কত২ নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতেছে " ফলতঃ লেয়র্শসের মতে প্লেতোর লিখিত অনেক২ বিষয় সক্রেতিসের মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। /

৯৫ ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরে যখন দুরাচারি বলিয়া সক্রেতিসের নামে অভিযোগ হয় তখন প্লেতো বিচার পতিরদের সভামধ্যে গণিত হইয়াছিলেন যদিও অন্যান্য সভাসদ অপেক্ষা বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ ছিলেন, তথাচ সেনেটরের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে সোলনের ব্যবস্থানুসারে সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনসংখ্যা ত্রিংশৎ বৎসর হইয়া থাকিবে সুতরাং হর্মোদোরসের কথা নিতান্ত অলীক বোধ হয়, তিনি কহেন সক্রেতিসের মৃত্যু হইলে যখন প্লেতো মেগারায় পলায়ন করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতি বর্ষ মাত্র, এ বিবরণ সত্য হইলে যাঁহারা তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক পূর্ব্ব হইতে গণনা করেন তাহাদের লিখন অমূলক হয়। সক্রেতিসের চরিত্র বিষয়ক অভিযোগের বিচার কালীন বিচারপতিরা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে প্লেতো তাঁহার আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ হেতুবাদ কহিবার মানসে বক্তারদের মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকারে বচনারম্ভ করিলেন যথা " হে এথিনিয়ানেরা এই মঞ্চে যাঁহারা আরোহণ করিয়া থাকেন

About that time, Socrates's "Friends being met together to condole his Death, Plato encouraged them, and bid them not despair, for that himself was capable to Govern the School: and in so saying, drank to Apollodorus, who answered, he would sooner take up the Cup of Poison from the hand of Socrates, than Pledge him upon that condition." Upon the Death of Socrates, Plato (whose excessive Grief upon that Occasion is observed by Plutarch) with others of his Disciples, fearing the Tyranny of those Persons, who put their Master to death, fled to Euclid at Megara, who friendly entertained them, till the Storm was blown over.

Perceiving the knowledge of the Pythagoreans to be assisted with other Disciplines, he went to Cyrene, to learn Geometry of Theodorus the Mathematician: thence to Ægypt (which was then under the Empire of Artaxerxes Mnemon) under pretence of selling Oil, but the scope of his Journey was to fetch Astrology from thence: "To learn Arithmetick and Celestial Speculations of the Barbarians" (saith Cicero) and to be instructed in the rites of the Prophets. "He travelled over the Country, informing himself all the way by their Priests, of the multiplicious proportions of Geometry, and the observation of Celestial Motions. At what time young Students at Athens were inquiring for Plato to instruct them, he was busied in surveying the inexplicable banks of Nilus, the vast extent of a

আমি তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ বটে”—। ইতিমধ্যে সেনেটরেরা চীৎকার করিয়া কহিল “ যাঁহারা অবরোহণ করেন ”—অর্থাৎ “ তুমি মঞ্চ হইতে নীচে আইস ”—তাহাতে তাঁহাকে মঞ্চত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। অনন্তর সক্রেতিস দণ্ডার্হ্য হইলে তিনি তাঁহার নিষ্কৃতির নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু সক্রেতিস তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ঐকালে সক্রেতিসের বন্ধুগণ তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিয়া একত্র খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলে প্লেতো তাঁহারদিগকে সান্ত্বনা করত কহিলেন “আপনারা নিরুৎসাহ হইবেন না, আমি বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করণে সক্ষম ” এই বলিয়া এপলোদোরসের কুশলার্থ মদ্য পান করিলেন, কিন্তু এপলোদোরস তাহাতে এই উত্তর দিলেন যে “এবিষয়ে সম্মতি দানাপেক্ষা বরং সক্রেতিসের হস্ত হইতে বিষপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কালকূট পান করা শ্রেয়স্কর ”। প্লুটার্ক কহেন সক্রেতিস পরলোক প্রাপ্ত হইলে প্লেতো অত্যন্ত শোকে বিহ্বল হয়েন পরে গুরু হত্যাকারিদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অন্যান্য সহাধ্যায়িদিগের সহিত মেগারাদেশে পলায়ন করিয়া ইউক্লিদের শরণাপন্ন হইলেন তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের স্বদেশে যাবৎ পর্য্যন্ত আপদের আশঙ্কা ছিল তাবৎ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বন্ধুভাবে রাখিয়াছিলেন।

প্লেতো পাইথাগোরাসের শিষ্যগণকে অন্যান্য স্থান হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে দেখিয়া গণিত শাস্ত্র বিশারদ থিয়দোরসের নিকট ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি সিরিন দেশে গমন করিয়াছিলেন, পরে তৈলিকের বেশ ধারণ করিয়া তথাহইতে আর্টেজরগেস নিমনের সম্রাজ্যাধীন ইজিপ্ত দেশে যাত্রা করেন, তাঁহার উক্ত দেশ ভ্রমণের তাৎপর্য্য এই যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা উত্তম রূপে শিক্ষা করিবেন, সিসিরো কহেন “ তিনি ম্লেচ্ছ দিগের গণিত ও খগোল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া

Barbarous Country, and the winding compass of their Trenches, a Disciple to the Ægyptian old Men."

His School.—Being returned to Athens from his Journey to Egypt, he settled himself in the Academy, a Gymnasium or place of Exercise in the Suburbs of that City, beset with Woods, taking Name from Ecademus one of the Heroes.

Hence it was first called Ecademy; the occasion of his living here, was, that he was poor and had nothing but one Orchard in or adjoining to the Academy, which was the least part of his Successors. This Orchard at first yielded but three *aurei nummi* of yearly rent to the Owners, afterwards the whole Revenue amounted to a thousand or more. It was in process of time much enlarged by well-willers, and studious Persons, who dying, bequeathed by Will something to the professors of Philosophy, their Riches to maintain the Quiet and tranquility of a Philosophical Life. Plato (the Academy being said to be a sickly place, and Physicians advising him to transfer his School to the Lyceum) would not be persuaded, but answered, I would not live on the top of Athos to linger my Life. The unwholesomeness of the place brought him to a quartan Ague, which lasted eighteen Months, but at length by sobriety

দৈবজ্ঞ দিগের রীতি নীতি অভ্যাস করণার্থ তথায় প্রস্থান করিয়াছিলেন” ফলতঃ তিনি ইজিপ্ত দেশের সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ পুরোহিত দিগের আনুকূল্যে ক্ষেত্র তত্ত্বের নানাবিধ অনুপাত যুক্তি ও গ্রহাদির গতিবিধি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৎকালে এথেন্স দেশীয় যুবক বিদ্যার্থিরা অধ্যয়নার্থ প্লেতোর অন্বেষণ করিতেছিল তৎকালে তিনি স্বয়ং ইজিপ্তের প্রবীণ পণ্ডিতগণের শিষ্য হইয়া নাইল নদীর অসীম তীরের ব্যাপার এবং ঐ ম্লেচ্ছ ভূমির অপরিমিত রাশি ও বক্র পরিখা যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন।

তাঁহার অধ্যাপনার বিবরণ। প্লেতো ইজিপ্ত হইতে এথেন্সে প্রত্যাগমন করিয়া একাদিমিতে অধিষ্ঠান করিলেন। ঐ স্থানে ব্যায়ামাদি হইবার প্রথা ছিল এবং তাহা নগরের প্রান্তভাগে নিকুঞ্জ বনে পরিবেষ্টিত হইয়া ইকাদিমস নামে এক বীরের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়াছিল।

অতএব উক্ত স্থান প্রথমতঃ ইকাদিমি নামে বিখ্যাত ছিল প্লেতো অতি দরিদ্র ছিলেন এপ্রযুক্ত তথায় অবস্থিতি করিতেন পূর্ব্বে ঐ একাদিমির নিকটে কেবল ফল বৃক্ষের একটা উদ্যান ছিল কিন্তু শেষে তাহার বিভব এমত প্রচুর হইয়া উঠিল যে প্লেতোর পরে যাঁহারা তথাকার অধ্যাপক হইয়াছিলেন তাঁহার দের পক্ষে ঐ উদ্যান অল্প বিষয় বোধ হইত। প্রথমতঃ সে উদ্যানের সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব তিন স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র ছিল পরে সেখানকার আয় সহস্রাধিক মুদ্রা হয়, বিদ্যাগারের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষি এবং বিদ্যোৎসাহি অনেক লোকে তথায় অবিচ্ছেদে অধ্যাপকগণের জ্ঞানানুশীলন নিমিত্ত মৃত্যুকালীন স্ব২ ধন দাতব্য করিয়া যাইতেন তাহাতে ক্রমশ আয় বৃদ্ধি হইয়া-ছিল। একাদিমির চতুর্দ্দিকের জল বায়ু অতিশয় পীড়াকর থাকাতে ভিষকেরা প্লেতোকে ঐ বিদ্যালয় লাইসিয়মে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে

and care he mastered it, and recovered his strength more perfect than before.

First, he taught Philosophy in the Academy, and after in the Gardens of Colonus. At the entrance of his School in the Academy was written, "Let none ignorant of Geometry enter here," meant, not only of the Measure and Proportion of Lines, but also of the inward Affections.

How he Instituted a Sect.—Having thus settled himself in the Academy, he began out of the collection made from others, and his own invention to institute a Sect, called from the place where he taught, Academick. He mixed the Heraclitian Discourses, with the Socratick and Pythagoric, following in Sensibles Heraclitus, in Intelligibles Pythagoras, in Politicks Socrates. "Whereas Philosophy, saith S. Augustine, concerns either action or contemplation, (thence assuming two names, Contemplative and Active) the Active consisting in practice of Moral Actions, the Contemplative, in penetration of abstruse Physical causes, and the nature of the Divinity; Socrates excelled in the Active, Pythagoras in the Contemplative. But Plato joined them into one perfect kind, which he subdivided into three several parts; Moral, consisting chiefly in Action, Natural, in Contemplation, Rational in Distinction of true and false, which though useful in both the other, yet belongeth

সম্মত না হইয়া চিকিৎসক গণকে এই উত্তর প্রদান করেন "আমি এথস পর্ব্বতের উপর জীবন ক্ষেপণ করিতে কখন যাইব না"। অনন্তর স্থানদোষে চতুরাহিক জ্বরগ্রস্ত হইয়া অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করেন পরে পরিমিতাহার এবং সাবধানতার দ্বারা পীড়া হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাঁহার শরীরের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

তিনি একাদিমিতে জ্ঞানশিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিয়া পরে কলনসের উদ্যানে গমন করেন। একাদিমির পুরদ্বারে এই লিপি ছিল যে "ক্ষেত্রতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকেরা যেন এস্থানে প্রবেশ না করে," ঐ শব্দের অর্থ কেবল রেখার পরিমাণ ও অনুপাত বিদ্যা নহে তাহা মানুষিক স্বভাবের পরিমাণকেও প্রতিপন্ন করিত।

তাঁহার দলস্থাপনের কথা। প্লেতো অন্যান্য পণ্ডিতগণের নিকট যে২ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিবেচন দ্বারা যাহা স্থির করেন একাদিমিতে স্থায়ী হইয়া সে সকলের অনুশীলন করত বিদ্যালয়ের নামানুসারে একাদিমি সংজ্ঞক মতাবলম্বির দল বদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি জড় পদার্থ বর্ণনায় হিরাক্লিতসের এবং মানস পদার্থে পাইথাগোরাসের আর রাজনীতি বিষয়ে সক্রেতিসের মতানুযায়ী হইয়া উক্ত তিন পণ্ডিতের মতের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এবিষয়ে সাধু আগস্তিন কহেন যে " ক্রিয়া ও যোগ এই উভয়ের সহিত দর্শন শাস্ত্রের সম্বন্ধ থাকাতে দর্শন শাস্ত্রের দুই নাম হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্ম ও যোগ, প্রথমোক্ত খণ্ডের ফল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান এবং দ্বিতীয়োক্তের বিষয় গূঢ় তর্কদ্বারা স্বাভাবিক কারণ নির্ণয় এবং দৈব তত্ত্ব বিচার, তাহার মধ্যে সক্রেতিস কর্ম্মকাণ্ডে এবং পাইথাগোরাস যোগকাণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্লেতো উক্ত কাণ্ডদ্বয় একত্র সংযোগ করিয়া পুনশ্চ তিন অংশে বিভক্ত করেন্ প্রথমতঃ নীতিতত্ত্ব, তাহা ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, দ্বিতীয়তঃ

more particularly to Contemplation. So that this Trichotomy contradicts not the other Dichotomy, which includeth all within Action and Contemplation." And as of Old in a Tragedy, the Chorus Acted alone, then Thespis making some intermissions of the Chorus introduced one Actor, Æschilus a second, Sophocles a third: in like manner Philosophy was at first but of one kind, Physick; then Socrates added Ethick; thirdly, Plato inventing Dialectick, made it perfect.

His Inventions.—He added much to Learning and Language by many Inventions, as well of things as of words. To omit Dialectick, of which we treated last, Phavorinus attributes to his invention, 'discoursing by way of a Question': but Aristotle ascribes it to Alexamenus, a Stirian or Teian, and it appears by the Dialogues of Plato, that Socrates also used that form of arguing. Laertius informs us, that "Zeno Eleates was the first composer of Dialogues, yet in my Opinion, saith he, Plato hath so much refined the form thereof, that he deserves to be preferred before all others, as well for invention as Reformation."

More properly may be attributed to him the invention of 'Analytical Method, which reduceth the thing sought unto its principle, the best of Methods'. He taught it to Leodamas, and by it found out many things in Geometry: "Analysis, as defined by the Scholiast upon Euclid, is a sumption of the thing sought, by the consequents, (as if it were already

পদার্থতত্ত্ব তাহা যোগদ্বারা সম্পন্ন হয় এবং তৃতীয়তঃ যুক্তিতত্ত্ব তাহাতে সত্যাসত্যের প্রভেদ হয়। এই শেষোক্ত অংশ অর্থাৎ যুক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ের উপকারিণী হইলেও যোগের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ রাখে অতএব এই ত্রিবিধ দর্শন পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধের বিরুদ্ধ নহে কেননা ক্রিয়া এবং যোগ এই দুই অংশে সকলই উহ্য হয়"। পূর্ব্বকালে কেবল গায়কেরাই নাটকের অভিনয় করিত, থেস্পিস তদ্বিষয়ের সুনিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন গায়কদিগের বিশ্রামার্থ এক জন অভিনেতা আসিবার প্রথা করেন এবং পরে এস্কিলস তাহার দ্বিত্ব ও সফক্লিস ত্রিত্ব সংখ্যা করেন, দর্শন শাস্ত্রও সেইরূপ আদৌ কেবল জড় পদার্থ তত্ত্বমাত্র ছিল পরে সক্রেতিস নীতি তত্ত্বের সংযোগে দ্বিবিধ করেন অবশেষে প্লেতো যুক্তিবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহার সম্পূর্ত্তি করিলেন।

তাঁহার নূতন বিদ্যা সৃষ্টির বিবরণ। প্লেতো অনেক নূতন বিষয় ও কথার সৃষ্টি করিয়া বিদ্যা ও ভাষার উন্নতি করিয়াছিলেন, ফেবোরিনস কহেন তিনি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবাদ ব্যতীত প্রশ্নোত্তরের ধারাতে উপদেশ দানের প্রথাও করেন কিন্তু আরিস্ততিলের লিখনে বোধ হয় আলেক্‌সানিনস নামে এক স্তিরিয়ান অথবা তাইয়ান হইতে ঐ ধারার প্রকাশ হয় এবং প্লেতোর আপনার গ্রন্থ পাঠেও জানা যায় সক্রেতিস স্বয়ং ঐ রীতি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিতেন। লেয়র্শস কহেন জিনো ইলিএতিস নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রশ্নোত্তরের ধারা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু " প্লেতো হইতে তাহার বিশেষ সংশোধন হয় অতএব তাঁহাকে উহার স্রষ্টা এবং শোধন কর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য "।

প্রশ্নোত্তরের ধারা যে প্রকারে প্রকাশ হউক কিন্তু ইহা সুদৃঢ়রূপে অবধারিত হইয়াছে যে প্লেতো কারণ নির্দ্দেশের অর্থাৎ ইষ্ট পদার্থের নিদান নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট ধারা

known) to find out the truth". Examples thereof we find in the five first propositions of the 13th Book of Euclid, besides several others, that occur in Apollonius Pergæus, and Pappus Alexandrinus.

Amongst his Geometrical Inventions also must be remembered *the publication of a Cube,* the occasion and manner whereof is related by Plutarch and Philoponus. The Delians afflicted with the pestilence consulted the Oracle of Apollo, he answered, the Plague would cease if they doubled their Altar, which was of a Cubic figure. Plutarch saith, that hereupon the Overseers of the Altar, made all the four sides double to what they were before, so instead of doubling the Altar, they made it octuple to what it was. Philoponus saith, they caused another Cube of the same bigness with the former to be set upon it, whereby they changed the Figure of the Altar, which was no longer a Cube, but a *quadrilateral Pillar.* The first way it was Cubical, but not double; the second way double, but not Cubical. The Plague not ceasing, they consulted the Oracle again. Apollo answered, they had not fulfilled his Command, which was to build a Cubical Altar as big again as the former. Hereupon they went to Plato, as most skilful in Geometry, to learn of him the Oracle's meaning, and how they should find out the way of doubling a Cube, retaining the Cubick Figure. Plato answered, that the

সৃষ্টি করেন, তিনি লেওডেমাসকে ঐ ধারায় উপদেশ দয়াছি- লেন এবং তাহাতে ক্ষেত্র তত্ত্বের অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। ইউক্লিডের টীকাকার কারণ নিদ্দের্শের ধারার এইরূপ লক্ষণ করেন যথা "ইন্ট বিষয়কে দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় কল্পনা করিয়া ফল বিবেচনা দ্বারা তথ্য স্থির করণকে কারণ নিদ্দের্শ কহে" ইউক্লিড প্রণীত ক্ষেত্রতত্ত্বের ১৩ অধ্যায়ের প্রথম পঞ্চ প্রতি- জ্ঞার মধ্যে ঐ ধারার অনেক উদাহরণ আছে আপলোনিয়স পর্গিয়স এবং পেপস আলেকজান্দ্রিনসের গ্রন্থেও উহার কতিপয় উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

প্লেতো ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্রান্ত যেং বিষয়ের সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে "ঘন বস্তুর দ্বিত্ব করণ" অতি প্রসিদ্ধ, প্লুটার্ক এবং ফাইলোপনস এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। দেলিয়ন জাতীয়েরা দেশ ব্যাপি মারীভয়ে সঙ্কটাপন্ন হইয়া রক্ষার উপায় জানিবার নিমিত্ত এপলো দেবের আরাধনা করিয়াছিল, তাহাতে ঐ দেবতার এই প্রত্যাদেশ হয় যে তাহারা আপনারদের ঘনাকার বেদি দ্বিত্ব করিলেই মরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে। প্লুটার্ক কহেন বেদির অধ্যক্ষেরা ঐ দৈববাণী শ্রবণে বেদির সমস্তপার্শ্ব পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির দ্বিত্ব না হইয়া অষ্টগুণ বৃদ্ধি হয়। ফাই- লোপনস কহেন তৎপরে তাহারা ঐ বেদির পরিমাণে আর এক ঘন বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া বেদির উপরে স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির আকারান্তর হইয়া উঠিল অর্থাৎ ঘনত্ব না থাকিয়া চতুষ্কোণ স্তম্ভাকৃতি হইল, ফলতঃ প্রথম ধারাতে ঘনত্ব হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদির দ্বিত্ব হয় নাই এবং দ্বিতীয় ধারাতে দ্বিত্ব হইয়া ঘনত্ব হয় নাই সুতরাং মহামারীর শান্তি হইল না অতএব তাহারা পুনশ্চ দেবতার নিকট আরাধনা করিলে এপলো উত্তর করিলেন তাঁহার আজ্ঞানুসারে বেদির দ্বিগুণ পরিমাণে এক ঘন বস্তু নির্ম্মিত হয় নাই একারণ মর-

God mocked the Grecians for their neglect of Philosophy and Learning, insulting over their Ignorance, that he commanded them seriously to addict themselves to Geometry, that this could not be done any other way, than by finding out two mean proportionals between two right Lines in a Duple proportion, (Plato's particular Method is delivered by Eutochius in his Comment upon the first Proposition of the second Book of Archimedes *de Sphæra et Cylindro*) He added that Eudoxus the Gnidian, or Helico the Cyzicene would do it for them. That the God needed not this duplication of his Altar, but commanded all the Grecians, that avoiding War and the Miseries wherewith it is attended, they should apply themselves to the Muses; and having settled the turbulent Commotions of their Minds, converse harmlessly and beneficially with one another. Philoponus adds, that "Plato expounded this Problem to his Disciples, who writ much upon this Subject, though nothing thereof be extant." Of the Ancients, laboured in this Problem besides Plato, Archytas the Tarentine, Menæchmus, Eratosthenes, Philo of Byzantium, Hero, Apollonius Pergæus, Nicomedes, Diocles, and Sporus: Valerius Maximus saith, that "Plato remitted the Overseers of the Sacred Altar to Euclid the Geometrician, as submitting to his Science and Profession"; but this is an Error, because Euclid the Geometrician was much later than Plato, and the other Euclid; Plato's

কের অবসান হইতেছে না। অনন্তর তাহারা প্লেতোকে ক্ষেত্র-তত্ত্বে অত্যন্ত দক্ষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া ঐ দৈববাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া ঘন বস্তুর ঘনাকারে দ্বিত্ব করিবার নিয়ম বিস্তারপূর্ব্বক কহিতে অনুরোধ করিল, প্লেতো কহিলেন ঐ দেবতা গ্রীকদিগকে বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনভ্যাস কারণ অনুযোগ করিয়া তাহারদের অবিদ্যার নিমিত্ত ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে তাহারা যত্নপূর্ব্বক ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউক আর উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসা দ্বিভূত অনুপাতে সংবদ্ধ দুই সরল রেখার দুই মধ্যানুপাতের নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে হইতে পারিবেক না। আর্কিমিদিস প্রণীত গোল ও স্তম্ভাকার পদার্থ নির্ণায়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞার টীকাতে ইউটোকিয়স নামে এক পণ্ডিত প্লেতোর উপদিষ্ট ঐ সূত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর প্লেতো দেলিয়ান জাতিদিগকে আরও কহিয়াছিলেন "নাইডিয়ান ইউদক্শস অথবা সিজিকণীয় হেলিকো তোমারদের অভীষ্ট বেদি নির্ম্মাণ করিবেন, ফলতঃ এপলো দেব বেদির দ্বিত্বার্থে বিশেষ ব্যগ্র নহেন তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সমস্ত গ্রীক জাতিরা যুদ্ধব্যাপার ত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত লোক পীড়নে বিরত হইয়া বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের সেবা করে এবং স্ব২ অন্তঃকরণের বিকার ও উদ্বেগ শান্তি করিয়া পরস্পর অহিংসা ও হিতৈষিতা প্রকাশ করে"। ফাইলোপনস লিখিয়াছেন যে প্লেতো শিষ্য সমাজে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরাও তদ্বিষয়ে অনেক রচনা করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন পুরুষদিগের মধ্যে প্লেতো ব্যতীত নিম্ন লিখিত পণ্ডিতেরা ঐ প্রশ্ন সাধনে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যথা তরেন্তম দেশীয় আর্কিতাস, মিনিকমস, ইরাতস্থিনিস, বিজান্সিয়ম দেশীয় ফাইলো, হিরো, এপলোনিয়স পর্গিয়স, নিকমিদিস, দাইও-

Contemporary, nothing eminent in Mathematicks, as hath been before me observed by Sir Henry Savile.

That Plato invented many other things in the Mathematicks, (more than appears from those writings of his that are extant) and was most eminent therein, may be argued from the three Books of Theon Smyrnæus, the first Arithmetic, the second, Harmonicks, the last, (not yet published) Astronomy. Those books contained many things, singular and choice, not to be met with elsewhere. The design is acknowledged by the Author, to be as an introduction necessary to the understanding of Plato's Writings.

There are also diverse words of which he is esteemed to be the first Author, as *Antipodes,* a word by him first introduced into Philosophy, to signify those People whose feet are diametrically opposite.

*Element,* until his time was confounded with *principle,* by all Philosophers from Thales. Plato distinguished them thus, *Principle,* is that which hath nothing before it whereof it might be generated; *Elements,* are compounded.

The word *Poem* also, though since very trivial, was not used by any before him.

ক্লিস এবং স্পোরস। বেলিরিয়স মাক্সিমস কহেন যে প্লেতো ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ ইউক্লিডকে মহাপণ্ডিত জ্ঞান করিয়া বেদির অধ্যক্ষ গণকে তাঁহারি নিকট যাইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু একথা সত্য নহে, কেননা ক্ষেত্রতত্ত্ব বিশারদ ইউক্লিড প্লেতোর মরণানন্তর অনেক দিবস পরে জন্ম গ্রহণ করেন, আর প্লেতোর কালে যে ইউক্লিড বর্ত্তমান ছিলেন তিনি গণিত শাস্ত্রে অতি নিপুণ ছিলেন না, স্যার হেনরি সেবিলও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

প্লেতোর নিজ রচিত যে২ গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহাতে এবং থিয়ন স্মির্ণিয়স প্রণীত তিন পুস্তকে অনুমান হয় তিনি গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। থিয়নের রচিত তিন পুস্তকের মধ্যে প্রথম পুস্তকে গণিতের বিবরণ, দ্বিতীয়ে সদৃশাঙ্কের বৃত্তান্ত এবং তৃতীয়ে খগোল বর্ণনা ছিল কিন্তু তৃতীয় পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই। এই কএক পুস্তকে অনেক অপূর্ব্ব উত্তম বিষয়ের উল্লেখ আছে যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থকারক কহেন যে প্লেতোর প্রণীত পুস্তকের ভাব গ্রহণার্থ ঐ গ্রন্থ সমূহকে ভূমিকা স্বরূপে পাঠ করা আবশ্যক।

প্লেতো অনেক২ নূতন পরিভাষারও সৃষ্টি কারক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তিনিই সর্ব্বাদৌ দর্শন শাস্ত্রে বিরুদ্ধপদী অর্থাৎ সমসূত্রপাতস্থায়ী এই শব্দের প্রয়োগ করেন ঐ শব্দে পৃথিবীর উপরি অর্দ্ধগোল পরিমাণে দূরস্থ ব্যক্তি দিগকে বুঝায়।

প্লেতোর পূর্ব্বে থেলিসাদি সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতের মধ্যে কেহ "ভূত পদার্থ" এবং "নিদান" ইহার প্রভেদ করেন নাই, প্লেতো ঐ শব্দদ্বয়ের এই রূপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করেন যথা "নিদান" শব্দে এবম্প্রকার আদ্য কারণকে বুঝায় যাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এবং যাহা অন্য কোন বস্তু হইতে জাত নহে "ভূত পদার্থ" শব্দের অর্থ সংযোগোৎপন্ন বস্তু।

"কাব্য" শব্দও এক্ষণে সামান্য হইয়াছে কিন্তু প্লেতোর পূর্ব্বে কেহ কখন প্রয়োগ করেন নাই।

He first used this term, *oblong number*, [in Theæteto] thereby signifying the product of a greater number multiplied by a lesser.

He also first introduced the word Superficies, for which before was used a *Plane*. Thus Lærtius, though Proclus implies, that neither Plato nor Aristotle useth the word, but for it, *a plane*. "Divine Plato, saith he, calls Geometry, the contemplatrix of Planes, opposing it to Stereometry, as if Plane and Superficies were the same. So likewise doth Aristotle. But Euclid and those who succeeded him, make Superficies the Genus, Plane a Species thereof".

*Divine Providence*, a Word since much used by Christians, was first the expression of Plato.

He first of Philosophers wrote against Lysias, Son of Cephalus, in Phædro.

He first considered the force and efficacy of Grammar. He first wrote against all that were before him, whence it is wondered at, that he never mentions Democritus.

His three Voyages to Sicily.—Plato made three Voyages to Sicily; the first to see the fiery ebullitions of Ætna and to improve the knowledge of States, and Philosophy, which he got by his other Travels; This was about the 40th year of his age, at what time Dionysius the elder, Son of Hermocrates, Reigned in Syracuse; Plutarch saith, he was led thither by Providence, not Fortune, and that some

তিনি "দীর্ঘাঙ্ক" এই শব্দও প্রথমতঃ থিয়িতিতো নামক গ্রন্থে প্রয়োগ করেন, তাহার অর্থ অল্প সংখ্যক দ্বারা বহু সংখ্যক অঙ্কের গুণনফল।

তিনি "ধরাতল" শব্দেরও প্রয়োগ প্রথমতঃ করেন, লেয়র্শস কহেন পূর্ব্বে তাহার পরিবর্ত্তে "সমভূমি" এই শব্দের ব্যবহার হইত কিন্তু প্রোক্লস কহেন প্লেতো অথবা আরিস্ততিল ইহারা উভয়েই "ধরাতল" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সমভূমি" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি লেখেন "দেবতুল্য প্লেতো সমভূমির গণনাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিয়া লক্ষণ করেন আর তাহাকে ঘন ক্ষেত্রতত্ত্ব হইতে পৃথক রূপে বর্ণনা করেন সুতরাং তাঁহার মতে "ধরাতল" ও "সমভূমির" মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আরিস্ততিলও ঐ রূপ লক্ষণ করেন, পরন্তু ইউক্লিড এবং তাহার পরবর্ত্তি পণ্ডিতেরা "ধরাতল ও সমভূমিকে" সামান্য বিশেষরূপে পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"দৈব বিধান" এশব্দ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বারম্বার উক্ত হইয়া থাকে কিন্তু প্লেতো হইতে ইহার প্রয়োগ আরব্ধ হয়।

তিনি ফিদ্র নামক গ্রন্থে প্রথমতঃ সিফেলসের পুত্র লিসিয়সের বিরুদ্ধে তর্ক করেন।

তিনিই প্রথমতঃ ব্যাকরণের শক্তি ও ফলের বিবেচনা করেন।

তিনিই প্রথমতঃ পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের বিপক্ষে তর্ক করেন এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে কখন দিমক্রিতসের নামোল্লেখ করেন নাই।

সিসিলিতে তাঁহার নৌকা যাত্রার বিবরণ। প্লেতো নৌক যোগে তিনবার সিসিলিতে গমন করেন, প্রথম যাত্রার তাৎপর্য্য এই যে ঐ দেশের এত্না নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের উদ্ভেদ দর্শন করিবেন, এবং অন্যত্র ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কীয় যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার বৃদ্ধি করিবেন তৎকালীন

good Genius, designing afar off the Liberty of the People of Syracuse, brought him acquainted with Dion then very young, who entertained him as his Guest: He much disliked the Luxury of that place, Feasting, Nocturnal Lucubrations and the like; conversed frequently with Dion, discoursed with him of those things which were best in Man, and with his best Arguments exhorted him thereto: by which he seemed to lay grounds for the subversion of that Tyranny, which afterwards happened; Dion, though young, was the most ingenious of all Plato's followers, and most eager in pursuit of Virtue, as appears as well by the Testimony of Plato, as his own Actions. Though he had been brought up by the King in an effeminate Luxurious kind of Life; yet as soon as he tasted of Philosophy, the guide to Virtue, his Soul was inflamed with love thereof, and from his own Candor and Ingenuity was persuaded that Dionysius would be no less affected therewith: And therefore desired him when he was at leisure, to admit and hear Plato: Hereupon the Tyrant sent for him, at that meeting all their Discourse was concerning Fortitude: Plato affirmed none was further from that Virtue than a Tyrant, and, proceeding to speak of Justice, asserted the Life of the Just to be Happy, of the Unjust, Miserable. Dionysius was displeased at this Discourse (as reflecting upon himself) and with the standers by for approving it, at last, much exasperated, he

তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর এবং হারমোক্রেতিসের পুত্র জ্যেষ্ঠ দাইওনিশস সিরাকুশে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্লুটার্ক কহেন তিনি সিরাকুশে অকস্মাৎ গমন করেন নাই ঐশ্বরিক নির্ব্বন্ধ প্রযুক্ত তথায় তাঁহার গমন হয়, বিধাতা তত্রস্থ জনগণকে স্বাধীন করিবার মানসে দাইওনের সহিত প্লেতোর আলাপ করাইয়া দেন, দাইওন অতি বালক ছিলেন তথাচ তাঁহার প্রতি সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করেন। প্লেতো তথাকার লোকদিগকে বহু ভোজন পান ও রাত্রি জাগরণ মহোৎসবাদি ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন অতএব দাইওনের সহিত বারম্বার কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তর্কদ্বারা আত্মগত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, বোধ হয় তাঁহার সদুপদেশ হেতু পরে তথাকার প্রজাদ্রোহ ও দৌরাত্ম্যের দমন হয়। দাইওন অতি যুবক হইলেও প্লেতোর সকল শিষ্যাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও সৎকর্ম্মানুরাগী ছিলেন প্লেতোর উক্তি ও দাইওনের আপনার ক্রিয়া দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। দাইওনিশস তাঁহাকে স্ত্রৈণ ও সুখাসক্ত করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্লেতোর সদ্গুণপোষক দর্শন বিদ্যার আস্বাদ পাইবামাত্র তাহাতেই অনুরক্ত হইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সরলান্তঃকরণ প্রযুক্ত মনে করিলেন যে, রাজাও দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানামৃত সেবন করিলে তাদৃশ পরিতৃপ্ত হইবেন অতএব অবসর ক্রমে তাঁহাকে কহিলেন যে প্লেতোকে আনাইয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ঐ দুরাত্মা দাইওনিশস প্লেতোকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া শৌর্য্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল, প্লেতো কহিলেন প্রজা পীড়ক ব্যক্তিরা ঐ সদ্গুণে যেমন বঞ্চিত, অন্য কোন লোক তদ্রূপ নহে, এবং যথার্থতার প্রসঙ্গ হইলে বলিলেন যথার্থকারী লোকই সুখী তদ্বিপরীত ব্যক্তিই অসুখী।

asked Plato "why he came into Sicily"? Plato answered, "to seek a good Man": "It seems, reply'd Dionysius, you have not yet found him." Laertius saith, Plato Disputed with him concerning Tyranny, affirming, that is not best which benefits ourselves, unless it be excellent also in Virtue; whereat Dionysius incensed said to him, your discourse savours of old age: and yours, answered Plato, of Tyranny. Dionysius, enraged, commanded him to be put to Death: I will have, said he, your head taken off: At which words Xenocrates being present, answered, "He that doth it must begin with mine": but Dion and Aristomenes wrought with him to revoke that Sentence. Dion thinking his Anger would have proceeded no further, sent Plato away at his own request in a Ship which carried Pollis (whom Lærtius calls Polis, Ælian, Polis) a Lacedæmonian Captain (who at that time had been sent as Ambassador to Dionysius) back to Greece: Dionysius secretly desired Pollis to kill him whilst he was on shipboard; or if not, by all means to sell him, alleging, it would be no injury to Plato, for he would be as Happy in Bondage as at Liberty, as being a just Man. Some affirm the occasion of Dionysius his Anger was, because, that when he asked what was the best Brass, Plato answered, that whereof the Statues of* Aristogiton and Harmodius were

* Who slew *Hipparchus*, Brother of *Hippias* the Tyrant of *Athens*; upon which the *Pisistratidæ* were expelled.

দাইওনিশস এই সকল শ্লেষ বাক্য ভঙ্গিক্রমে আপনারি প্রতি কথিত হইল ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যে সকল শ্রোতা দণ্ডায়মান হইয়া ঐ কথায় পোষকতা করিতেছিল তাহারদের প্রতিও বৈরক্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে ক্রোধান্বিত হইয়া প্লেতোকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সিসিলিতে কেন আসিয়াছ? তাহাতে প্লেতো উত্তর করিলেন "একজন সৎমনুষ্যের অন্বেষণার্থ" দাইওনিশস কহিলেন "তবে বোধ হয় তুমি এপর্য্যন্ত সৎমনুষ্য দেখিতে পাও নাই"। লেয়র্শস কহেন প্লেতো দাইওনিশসের সহিত প্রজা পীড়ন বিষয়ে অনেক ক্ষণ বাদানুবাদ করিয়া কহিয়াছিলেন "যে কর্ম্ম কেবল আপনার উপকার জনক কিন্তু ধর্ম্মতঃ অবিহিত তাহাকে কদাচ সৎকর্ম্ম কহা যাইতে পারে না।" তাহাতে দাইওনিশস রাগান্ধ হইয়া উত্তর করেন "তোমার এসকল কথায় কেবল প্রাচীনতার আঘ্রাণ মাত্র পাওয়া যায়, প্লেতো প্রত্যুত্তর করেন "আপনকার কথাও নিষ্ঠুরতার গন্ধে পরিপূর্ণ" দাইওনিশস এই কথা শ্রবণ মাত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এই তোমার মুণ্ডপাত হয়। ঐ সময়ে জিনক্রেতিস উপস্থিত ছিলেন তিনি সাহস করিয়া কহিতে লাগিলেন "যে ব্যক্তি প্লেতোর শিরশ্ছেদ করিবেক সে অগ্রে আমার মুণ্ডপাতন করুক"। পরে দাইওন ও এরিস্তমিনিস রাজাকে অনেক প্রবোধ দিয়া ঐ আজ্ঞা রহিত করাইলেন, অবশেষে দাইওন রাজার কোপের শান্তি হইয়াছে এই মনে করিয়া প্লেতোকে তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে জাহাজ দ্বারা স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে লেসিডিমন হইতে পোলিস নামে একজন সেনাপতি দূতস্বরূপে দাওনিশসের নিকট আসিয়াছিলেন তিনিও ঐ অর্ণব যানে আরোহণ করিয়া গ্রীশদেশে প্রত্যাগমন করিলেন. তাঁহাদের যাত্রাকালীন দাইওনিশস ঐ দূতকে বিরলে কহি-

made. Others, that it was because he was overmastered in Learning. But Tzetzes rejecting these as idle Fictions of Philosophers, and Falsifiers, affirms the true Reason to have been, that he perceived, he advised Dion to possess himself of the Kingdom. Pollis Transported him to Ægina; there Charmander, Son of Charmandrites, accused him, as meriting Death, by a Law they had made, that the first Athenian that should come to that Island, should, without being suffered to speak for himself, be put to Death: Which Law, as Phavorinus affirms, he himself made. One that was present, saying in sport, he is a Philosopher, they set him at liberty: Some say, they brought him to the publick Assembly, to plead for himself, where he would not speak a word, but underwent all with a great Courage. Then they altered their intent of putting him to death, and agreed to sell him for a Slave. Plutarch saith, that upon a decree of the Æginetæ, that all the Athenians taken in that Island, should be sold for slaves Pollis sold him there; Anniceris, a Cyrenaik Philosopher, being accidentally present, redeemed him for twenty, or as others, thirty Minæ, and sent him to Athens to his Friends; they immediately returned the Money to Anniceris but he refused it, saying they were not the only persons concerned in Plato's welfare: Some say, Dion sent the Money, which he would not accept, but bought therewith a little Orchard in the Acade-

লেন "যে প্লেতোকে জাহাজমধ্যে কৌশলক্রমে নষ্ট করিও,যদি সংহার করিতে না পার তবে বিক্রয় করিবা, কিন্তু তাহাতে তাহার অপকার হইবেক না কেননা সে যথার্থ মনুষ্য, তাহার পক্ষে স্বাধীনতা ও দাসত্ব তুল্য সুখদ হইবে"। কেহ২ কহেন দাইওনিশস প্লেতোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোন্ পিত্তল উত্তম? তাহাতে প্লেতো উত্তর করেন্ "যাহাতে * আরিস্তজিতন ও হার্ম্মোদিয়সের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে" ইহাতেই দাইওনিশস তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন। অপরে বলেন প্লেতোর পাণ্ডিত্য দেখিয়া দাইওনিশসের ঈর্ষা জন্মে কিন্তু জেতজেস কহেন ঐ সকল কথা অলীক ও অগ্রাহ্য,প্লেতো দাইওনকে রাজ্য হরণ করিতে পরামর্শ দেন রাজা তাহা শুনিয়াই জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। যাহাহউক দাইওনিশসের পরামর্শক্রমে পোলিস তাঁহাকে ইজিনা উপদ্বীপে লইয়া যায়, তথায় কার্ম্মেন্দ্রিতিসের পুত্র কার্ম্মেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে এই ব্যক্তি আমাদের হন্তব্য কেননা এ উপদ্বীপের নিয়ম আছে যে এথেন্স দেশীয় যে ব্যক্তি প্রথগতঃ এখানে আসিবেক তাহাকে কোন কথা কহিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ সংহার করা যাইবেক, ফেবোরিনস কহেন কার্ম্মেন্দর স্বয়ং ঐ নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তত্রস্থ অনেক ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে কহিলেক "প্লেতো মহা দার্শনিক" তাহাতে সকলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। কেহ২ বলেন প্লেতো আত্মরক্ষার্থ কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সভাতে আনয়ন করিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বয়ংবাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া সাহস পূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার প্রাণ নাশের কল্পনা ত্যাগ করিয়া দাসস্বরূপে বিক্রয়

---

*ঐব্যক্তিরা এথেন্সদেশীয়দুরাত্মা হিপিয়স রাজার ভ্রাতা হিপার্কসকে বিনষ্ট করে তাহাতে পিসিস্ত্রেতিসের বংশ উচ্ছিন্ন হয়।

my. Pollis was defeated by Chabrias, and afterwards drowned in Elice. The report goes that an Apparition told him, he suffered those things for the Philosopher's sake. Dionysius understanding what had happened, writ to Plato, to desire him not to speak ill of him; Plato returned answer, that he had not so much time vacant from Philosophy, as to remember Dionysius. To some detractors who upbraided him, saying, Dionysius hath cast off Plato; no, saith he, but Plato Dionysius.

Dion continued to live, not according to the ordinary luxury of the Sicilians and Italians, but in virtue, until Dionysius died, for which he was maligned by those who lived after Tyrannical institutions. Then considering, that these documents were not practised by himself alone, but by some others, though few, he entertained a hope, that Dionysius the younger, who succeeded his Father in the Government, might become one of those, to the extraordinary happiness of himself and the rest of the Sicilians: To this end he used many exhortations to invite him to Virtue, intermixed with some Sentences of Plato, with whom Dionysius, upon this occasion, became extremely desirous to be acquainted: To that effect, many Letters were sent to Athens

করণ অবধারিত করে। প্লুটার্ক কহেন ইজিনাস্থ বিচারালয়ের আজ্ঞা ছিল যে এথেন্সদেশীয়েরা ঐ উপদ্বীপে ধৃত হইলে কিঙ্করবৎ বিক্রীত হইবেক অতএব পোলিস তাহাকে তথায় বিক্রয় করিয়া যায়। পরে এনিসরিস নামে একজন সিরিনেয়িক দার্শনিক দৈবাৎ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকাতে বিংশতি (কাহারও মতে ত্রিংশৎ) মাইনি মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়া এথেন্স দেশে বন্ধু দিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, প্লেতোর সুহৃদ্গণ তাঁহার ঐ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই বরং কহিয়াছিলেন "প্লেতোর মঙ্গলে কেবল তোমারদেরই মঙ্গল এমত নহে" কেহ২ কহেন দাইওন উক্ত মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এনিসরিস তাহা আপনি না লইয়া তদ্দ্বারা বিদ্যালয়স্থ এক ফল বৃক্ষের উদ্যান ক্রয় করেন। পোলিস এইরূপে প্লেতোকে দুর্দশায় নিঃক্ষেপ করিলে কেব্রিয়স তাহাকে পরাজিত করিয়া এলিসিতে জলমগ্ন করিয়াছিল. এবং লোকে আরও বলে তৎকালে এক প্রেত তাহাকে কহিয়াছিল প্লেতোর নিমিত্ত তোমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। দাইওনিশস এই সকল ঘটনার সংবাদ পাইয়া প্লেতোকে পত্র লিখিলেন তুমি আমার নিন্দা করিও না, তাহাতে তিনি উত্তর দেন আমি দর্শন বিদ্যানুশীলনে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তোমার নাম স্মরণ করিতেও আমার অবকাশ নাই। কোন২ নিন্দক লোকে প্লেতোকে ভৎর্সনা করত কহিয়াছিল যে দাইওনিশস তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাতে তিনি উত্তর করেন আমিই তাহাকে দূরীভূত করিয়াছি।

সিসিলি এবং ইতালি দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ সুখভোগে আসক্ত থাকিত কিন্তু দাইওন সেপ্রকার না থাকিয়া দাইয়নিশসের মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল সৎকর্ম্মে রত ছিলেন তাহাতে প্রজা পীড়নে আমোদি লোকেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল তখন তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন যে কেবল আমিই সদ্ব্য-

to him, some from Dionysius, others from Pythagoreans in Italy, desiring Plato to go to Syracuse, who, by prudent counsel might govern the young Man, transported by his own power to Luxury. Plato, as himself affirmeth, fearing to be thought a Person only of words, and not willing to engage in action, and withal, hoping, by purging one principal part, to cure the disease of all Sicily, yielded; Laertius saith, upon a promise made to him by Dionysius. of a place and People that should live according to the Rules of his Commonwealth; which he made not good. Hence Athenæus accused Plato of Ambition. In the mean time the Enemies of Dion fearing a change in Dionysius, persuaded him to call home from Banishment Philistus (a person very rational, but educated in Tyrannical Principles) as an Antidote against Plato's Philosophy; but Dion hoped, the coming of Plato would regulate the licentious Tyranny of Dionysius.

Plato at his arrival in Sicily, (placed by A. Gellius betwixt the beginning of Philip's reign, four hundred years from the building of Rome, and the Chæronean fight) was received by Dionysius with much respect: One of the king's magnificent Chariots Stood ready

হার করিয়া থাকি এমত নয় যদিও সাধু মনুষ্যের সংখ্যা অল্প বটে তথাচ আমার ন্যায় সদাচারি অন্য লোকও আছে, আর যুবা দাইওনিশস যিনি এক্ষণে পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন ইনিও উক্ত প্রকার ব্যক্তির শ্রেণী মধ্যে গণিত হইয়া অচিরে স্বরাজ্যের ও সিসিলির জনগণের অশেষ সুখাধার হইতে পারিবেন, এবম্বিধ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজনন্দনকে প্লেতোর হিতবচন শ্রবণ করাইয়া সৎকর্ম্মে অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত অনেক প্রকার কৌশল করিতে লাগিলেন তাহাতে যুবা দাইওনিশস প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া এথেন্স দেশে তাঁহার সমীপে পত্র প্রেরণ করিলেন, ইতালিস্থ পাইথাগোরাসের শিষ্যেরাও রাজ্য গৌরবে উন্মত্ত দাইওনিশসকে সদুপদেশ দ্বারা শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সিরাকুসে আগমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্লেতো বিবেচনা করিলেন ঐ অনুরোধ রক্ষা না করিলে লোকে তাহাকে অকর্ম্মণ্য ও বৃথা বাগাড়ম্বর কারী বলিয়া নিন্দা করিবে এই আশঙ্কায় এবং অধিপতির চরিত্র শোধন হইলে সিসিলির সমস্ত দুরবস্থার মোচন হইবে এই প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন। লেয়র্শস কহেন দাইওনিশস এক নির্দ্দিষ্ট দেশে প্লেতোর রাজনীতির অনুযায়ি হইয়া প্রজাপুঞ্জের শাসন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে সে অঙ্গীকার পালন করেন নাই এনিমিত্ত এথিনিয়স প্লেতোর প্রতি রাজ্যলোভী বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যাহা হউক প্লেতো না আসিতে২ দাইওনের শত্রুপক্ষীয় লোকেরা দাইওনিশসের মতের পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিয়া দেশান্তরস্থিত ফিলিস্তসকে রাজসভায় আনাইতে রাজাকে প্রবর্ত্ত করিল কেননা ঐ ব্যক্তি অতি বিজ্ঞ হইলেও স্বেচ্ছাচারির মতালম্বী ছিল অতএব তাহারা মনে করিল তিনি উপস্থিত থাকিলে প্লেতোর মত প্রবল হইতে পারিবেক না কিন্তু দাইও-

to receive him as soon as he landed, and carried him to the Court. The king offered Sacrifice to the Gods for his coming, as a great blessing upon his Government. The temperance of their Feasts, alteration of the Court, meekness of the king, gave the Syracusans great hopes of Reformation: The Courtiers addicted themselves to Philosophy so much that the Palace was full of Sand (wherein they drew Geometrical figures); not long after Plato's coming, at a Sacrifice in the Castle, the Herald, according to the usual manner, made a solemn Prayer, that the Gods would long preserve the Kingly Government: Dion standing by, said, "Will you never give over praying against me"? This troubled Philistus and his friends, who feared Plato would insinuate into the favour of Dionysius so much, as that they should not be able to oppose him, since in so short time, he had effected so great an alteration in him: Hereupon they all jointly accused Dion, that he wrought upon Dionysius, by the eloquence of Plato, to resign his Government that it might be transferred to the Children of his sister, to quit his command for the Academy, where he should be made happy by Geometry, resigning his present happiness to Dion, and his Nephews. With these and the like Instigations, Dionysius was so incensed, that he caused Dion to be unexpectedly carried on Shipboard in a little Bark, giving the Mariners order to Land him in Italy. This happened four

নের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্লেতো আগমন করিলেই রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার শোধিত হইবেক।

জেলিয়স কহেন রোমনগর নির্ম্মাণের চারিশত বৎসর পরে অথচ কেরোনিয়ন সংগ্রামের পূর্ব্বে যৎকালে ফিলিপ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন সেই সময়ে প্লেতো সিসিলিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, দাইওনিশস মহা সমাদর পুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, তিনি নৌকা হইতে অবরোহণ করিবামাত্র দেখিলেন সুসজ্জীভূত রাজশকট তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে অতএব তাহাতেই আরোহণ করিয়া রাজবাটীতে আসিলেন, পরে তাঁহার শুভাগমনে রাজ্যের মঙ্গল হইল এই বিবেচনায় রাজব্যয়ে দেবতারদের নিকট বলিপ্রদান হইল। সিরাকুসের লোকেরা প্লেতোর আগমনে দাইওনিশসের সুশীলতা ও রাজসভার পরিবর্ত্তন এবং উৎসব কালেও পরিমিতাচরণ দেখিয়া আশ্বাস করিতে লাগিল যে তাঁহা হইতে রাজ্যের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক, ফলতঃ তিনি রাজসভা সংক্রান্ত হইলে যাবদীয় পারিষদেরা জ্ঞানোপার্জ্জনে এমত রত হইলেন যে তাঁহারদের ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যার অঙ্কপাতে রাজপ্রাসাদ বালুকাময় হইতে লাগিল। তাঁহার আগমনের কিয়ৎকাল পরে এক দিবস রাজবাটীতে বলিদান হইতেছিল এবং দূতেরা রীত্যনুসারে দেব সন্নিধানে ভক্তি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছিল যে রাজার আধিপত্য চিরস্থায়ি হউক, দাইওন সেখানে দণ্ডায়মান থাকাতে কহিয়াছিলেন তোমরা আমার প্রতিকূলে প্রার্থনা করিতে কি কখনও ক্ষান্ত হইবা না? ইহাতে ফিলিস্তস ও তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শঙ্কা করিতে লাগিল যে প্লেতোর আগমনে অল্প কালের মধ্যেই দাইওনিশসের স্বভাব বহুল পরিমাণে প্রকারান্তর হইয়াছে অতএব সেব্যক্তি আরো কিছুকাল থাকিলে রাজার অনুরাগ ভাজন হইয়া এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিবে

Months after Plato's coming. Plato, and the rest of Dion's Friends, feared to be put to some punishment, as partakers of his offence. A report was raised that Plato was put to death by Dionysius, as Author of all that happened: but, on the contrary, Dionysius, doubting, lest something worse might happen from their fear, treated them all kindly, comforted Plato, bid him be of good cheer, and intreated him to stay with him: He caused him to be lodged in his Castle, in the Orchards adjoining to his Palace, where not the Porter himself could go out without Dionysius his leave; thus cunningly, under pretence of Kindness, he watched him, that he might not return into Greece, to give Dion notice of the wrong done to him. Dionysius by frequent conversation with Plato (as wild Beasts are tamed by use) fell into so great liking of his discourse, that he became in love with him; but, it was a Tyrannical affection, for, he would not that Plato should love any but him, offering to put the power of the Kingdom into his hands, if he would value him above Dion. With this passion, troublesome to Plato, Dionysius was sometimes so far transported, as Men jealous of their Mistresses, that he would upon the sudden, fall out with him, and as suddenly be reconciled, and ask him pardon. He had indeed a great desire of Plato's Philosophy, but a great respect likewise on the other side for those who dissuaded him from it, telling him, that it would ruin him to be too

যে কোন বিষয়ে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবেক না পরে সকলে দাইওনের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কহিল যে দাইওন আপনার ভাগিনেয়দিগকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার মানসে প্লেতোর মোহন বক্তৃতা দ্বারা রাজাকে মুগ্ধ করত রাজ্যাধিপত্য বিসর্জ্জন পুরঃসর বিদ্যা মন্দিরে ক্ষেত্রতত্ত্বানুশীলনে আমোদ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন। দাইওনিশস এই অপবাদ শুনিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাইওনকে এক ক্ষুদ্র নৌকাযোগে ইতালিতে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন, প্লেতোর আগমনের চারি মাস পরে এই ঘটনা হয়। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া দাইওনের মিত্রগণের সহিত ভীত হইয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে ঐ মিথ্যা দোষ প্রসঙ্গে আপনারাও বা দণ্ডিত হয়েন, তৎকালে একটা জনরব হইয়াছিল যে দাইওনিশস প্লেতোকে উক্ত দোষের মূলাধার বোধে বিনষ্ট করিয়াছেন কিন্তু দাইওনিশস প্লেতো প্রভৃতির মনে ভয় জন্মিলে যদি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় তাহারদের সমাদর করিতেন এবং প্লেতোকে নানাপ্রকার প্রিয় বচনে সান্ত্বনা করিয়া রাজভবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন পরে প্রাসাদের সমীপবর্ত্তি উদ্যানের মধ্যে এক সুরক্ষিত গৃহে তাঁহাকে রাখেন, সে স্থান এমত প্রগাঢ় রূপে রক্ষিত ছিল যে দ্বারপালেরাও রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে নির্গত হইতে পারিত না। দাইওনিশস এই অভিপ্রায়ে প্লেতোকে উক্ত প্রকার কপটাত্মীয় ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তিনি গ্রীশ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া দাইওনের নিকট রাজার অত্যাচার প্রকাশ করিতে না পারেন। কিন্তু বন্যপশু যেমন মনুষ্যের সহবাসে বশীভূত হয় দাইওনিশসও সেইরূপ বারম্বার প্লেতোর উপদেশ শ্রবণ করিয়া দান্তচিত্ত হওত তাঁহার অনুরাগী হইলেন পরন্তু সে অনুরাগ অহঙ্কারবিরহিত হইল না কারণ প্লেতোর প্রতি

far engaged therein. In the mean time there happening a War, he sent Plato home, promising, that the next Spring (as soon as there was Peace) he would send back for him and Dion to Syracuse: But he kept not his promise, for which he desired Plato to excuse him, protesting the War to be the occasion thereof, and that as soon as it were ended, he would send for Dion, whom he desired in the mean time to rest satisfied, and not attempt any thing against him, nor to speak ill of him to the Grecians. This Plato endeavoured to effect; he instructed Dion in Philosophy, in the Academy: Dion lay in the City at the House of Calippus, with whom he had been long acquainted. He purchased a Country House for Pleasure, whither he sometimes went; this he bestowed afterward, at his return to Sicily, upon Speusippus, with whom he conversed most intimately, as being so advised by Plato, who knew the cheerful humour of Speusippus to be a fit divertisement for the reserved disposition of Dion. Plato had undertaken the expence of some Plays and Dances by some Youths; Dion took the pains to teach them, and paid the whole charge: By this liberality which Plato suffered him to confer upon the Athenians, he gained more Love than Plato Honour.

তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল বটে কিন্তু এই বাসনা হইল যেন প্লেতো তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্নেহ না করেন, তিনি প্লেতোকে কহিলেন যদি দাইওন অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর তবে তোমার হস্তে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিব। দাইওনিশসের ঐ অসঙ্গত অনুরাগে যদিও প্লেতোর মনে সুখানুভব মাত্র হইত না তথাচ তাহা এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি প্লেতোর সহিত নায়ক নায়িকার ন্যায় ব্যবহার করত কখনও বিবাদ করিতেন কখন বা মিল করিবার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার দর্শন শাস্ত্রীয় মতে ভক্তি করিতেন বটে কিন্তু যাহারা কহিত তাহাতে অধিক মনোযোগ করিলে মন্দ হইবেক তাহাদের কথাও অমান্য করিতেন না। কিয়ৎকাল পরে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে দাইওনিশস প্লেতোকে স্বদেশে বিদায় করিয়া কহিলেন আগামি বসন্তকালে সন্ধি হইলে পর তোমাকে এবং দাইওনকে সিরাকুসে পুনর্ব্বার আনয়ন করা যাইবেক, পরন্তু এ অঙ্গীকার পালন করেন নাই অতএব প্লেতোর নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করত লিপিদ্বারা জানাইলেন যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই রণাবসান হইবামাত্র দাইওনের আহ্বান করিবেন ইতি মধ্যে দাইওন যেন বিরক্ত না হয়েন এবং গ্রীকদিগের নিকট রাজার নিন্দা অথবা অনিষ্ট চেষ্টা না করেন। প্লেতো রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়া দাইওনকে একাদিমিতে উপদেশ করিতে লাগিলেন, তৎকালে দাইওন এথেন্স নগরস্থ বহুকাল পরিচিত কেলিপসের ভবনে অবস্থিতি করিতেন। তিনি আমোদ করণার্থ গ্রাম মধ্যে এক বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন তথায় কখন২ বিহারার্থ গমন করিতেন পরে সিসিলিতে প্রত্যাগমন কালীন তাহা স্পিউসিপসকে দান করিলেন কেননা প্লেতোর পরামর্শ ক্রমে তাঁহার সহিত যথেষ্ট সৌহার্দ্দ করিয়াছিলেন। প্লেতো স্পিউসিপসকে অতি সদাশয় দেখিয়া

In the mean time, Dionysius, to acquit himself of the disesteem he had gained amongst Philosophers in Plato's Cause, invited many Learned Men, and in a vain Ostentation of Wisdom, applied improperly the Sentences he had learned of Plato: Hereupon he began to wish for Plato again, and to blame himself, for not knowing how to use him well when he had him, and that he had not learned so much of him as he might: and being like a Tyrant transported with uncertain passions and changes, a sudden vehement desire came upon him of seeing Plato again. The peace being now concluded, he sent to Plato to come to him (but not (as he had promised) to Dion) writing to him, that he would have him to come immediately, and that afterwards he would sent for Dion. Hereupon Plato refused to go, not-withstanding the intreaties of Dion; alleging for excuse his old Age, and that nothing was done according to their agreement. In the mean time, Archytas, whom, with others of Tarentum, Plato, before his departure, had brought into the acquaintance of Dionysius, came to Dionysius: there were also others there, Auditors of Dion. Dionysius being refused upon a second Invitation, thought his Honour deeply concerned, and thereupon sent the third time a Gally of three banks of Oars (trimmed with Fillets) and other Ships, and with them Archidemus, whom he conceived Plato most affected of all his Friends in Sicily, and some Sicilian Noblemen:

বিবেচনা করিয়াছিলেন যে গাম্ভীর্য্যশালি দাইওন ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অবশ্য আমোদিত হইবেন। এক সময় প্লেতো কতিপয় বালক বৃন্দের নৃত্য ও নাট্যক্রীড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দাইওন স্বয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করেন, ইহাতে এথেন্স নগরের লোকেরা দাইওনের এনত বদান্যতা দেখিয়া প্লেতোর সম্মানাপেক্ষা তাহার অধিক অনুরাগ করিত।

দাইওনিশস প্লেতোর প্রতি অলোকতা ব্যবহার করিয়া পণ্ডিত সমাজে দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে কলঙ্ক মোচনার্থ অনেক বিদ্বান জনকে আহ্বান করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্ত প্লেতোর উপদিষ্ট পদ সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়াতে প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে প্লেতো উপস্থিত থাকিতে কেন এই সকল পদ উত্তমরূপে শিখি নাই এবং সাধ্যানুসারে কেন উপদেশ গ্রহণ করি নাই। পরে স্বেচ্ছাচারি চপল চিত্ত পুরুষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্লেতোকে দেখিবার নিমিত্ত অস্থির হইলেন ইতিমধ্যে যুদ্ধেরও অবসান হওয়াতে তাঁহাকে সিরাকুসে আসিতে আহ্বান করিলেন কিন্তু পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে দাইওনের প্রত্যাগমনার্থ আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন না কেবল এই মাত্র লিখিলেন আপনি ত্বরায় আসিবেন পশ্চাৎ দাইওনকে আনয়ন করা যাইবেক। দাইওনও প্লেতোকে সিরাকুসে যাইবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন কিন্তু প্লেতো রাজার প্রতিশ্রুত কথার অন্যথা দেখিয়া স্বীয় বার্দ্ধক্যের ছল করত গমন করিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি সিসিলি হইতে আসিবার অগ্রে রাজার সহিত আর্কিতাস প্রভৃতি তরেন্তমস্থ কতিপয় ব্যক্তির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন ঐ আর্কিতাস তৎকালে দাইওনের কএকজন শ্রোতার সমভিব্যাহারে রাজ সমীপে উপস্থিত হইল দাইওনিসস

He had by all means obliged Archytas the Pythagorean, to let Plato know, he might come without danger, and that he would engage his word on it. As soon as they came to Plato, they all protested, that Dionysius was much inclined to Philosophy, and delivered an Epistle from him to this effect;

DIONYSIUS TO PLATO.

(After the accustomed way of Preface) " nothing, saith he, should you do sooner, than come to Sicily at my request First, as concerning Dion, all shall be doneas you will; for I think you will only moderate things, and I will condescend: But, unless you come, you shall not obtain any thing which you desire for Dion, nor in any thingelse, not in those which chiefly concern your own particular".

At his (Plato's) arrival in Sicily, Dionysius met him with a a Chariot, drawn by four white Horses, whereinto he took him, and made him sit, whilst himself plaid the Coach-man: whereupon a facete Syracusian, well versed in Homer, pleased with the sight, spoke these Verses out of the Iliads, with a little alteration:

প্লেতোর দ্বিতীয়বার অনুরোধ অগ্রাহ্য করণে আপনার মানহানি বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তিন শ্রেণীর বহিত্র যুক্ত জাহাজ এবং অন্যান্য অর্ণবযান প্রেরণ করিলেন আর তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে সিসিলি দেশীয় যাবদীয় লোকাপেক্ষা আর্কিদিমসের সহিত প্লেতোর অতিশয় প্রণয় আছে অতএব তাঁহাকে তথাকার কএক মহোদয় পুরুষের সহিত ঐ জাহাজযোগে পাঠাইয়া দিলেন এবং পীইথাগোরাস মতাবলম্বি আর্কিতাসকে এই লিপি লিখাইলেন যে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি তোমার পুনর্ব্বার আগমনে কোন ভয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা প্লেতোর নিকট উপস্থিত হইয়া দাইওনিশসের স্বাক্ষরিত লিপি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করত কহিতে লাগিল রাজা জ্ঞানানুশীলনে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছেন. সে পত্রের স্থূলার্থ এই যথা।

দাইওনিশমস্য নিবেদন মিদং।(রীত্যনুযায়ি মঙ্গলাচরণের পরে) "আপনি আমার অনুরোধে অন্যান্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সিসিলিতে ত্বরায় আগমনকরিবেন দাইওনের বিষয়ে আপনকার অভিমত করা যাইবেক আর এখানে আসিয়া যে বিষয়ে যে প্রকার আজ্ঞা করিবেন সকলি পালন করিব কিন্তু না আসিলে দাইওনের অথবা আপনার নিজ কোন বিষয় সিদ্ধ হইবেক না"।

এবম্প্রকার বিবিধ যত্নে প্লেতো গমন করিতে স্বীকার করিয়া সিসিলিতে উত্তীর্ণ হইলে দাইওনিশস চারি শ্বেতাশ্বের শকটে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন পরে তাঁহাকে শকট মধ্যে বসাইয়া আপনি সারথ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন সেই সময়ে সিরাকুস নগরীয় এক রসিক ব্যক্তি যিনি হোমরের কাব্যে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি ঐ ব্যাপার দেখিয়া তুষ্ট হওত ইলিয়দ গ্রন্থের নিম্ন লিখিত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

The Chariot groaned beneath its weight,
Proud that the best of Men there sat.

And as Dionysius was much joyed at his coming, so were the Sicilians put in great hopes, being all desirous, and endeavouring, that Plato might supplant Philistus, and subvert Tyranny by Philosophy: The Ladies of the Court entertained Plato with all Civility; But above all, Dionysius seemed to repose more confidence in him, than in any of his friends; for, whereas he was jealous of all others, he had so great respect for Plato, that he suffered him only to come to him unsearched (though he knew him to be Dion's intimate friend) and offered him great sums of Money, but Plato would not accept of any: (yet Onetor saith he receceived eighty Talents of him, wherewith enriched, he purchased the Books of Philolaus) whence Aristippus the Cyrenæan, who was at the same time in the Court, said, " Dionysius bestowed his Bounty on sure grounds; he gives little to us who require much, and much to Plato who requireth nothing". And being blamed that he received Money of Dionysius, Plato, Books; " I want Money, saith he, Plato Books". So untrue it is, as Xenophon asperseth him, that he went thither to share in the Sicilian Luxury: Or as Tzetzes, that he " studied the art of Cookery, and lived with Dionysius as his pensioner and Parasite". So far was he from any Sordid Compliance,

গুরু ভারাক্রান্ত যান দ্রুতগতি যায়।
নরোত্তম স্পর্শে যেন উড়িছে শ্লাঘায়।

ফলতঃ দাইওনিশস প্লেতোর আগমনে যাদৃশ মহাহ্লাদিত হইয়াছিলেন সিসিলি দেশের লোকেরাও তাদৃশ আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই বাসনা করিতে লাগিলেন যেন ফিলিস্তস পদচ্যুত হয় এবং তাহার উপদিষ্ট প্রজা পীড়ন যেন দর্শনবিদ্যার প্রাদুর্ভাবে রহিত হয়। রাজসভাস্থ নারীগণেরাও মহাসমাদর পূর্ব্বক প্লেতোর আতিথ্য করিলেন আর দাইওনিশস অন্যান্য বন্ধুর অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, রাজ সমীপে আগমন কালীন দৌবারিকেরা সন্দেহপ্রযুক্ত সকলেরি বস্ত্রাদি নিরীক্ষণ করিত কিন্তু প্লেতো দাইওনের প্রিয় সুহৃৎ হইয়াও রাজার এমত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন যে তিনি একে-বারে রাজ সাক্ষাতে আসিতে পারিতেন। দাইওনিশস সময়-ক্রমে তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই, ওনিতর নামা এক গ্রন্থকার লেখেন যে তিনি অশীতি সংখ্যক তালন্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ফাইলো-লেয়সের গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, সিরিনিয়ান আরিষ্টি-পস নামা এক ব্যক্তি অর্থ গ্রহণে প্লেতোর অনিচ্ছা দেখিয়া কহিয়াছিলেন "রাজা উত্তম বিবেচনায় ধন দান করেন আমরা অধিক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি এনিমিত্ত আমাদিগকে অল্প দেন কিন্তু প্লেতো নিরাকাঙ্ক্ষ প্রযুক্ত তাঁহাকে যথেষ্ট দান করেন" ইহাতে সকলে যখন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল যে তিনি দাইওনিশসের নিকট অর্থের প্রার্থনা করেন কিন্তু প্লেতো পুস্তক চাহেন তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন "আমি মুদ্রার্থী মুদ্রা চাহি, প্লেতো বিদ্যার্থী পুস্তকের প্রার্থনা করেন"। জেনোফন কহেন প্লেতো ইন্দ্রিয় সুখভোগার্থ সিসিলিতে গমন করিয়াছিলেন আর জেতজস বলেন যে পাক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দাইওনিশসের বৃত্তিভোগী

that at a Feast, Dionysius commanding every one to put on a Purple Gown, and Dance, he refused, saying;

> I will not with Female Robe disgrace
> Myself, who am a Man, of Manly Race.

Some likewise ascribe this to him, which others to Aristippus, that Dionysius saying,

> Who e'er comes to a Tyrant, he
> A Servant is, though he came free.

He answered immediately,

> No Servant is, if he came free.

Plato, after a while, began to put Dionysius in mind of the City he had promised him to be governed by his rules; but Dionysius retracted his Promise: He moved him also in the behalf of Dion; Dionysius at the first delayed him, afterwards fell out with him, but so secretly, that none saw it, for he continued to confer as much honour on him as he could possibly, thereby to make him forsake his friendship to Dion. Plato from the beginning perceived there was no trust to be reposed in what he said or did, but that all was deceit; yet concealed that thought, and patiently suffered all; pretending to believe him. Thus they dissembled with each other, thinking they deceived the Eyes of all Men besides; Helicon of Cyzicum, a Friend of Plato, foretold an Eclipse of the Sun, which falling out according to his Prediction, the Tyrant much hon-

প্রিয়পাত্র ছিলেন কিন্তু এসকলি অলীক ও অমূলক, কেননা তিনি কখনই দাইওনিশসের তোষামোদ করিতেন না, একদা উৎসবকালে দাইওনিশস সকল পারিষদ লোকক্কে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লাল ঘাঘরা পরিয়া নৃত্য করিতে হইবে তাহাতে তিনি অসম্মত হইয়া কহেন।

বীর বংশ্য হইয়া কি রাজার আদেশে।
এ অঙ্গেতে লজ্জা দিব অঙ্গনার বেশে? ॥

পরে দাইওনিশস নিম্ন লিখিত শ্লোক পাঠ করাতে প্লেতো পশ্চাল্লিখিত উত্তর করেন কিন্তু কেহ২ বলেন আরিষ্টিপস কর্ত্তৃক সে উত্তর প্রদত্ত হয়। যথা দাইওনিশসের উক্তি,

স্বেচ্ছাচারি রাজদ্বারে লইলে আশ্রয়।
স্বতন্ত্রেরো পরতন্ত্র স্বরূপত্ব হয়॥

প্লেতোর উত্তর,

স্বতন্ত্র পুরুষ নাহি পরতন্ত্র হয়।

দাইওনিশস পূর্ব্বে প্লেতোর নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিয়মানুসারে কোন নগরের রাজকার্য্য হইবেক অতএব প্লেতো কিয়ৎকালানন্তর তাঁহাকে ঐকথা স্মরণ করিয়া দিলেন কিন্তু তিনি সে অঙ্গীকার আর পালন করিলেন না, পরে প্লেতো দাইওনের বিষয় কহিতে লাগিলেন তাহাতেও তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিলেন না বরং অবশেষে গোপনে তাঁহার সহিত বিরোধ করিলেন কিন্তু তাহা অন্য কেহ জানিতে পারে নাই কেননা পূর্ব্ববৎ প্লেতোর সমাদর করিয়াছিলেন ফলে তাঁহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে প্লেতো যেন দাইওনের সহিত আত্মীয়তা ত্যাগ করেন। প্লেতো পূর্ব্বাবধি জানিতেন যে দাই-ওনিশসের কথার স্থৈর্য্য নাই কেননা তাহার সকল কার্য্যেই শঠতা ছিল কিন্তু একথা ব্যক্ত না করিয়া সকলই সহ্য করত তাহার প্রতি আপনার বিশ্বাস দেখাইতেন ফলতঃ তাঁহারা দুই জনেই কপটাত্মীয় ভাবে থাকিতেন এবং মনে করিতেন

oured him, and gave him a Talent of Silver: Then Aristippus jesting with other Philosophers, said he could tell them of a stranger thing that would happen; they desiring to know what that was, "I foretel, saith he, Plato and Dionysius will be at difference ere long"; and it came to pass. Dionysius detained Dion's Rent which he used to send yearly to him to Peloponnesus, pretending he kept it for his Nephew, Dion's Son. Plato discontented hereat, desired he might go home, saying, he could not stay, Dion being used so ignominiously: Dionysius spoke kindly to him, desiring him to stay: He thought it not convenient to let Plato go so soon to divulge his actions; but being not able to prevail with him, he told him, he would provide a means for his passage; Plato had designed to go with the passage boats; Dionysius seeing him bent upon his Voyage, the next day spoke thus kindly to him; "That the differences betwixt Dion and me may be composed, I will for your sake condescend thus far, Dion shall receive his Revenues living in Peloponnesus, not as a banished person, but as one that may come hither when he and I, and you his friends shall think convenient. The Trustees for this business shall be yourself, and your, and his Friends who live here; Dion shall receive his Rents, but through your hands, otherwise I shall not dare to trust him; in you and yours I have more confidence; stay for this reason a

যে কেহ পরস্পরের অন্তঃকরণের কথা জানিতে পারে নাই। সিজিকস দেশীয় হেলিকন নামে প্লেতোর একজন বন্ধু ভাবি সূর্য্যগ্রহণের কথা প্রচার করেন এবং তাঁহার গণনানুসারে গ্রহণ হয় তাহাতে দুরাত্মা দাইওনিশস তাঁহার সম্মান করিয়া এক তালন্ত রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন সেসময়ে আরিষ্টি-পস অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহিত পরিহাস চ্ছলে কহিতে লাগিলেন আমি ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ভাবি ঘটনার কথা কহিতে পারি, পরে সকলে ঐ ভবিষ্যদ্বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে কহিলেন প্লেতো এবং দাইওনিশসের মধ্যে আশু বিচ্ছেদ ঘটিবে ফলেও তাঁহার কথা সত্য হইয়াছিল। পূর্ব্বে দাইওনিশস দাইওনের প্রাপ্য বার্ষিক উপস্বত্ব পিলপনিশসে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এক্ষণে ভাগিনেয় অর্থাৎ দাইওনের পুত্রকে দিবার ছলে আপনার হস্তে রাখিতে লাগিলেন ইহাতে প্লেতো বিরক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগম-নের মানস ব্যক্ত করিয়া কহিলেন দাইওনের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল অতএব আর এখানে থাকিতে পারি না, কিন্তু দাইওনিশস নানাবিধ প্রীতি বচন দ্বারা তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কেননা মনে২ ভাবিলেন যে ইহাকে স্বদেশে বিদায় করিয়া দিলে আপনার সকল চাতুরী শীঘ্র প্রকাশ হইবেক পরন্তু প্লেতো কোন প্রকারে তাঁহার মতানুবর্ত্তী না হওয়াতে তাঁহার গমনের উপায় করিতে চাহিলেন। অব-শেষে প্লেতো সামান্য নৌকায় গমন করিতে উদ্যত হইলে দাইওনিশস পরদিবস তাঁহাকে অনুকম্পাসূচক অনেক বাক্য কহিতে লাগিলেন "দাইওনের সহিত আমার যে বিবাদ আছে তাহার নিষ্পত্তি করণার্থ আপনার অনুরোধে আমি এপ-র্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে দাইওন পিলপনিশসে থাকিয়া নিজ সম্পত্তির বাৎসরিক উপস্বত্ব পাইবেন এবং দেশান্তরগত ব্যক্তির মধ্যেও গণ্য হইবেন না আর যখন আপনকার এবং

year here, and then you shall carry along with you his Money, wherein you will do Dion a great Courtesy" To this Plato, after a day's deliberation consented: and writ to that effect to Dion; but as soon as the Ships were gone, Dionysius saw he had no means to get away, and forgetting his promise, he made sale of Dion's Estate.

At this time happened a Mutiny amongst the Soldiers of Dionysius, of which Heraclides a friend of Plato's was reported the Author: Dionysius laid out to take him, but could not light on him: Walking in his Garden he called Theodotes to him; Plato being accidentally walking there at the same time; after some private Discourse with Dionysius, Theodotes, turning to Plato, "Plato, saith he, I persuade Dionysius that I may bring Heraclides to him to answer the Crimes wherewith he is charged, and then if Dionysius will not suffer him to live in Sicily, that he at least permit him to take his Wife and Children along with him to Peloponnesus, and live there, and whilst he shall not plot any thing against Dionysius, that he may there enjoy his Revenues. With this assurance I have sent

আমার বিবেচনায় উচিত বোধ হইবে তখন আসিতে পাই-বেন সংপ্রতি আপনি ও আপনার বন্ধুগণ এবং তাঁহার অত্রস্থ আত্মীয়বর্গ অভিভাবক থাকিলেন, অতঃপর তিনি আপনকার হস্ত হইতে নিয়মিত উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন আমি তাঁহাকে প্রত্যয় করিতে পারি না আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে অতএব আপনি আরো একবৎসর এস্থানে অবস্থিতি করুন পরে তাঁহার বাৎসরিক মুদ্রা লইয়া যাইবেন তাহাতে তাঁহার প্রতি আপনার অনুগ্রহও প্রকাশ হইবেক”। প্লেতো সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিবেচনার পর উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হই-লেন এবং তদনুসারে দাইওনের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দাইওনিশস যখন দেখিলেন যে জাহাজ সকল যাত্রা করিয়াছে এবং প্লেতোর স্বদেশ গমনের আর কোন উপায় নাই তখন আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করত দাইওনের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দাইওনিশসের সৈন্য মধ্যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, কথিত আছে যে হিরাক্লিদিস নামে প্লেতোর একজন বন্ধু হইতে ঐ বিদ্রোহের সূত্র হয়। দাইওনিশস তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ধরিতে পারেন নাই। এক দিবস উদ্যানে ভ্রমণ করিতে২ থিও-দোতিসকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন থিওদোতিস বিরলে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া প্লেতোকে তথায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সম্বোধন করত কহিলেন “ওহে প্লেতো আমি রাজাকে বুঝাইয়া কহিতেছি যে হিরাক্লিদিসের প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাহার উত্তর শ্রবণ করা কর্ত্তব্য আর রাজা যদি তাহাকে সিসিলিতে থাকিতে না দেন তবে যেন পিলপনিশসে গিয়া সপরিবারে বাস করিতে অনু-মতি দেন এবং তথায় যাবৎ কোন কুমন্ত্রণা না করে তাবৎ আপনার বৃত্তি ভোগ করিতে পায়’। আমি পূর্ব্বে এই প্রতীতিতে

to Heraclides, and will send again to him to come hither; but if he come either upon the first or second notice, I have made an agreement with Dionysius, and obtained a promise from him that he shall receive no harm, either in or without the City; but if he be so resolved, that he send him away beyond the Confines of this Country until he shall be better satisfied with him;" "Do not you Dionysius, consent hereto", saith he? "I do", answered Dionysius, neither if he be in your House, shall he receive any prejudice". The next day (about twenty days before Plato left Sicily) came Euribius and Theodotes to Plato in much haste and trouble; "Plato, said Theodotes, you were Yesterday present at the agreement betwixt Dionysius and me, concerning Heraclides". "I was so", answered Plato, but since, continues Theodotes, He hath sent out Officers to apprehend him, and I fear he is somewhere very nigh; therefore go along with us to Dionysius, and let us use our utmost endeavour with him"; They went; when they came before him, Plato (the rest standing silent by, and weeping) began thus, "These Men, Dionysius, are afraid lest you should do something against Heraclides contrary to the agreement you made Yesterday, for I suppose he is come near hereabouts". Dionysius at this grew angry, his Colour often changed with Rage; Theodotes fell at his Feet, and taking him by the hand, besought him not to do any such thing: Plato continuing his Speech;

তাঁহাকে আহ্বান করিতে পাঠাইয়াছিলাম এবং এক্ষণেও পুনর্ব্বার পাঠাইতেছি দাইওনিশস আমার সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সংবাদে তিনি এখানে আসিলে নগরের মধ্যে কিম্বা বাহিরে তাঁহার কোন হানি হইবেক না কিন্তু রাজা এমত পণ করিতে পারেন যে যদবধি তাহার নির্দ্দোষিতা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ না হয় তদবধি দেশান্তরে রাখিবেন"। পরে থিওদোতিস দাইওনিশসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আপনি উক্ত বিষয়ে সম্মত আছেন"? তাহাতে দাইওনিশস কহিলেন "হাঁ আমি সম্মত আছি, যদি তিনি তোমার বাটীতেও থাকেন তথাপি তাহার আপদ হইবেক না"। পরদিবস (অর্থাৎ প্লেতোর সিসিলি পরিত্যাগ করণের প্রায় বিংশতি দিবস পূর্ব্বে) হউরিবিয়স ও থিওদোতিস ব্যাকুল চিত্তে ব্যস্ত হইয়া প্লেতোর নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইলেন এবং থিওদোতিস কহিলেন "ওহে প্লেতো গত কল্য যখন আমি হিরাক্লিদিসের নিমিত্ত রাজার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম তৎকালে তুমি উপস্থিত ছিলা"? প্লেতো বলিলেন "হাঁ ছিলাম" পরে থিওদোতিস কহিলেন "এখন শুনিতেছি রাজা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত স্বীয় কর্ম্মকারিদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তিনিও নিকটস্থ কোন স্থানে আছেন অতএব আইস দাইওনিশসের নিকট গিয়া সকলে তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করি"। অনন্তর তাহারা দাইওনিশসের সমীপে গমন করত মৌনাবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিল কিন্তু প্লেতো কহিলেন হে "রাজন্ ইহাঁরদের মনে এই শঙ্কা হইয়াছে যে আপনি গত দিবসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া হিরাক্লিদিসের অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন বোধ করি সে ব্যক্তি নিকটস্থ কোন স্থানে আছে"। দাইওনিশস এই কথা শুনিবা মাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, থিওদোতিস তাহা দেখিয়া রাজার চরণে পড়িলেন এবং

"Be of good cheer, saith he, Theodotes, for Dionysius will not do any thing contrary to the promise he made yesterday". Dionysius looking severely upon Plato, "to you saith he, I made no promise"; "Yes by the Gods, answered Plato, you promised not to do those things which Theodotes now beseecheth you not to do". Archedemus and Aristocratus being present; he told Plato (as he had done once before, when he enterceded for Heraclides,) That he cared for Heraclides and others more than for him: and asked him before them whether he remembered that when he came first to Syracuse, he counselled him to restore the Græcian Cities? Plato answered, he did remember it, and that he still thought it his best course, and withal asked Dionysius whether that were the only counsel he had given him? Dionysius returned an angry contumelious Reply, and asked him, laughing scornfully, whether he taught him those things as a School-boy. To which Plato answeared, "You well remember": "What, replies he, as a Master in Geometry, or how?" Plato forbore to reply, fearing it might occasion a stop of his Voyage; but immediately went away; Dionysius resolved to lay wait for Heraclides; but he escaped to the Carthaginian Territories.

From this displeasure against Plato, Dionysius took occasion to forbear to send for Dion's Money; and first sent Plato out of his Castle, where, till then, he had lain next the Palace, pretending that the Women

হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্লেতো কহিলেন ওহে থিওদোতিস ভয় নাই ক্ষান্ত হও রাজা কল্য যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিবেন না, দাইওনিশস ইহা শুনিয়া প্লেতোর প্রতি কোপ দৃষ্টিতে কহিলেন "তোমার নিকট কোন অঙ্গীকার করি নাই," প্লেতো বলিলেন "আমি পরমেশ্বরের শপথ করিয়া কহিতে পারি থিওদোতিস যন্নিমিত্ত ব্যগ্রতা করিতেছেন কল্য আপনি তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন" প্লেতো পূর্ব্বে একবার হিরাক্লিদিসের জন্য দাইওনিশসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে দাইওনিশস যদ্রূপ উত্তর করেন এক্ষণেও আর্কিডিমস ও আরিস্তক্রেতসের সম্মুখে তদ্রূপে কহিলেন "তোমা অপেক্ষা হিরাক্লিদিস ও অন্যান্যের প্রতি আমার অধিক মমতা আছে" পরে তাহাদেরি সাক্ষাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সিরাকুসে আসিয়া প্রথমত আমাকে গ্রীশ নগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেও স্মরণ আছে কি না? প্লেতো উত্তর করিলেন আমার স্মরণ আছে এবং এক্ষণেও কহিতেছি তাহা ত্যাগ করা ভাল কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি কি কেবল ঐ একটী পরামর্শ দিয়াছিলাম? দাইওনিশস রাগ ও স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞাপূর্ব্বক হাস্য করত কহিলেন তুমি কি আমাকে বালকের ন্যায় উপদেশ দিয়াছিলা? প্লেতো বলিলেন স্মরণ করিলেই হয়, দাইওনিশস কহিলেন কি স্মরণ করিব? তুমি কি আমাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব অথবা অন্য কোন শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলা? প্লেতো স্বদেশ গমনের উদ্যোগে ছিলেন তাহাতে যদি কোন ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় আর বাক্ কলহ নাকরিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন পরে দাইওনিশস হিরাক্লিদিসকে ধৃত করণার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে সে কার্থেজে পলায়ন করিল।

দাইওনিশস প্লেতোর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দাইওনের মুদ্রা সংগ্রহ করা স্থগিত করিলেন এবং প্লেতোকে রাজবাটী হইতে

were to celebrate a Feast ten days in the Gardens where he dwelt; For that time he commanded Plato to live without the Castle with Archedemus; during which time Theodotes sent for him, and complained to him of Dionysius's Proceedings. Dionysius receiving Information that Plato had gone to Theodotes, took a new occasion of displeasure against him, and sent one to him, who asked him whether he had gone to Theodotes. Plato acknowledged that he had, then, saith the Messenger, Dionysius bade me tell you, you do not well to prefer Dion and his Friends before him. Never from that time did he send for Plato to the Court, looking upon him as a professed friend to Theodotes and Heraclides, and his professed Enemy: Plato lived without the Castle amongst the Soldiers of the Guard: who, as Dionysius well knew, had borne him ill-will long and sought to murder him, because he counselled Dionysius to give over the Tyranny, and live without a Guard. Some, who came to visit him, gave him notice that Calumnies were spread against him amongst the Soldiers as if he excited Dion and Theonides to restore the Island to Liberty, and that some of them threatened, when they could light upon him to kill him. Hereupon Plato began to think of some means of Escape, which he effected in this manner; He sent to Archytas at Tarentum, and to other Friends, advertising them of the danger wherein he was; They, under pretence of an Embassy in the

বহিষ্কৃত করিবার মানসে ছল করিয়া কহিলেন "তুমি রাজ-সদনের সমীপস্থ যে উদ্যানে বাস করিতেছ সেখানে দশ দিবসের জন্য স্ত্রীলোকদিগের উৎসব হইবে" পরে তাহাকে আর্কিদিমসের সহিত রাজবাটীর বাহিরে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন ইতিমধ্যে থিওদোতিস প্লেতোকে আহ্বান করিয়া দাইওনিশ-সের ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং প্লেতোও তাহার নিকট গমনাগমন করিতেন দাইওনিশস এসংবাদ শ্রবণ করা-তে অসন্তোষ প্রকাশের আর এক সূত্র পাইলেন এবং প্লেতোর নিকটে দূত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন থিওদোতিসের সমীপে যাতায়াত করিয়াছেন কি না? প্লেতো স্বীকার করিলে দূত কহিল রাজা তোমার নিকট এই কহিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি দাইওনিশসকে পরিত্যাগ করিয়া দাইওন ও তাঁহার মিত্রগণের সহিত প্রণয় করিয়া ভাল করিতেছ না। দাইওনিশস তদবধি রাজসভামধ্যে প্লেতোকে আহ্বান করি-তেন না এবং তাঁহাকে আপনার পরম শত্রু ও থিওদোতিস এবং হিরাক্লিদিসের পরম সুহৃৎ বোধ করিতে লাগিলেন। প্লেতো রাজ বাটীর বাহিরে প্রহরি সেনাগণের মধ্যে রহিলেন, তিনি দাইওনিশসকে স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করিতে ও প্রহরিদিগকে বিদায় করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ইহাতে প্রহরিরা পূর্ব্বাবধি তাঁহার দ্বেষ করিত এক্ষণে তাঁহার বধ করণার্থ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ২ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কহিল আপনি এই উপদ্বীপের স্বাধী-নতা স্থাপনের নিমিত্ত দাইওন ও থিওনিদিসকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন একারণ রাজপ্রহরিদের মধ্যে আপনার অত্যন্ত দুর্নাম হইয়াছে তাহারা আপনাকে সুযোগমতে পাইলে সংহার করিবে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, প্লেতো ইহা শুনিয়া পলা-য়নের পথ করণার্থ তরেন্তম নিবাসি আর্কিতাস এবং অন্যান্য সুহৃদ্গণকে আপনার বিপদ জানাইলেন তাঁহারা তাঁহাকে

name of the Country, sent Lamascus (whom Lærtius calls Lamiscus) one of their Party, with a Galley of three Banks of Oars to redemand Plato, declaring that his coming to Syracuse was upon the Engagement of Archytas: His Letter was to this Effect:

"Archytas to Dionysius, Health.—" We all, Plato's Friends, have sent Lamiscus and Photides to redemand the Man according to your agreement with us: You will do well to consider with what importunity you prevailed with us to invite Plato to you, promising to yield to all things, and to give him liberty to go and come at his pleasure; remember how much you prized his coming, and preferred him before all others: If there hath happened any difference betwixt you, it will befit you to treat him courteously, and restore him safe to us. This if you do, you will do justly, and oblige us".

Dionysius to Excuse himself, and to shew he was not angry with Plato, feasted him magnificently, and then sent him home with great Testimonies of affection: One day amongst the rest he said to him, " I am afraid, Plato, you will speak ill of me when you are amongst your friends." "The Gods forbid, answered Plato smiling, they should have such scarcity of matter in the Academy, as to be constrained to discourse of you". Dionysius at his departure, desired him to find out whether Dion would be much displeased if he

আনয়ন করিবার নিমিত্ত আপনারদিগের সম্প্রদায়ের লেমস্কস নামে এক ব্যক্তিকে রাজ দূতচ্ছলে তিন শ্রেণির বহিত্র যুক্ত এক নৌকা যোগে পাঠাইয়া দিলেন এবং দাইওঁনিশসকে নিবেদন করিলেন যে আর্কিতাসের কথা প্রমাণ প্লেতো সিরা-কুসে গমন করিয়াছিলেন আর্কিতাসও দাওনিশসকে এই পত্র লিখিলেন যথা।

আর্কিতাস দাইওনিশসের কুশল প্রার্থনা করেন, আমরা আপনকার অঙ্গীকারানুসারে প্লেতোকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লেমিস্কস ও ফোতিদিসকে প্রেরণ করি-তেছি, আপনি প্লেতোকে সিরাকুশে আহ্বান করণার্থ আমারদি-গকে কিপর্য্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিবেন আপনি কহিয়াছিলেন যে তাঁহার মতানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবেন ও তাঁহাকে স্বেচ্ছাক্রমে থাকিতে অথবা স্বদেশে প্রত্যা গমন করিতে দিবেন, আর তাঁহার প্রথম আগমনে কত সমাদর করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে কতপ্রকারে সম্মান দিয়াছিলেন তাহাও স্মরণ করিবেন এক্ষণে যদি তাঁহার সহিত বিবাদ হইয়া থাকে তবে সমাদর পূর্ব্বক রাখিয়া নিরাপদে প্রেরণ করা উচিত তাহা করিলে ন্যায়াচরণ হইবে আমরাও বাধিত থাকিব।

অনন্তর দাইওনিশস ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আপনার দোষ খণ্ডনার্থ প্লেতোকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে লাগিলেন, পরে অনেক স্নেহ চিহ্ন প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠা-ইয়া দিলেন। এক দিবস তাঁহাকে কহিয়াছিলেন ওহে প্লেতো আমার আশঙ্কা হইতেছে তুমি আত্মবন্ধু দিগের নিকটে গিয়া আমার নিন্দা করিবে তাহাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন পরমেশ্বর যেন একাদিমিতে কথোপকথনের বিষয় এমত ন্যূন না করেন যে অন্যান্য প্রসঙ্গাভাবে আপনকার প্রসঙ্গ করিতে হয়। প্লেতোর যাত্রাকালীন দাইওনিশস তাঁহাকে কহিলেন জনশ্রুতি দ্বারা শুনাযায় যে দাইওন আপনার

should dispose of his Wife to another, there being at that time a report that he did not like his match, and could not live quietly with his Wife. Plato at his return came to Peloponnesus, at what time the Olympick Games were celebrated; where the Eyes of all the Grecians were taken off from the sports, and fixed upon him as the more worthy object. Here he found Dion beholding the Exercises, to whom he related what had happened. Dion protested to revenge the discourtesy of Dionysius towards Plato, from which Plato earnestly dissuaded him: Being come home to Athens, he wrote to Dionysius, and gave him a plain account of every thing, but that concerning Dion's Wife, he set it down so darkly, that he alone to whom the Letter was directed, could understand him; letting him know that he had spoken with Dion about the business which he knew, and that he would be very much displeased if Dionysius did it: So that at that time, because there was great hopes of Reconciliation between them, the Tyrant forbore a while to dispose of his Sister Arete, Dion's Wife, as soon after, when he saw the Breach irreconcilable, he did, Marrying her against her will to one of his friends named Timocrates. Dion thence-forward prepared for War against Plato's advice, who endeavoured to dissuade him from it, as well for tespect of Dionysius's good reception of him, as for that Dion was well in years; though Ælian saith,

পত্নীর সহিত প্রণয় করেন না এবং স্বচ্ছন্দেও বাস করিতে পারেন না অতএব অন্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিবাহ দিলে তিনি কি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন, আপনি ইহার অনুসন্ধান করিবেন। প্লেতো প্রত্যাগমন করিয়া পিলোপনিশসে উপস্থিত হইলে সে সময়ে তথায় ওলিম্পিক উৎসব হইতেছিল সকল লোকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। দাইওন ওলিম্পিকের ব্যায়াম দেখিতেছিলেন প্লেতো তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় বিদিত করাইলেন তাহাতে তিনি দাইওনিশসের অসদ্ব্যবহার শুনিয়া প্রতিফল দিতে উদ্যত হইলে প্লেতো তাঁহাকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। অনন্তর এথেন্সে আগমন পূর্ব্বক লিপিযোগে দাইওনিশসকে সকল সমাচার স্পষ্টরূপে অবগত করিলেন কিন্তু দাইওনের স্ত্রীর বিষয় এমত অস্পষ্টরূপে লিখিলেন যে দাইওনিশস ব্যতীত অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই, আরো তাঁহাকে জানাইলেন যে দাইওনের ভার্য্যার বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। দাইওনিশস দাইওনের সহিত পুনর্ব্বার সম্প্রীতি হইবার আশ্বাসে অনেককাল পর্য্যন্ত তাহার পত্নী অথচ স্বীয় ভগিনী আরিতীকে অন্যের সহিত বিবাহ দেন নাই কিন্তু পরে যখন দেখিলেন সদ্ভাব হওয়া সুকঠিন তখন ভগিনীর অমতেও তিমক্রেতিস নামক একজন বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। দাইওন এই সংবাদ শ্রবণে প্লেতোর ক্ষান্তি পোষক পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধার্থে উদ্যত হইলেন। প্লেতো দাইওনিশসের নিকট প্রথমতঃ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দাইওনেরও বৃদ্ধাবস্থা হইয়াছিল এনিমিত্তে ঐ রূপ পরামর্শ দেন, পরন্তু

he put Dion upon that War; which Plutarch imputes to the instigations of Speusippus.

His Authority in Civil Affairs.—At home he lived quietly in the Academy, not engaging himself in publick affairs; (though he were a person very knowing therein, as his Writings mainfest,) because the Athenians were accustomed to Laws different from his Sense.

His Fame spreading to the Arcadians, and Thebans, they sent Ambassadors earnestly to request him to come over to them, not only to instruct their young Men in Philosophy, but which was of higher concernment, to ordain Laws for Megalopolis, a City then newly built by the Arcadians, upon occasion of the great defeat given them by the Lacedæmonians, in the first year of the 103d Olympiad. Plato was not a little pleased at this Invitation, but asking the Ambassadors how they stood affected to a parity of Estates, and finding them so averse from it, as not to be by any means induced thereto, he refused to go: but sent Aristonimus his familiar friend.

The Cyrenæans likewise sent to him, desiring him to send them Laws for their City, but he refused, saying, it was difficult to prescribe Laws to Men in Prosperity.

Yet to several People upon their importunities he condescended.

এলিএন কহেন যে প্লেতোই দাইওনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান আর প্লুটার্কের মতে স্পিউসিপস হইতে উক্ত কার্য্য হয়।

তাঁহার রাজকীয় শক্তি।—এথেন্স দেশের লোকেরা যে সকল নিয়মে চলিত তাহা প্লেতোর মতের সহিত ঐক্য হইত না এনিমিত্ত তিনি রাজ্য বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া বিদ্যালয়েই কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ পায় যে রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

অর্কেদিয়ন ও থিবেন লোকেরা প্লেতোর সুখ্যাতি শুনিয়া যুবকগণের জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষতঃ মেগালাপোলিস নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহাকে আনাইতে দূত প্রেরণ করিয়াছিল, ১০৩ ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরে অর্কেদিয়ন জাতিরা লেসিডিমনদেশীয় লোক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উক্ত নগর নির্ম্মাণ করে প্লেতো সেখানে যাইতে আহূত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রজাগণের মধ্যে ভূম্যাদি সমান করিয়া বিভাগের বিষয়ে তাঁহাদিগের কি মত? তাহাতে তাহারদের অমত শুনিয়া স্বয়ং গমনে অস্বীকার করত আপনার পরম মিত্র আরিস্তনিমসকে পাঠাইয়া দিলেন।
সিরিনিয়েরাও স্বীয় নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিল তিনি তাহারদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন ঐশ্বর্য্যমত্ত লোকদিগের জন্য নিয়ম করা অতি কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু অন্যান্য অনেক লোকেরদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছিলেন।

সিরাকুসের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলে তিনি সেখানকার রাজকীয় কার্য্যের সুনিয়ম করিয়া দেন।

To the Syracusans he gave Laws upon the ejection, of their Kings.

To the Cretans upon their building of Magnesia, he sent Laws digested into twelve Books.

To the Ilians he sent Phormio; to the Pyrrheans, Mededimus (his familiar friends) upon the same design.

This is enough to justify him against those who accuse him of having written a form of Government, which he could not persuade any to practise, because it was so severe: And that the Athenians, who accepted the Laws of Draco and Solon, derided his.

His Virtues and Moral Sentences.—He lived single, yet soberly and chastely, insomuch as in his old Age (in compliance with the vulgar opinion) he Sacrificed to Nature, to expiate the crime of his continence. So constant in his composure and gravity, that a Youth brought up under him, returning to his Parents, and hearing his Father speak aloud, said, "I never found this in Plato." He ate but once a day, or if the second time, very sparingly; he slept alone, and much discommended the contrary manner of Living. Of his Prudence, Patience, Magnanimity, and other Virtues, there are these instances.

Antimachus a Colophonian, and Niceratus a Heracleot, contending in a Poetick Panegyrick of Lysander, the prize was bestowed upon Niceratus: Antimachus in anger tore his Poem; Plato, who at that time was young, and much esteemed Antimachus for

ক্রিটানেরা মেগ্নিসিয়া নগর নির্ম্মাণ করিলে শ্রেণীগতে নিয়ম সকল সংকলন করত দ্বাদশ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন।

তিনি ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইলিএনদিগের নিকট ফর্মিওকে এবং পিরিনিয়নদিগের সমীপে মিদিদিমসকে প্রেরণ করেন, তাহারা তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিল।

কেহ২ তাঁহার নিন্দা করিয়া কহেন যে রাজশাসন বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়মাদি করিয়াছিলেন তাহা অতি কঠিন সুতরাং কোন জাতিকে তদনুযায়ি আচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই এবং এথিনিয়েরা ড্রেকো ও সোলনের নিয়মানুসারে চলিত ও তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি পরিহাস করিত পরন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে একথা অলীক বোধ হয়।

তাঁহার সদ্গুণ ও সুনীতির কথা। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং পরস্ত্রীতেও আসক্ত ছিলেন না একারণ বার্দ্ধক্যাবস্থায় সামান্য লোকদিগের মতানুসারে সন্তানোৎপাদনে ক্রটির প্রায়শ্চিত্তার্থ সৃষ্ট্যধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলিপ্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের কখন বিরাম হয় নাই তাঁহার এক জন শিষ্য অধ্যয়নান্তে মাতাপিতার নিকট গমন করিয়া কোন দিন জনককে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে শুনিয়া কহিয়াছিল "প্লেতোকে কখন এবম্প্রকার করিতে দেখি নাই"। তিনি প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করিতেন দ্বিতীয়বার আহার করিতে হইলে অত্যল্প খাইতেন এবং একাকী শয়ন করিতেন অন্যের সহিত একত্র শয়ন ভাল বাসিতেন না আর সদ্বিবেচনা ধীরতা মহানুভবতা প্রভৃতি অন্যান্য যেং সদ্গুণ ধারণ করিতেন তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এন্তিমেকস ও নিসিরেতস নামে দুই ব্যক্তি পারিতোষিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় লাইসন্দরের প্রশংসাসূচক কতকগুলি পদ্য রচনা করেন পরে নিসিরেতস পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে এন্তিমেকস ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার লিখিত কবিতা খণ্ড২ করিয়া

his Poetry, comforted him, saying, "Ignorance is a Disease proper to the Ignorant, as Blindness to the Blind."

His Servant having offended him, he bade him put off his Coat, and expose his Shoulders to be beaten, intending to have corrected him with his own hand; but perceiving himself to be angry, he stopped his hand, and stood fixed in that posture; a friend coming in asked him what he was doing, "Punishing an angry Man", saith he.

Another time being displeased at his Servant for some offence, "Do you (saith he to Speusippus (or as Laertius, to Xenocrates) accidentally coming in) beat this Fellow, for I am angry". And another time to his Servant he said, "I would beat thee if I were not angry". Fearing to Exceed the limits of Correction, and thinking it unfit the Master and Servant should be alike faulty.

Chabrias the General being arraigned for his Life, he alone shewed himself on his side, not one of the Citizens else appearing for him. Crobulus the Sycophant met him, accompanying Chabrias to the Tower, and said unto him, "Do you come to help others, you know not that the poison of Socrates is reserved for you"? Plato answered, "When I fought for my Coun-

ফেলিলেন, তৎকালীন প্লেতোর বয়ঃক্রম অত্যল্প ছিল তথাচ এন্তিমেকসের কাব্য শক্তির প্রশংসা করিয়া সান্ত্বনার্থ কহিয়াছিলেন যে "অন্ধ ব্যক্তিদিগের যেমন অন্ধত্বই পীড়া, মূর্খ লোকদিগের তদ্রূপ মূর্খতাই রোগ"।

কোন সময়ে তিনি আপনার কিঙ্করকে অপরাধী দেখিয়া তাঁহার গাত্রের বস্ত্র উত্তারণ করত স্কন্ধদেশে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হয়েন ইতিমধ্যে হঠাৎ জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে অতএব আত্মহস্ত সঙ্কুচিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি করিতেছ? তাহাতে তিনি উত্তর করেন "একজন ক্রোধি মনুষ্যের দণ্ড করিতেছি"।

অপর কোন সময়ে তিনি ভৃত্যের দোষে বিরক্ত হইয়াছিলেন ইতিমধ্যে স্পিউসিপস দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে (লেয়র্শসের মত জিনক্রেতসকে) কহিলেন "তুমি ইহাকে প্রহার কর, কেননা আমি রাগান্বিত হইয়াছি," আর এক সময় দাসকে বলিয়াছিলেন "যদি আমার ক্রোধোদয় না হইত তবে তোমাকে প্রহার করিতাম"। এবম্ভূত ঘটনের তাৎপর্য্য এইযে ক্রোধপূর্ব্বক শাসন করিলে বিবেচনার সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতএব প্রভু ও ভৃত্য উভয়ের তুল্যরূপ দোষী হওয়া উচিত হয় না।

কেব্রিয়স সেনাপতি বধার্হ বলিয়া অপবাদিত হইলে কেহই তাহার আনুকূল্য করেন নাই কেবল প্লেতো সপক্ষতা করিয়াছিলেন, ক্রোবিউলস নামক এক নিন্দক তাহাকে কেব্রিয়সের সহিত কারাগারে যাইতে দেখিয়া কহিল "আপনি কেন ইহার আনুকূল্য করিতে যাইতেছেন আপনি কি জানেন না সক্রেতিস যে বিষপানে মরিয়াছেন আপনার নিমিত্তও তাহা প্রস্তুত আছে? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন পূর্ব্বে দেশের মঙ্গলার্থ

try, I hazarded my Life, and will now in duty to my Friend."

At the Olympick Games, he fell into Company with some Strangers, who knew him not, upon whose affections, he gained much by his affable Conversation, Dining, and spending the whole day with them, not mentioning either the Academy or Socrates, only saying, his name was Plato. When they came to Athens, he entertained them courteously. "Come, Plato, said the Strangers, shew us your name-sake, Socrates his Disciple; bring us to the Academy, recommend us to him, that we may know him. He smiling a little, as he used, said, "I am the Man": Whereat they were much amazed, having conversed so familiarly with a Person of that eminence, who used no boasting or ostentation; and shewed, that besides his Philosophical discourse, his ordinary conversation was extremely winning.

When he went out of the School, he always said, "See (Youths) that you employ your idle hours usefully."

At a feast he blamed those that brought in Musicians to hinder Discourse.

Seeing a young Man play at Dice, he reproved him; he answered, "What, for so small a matter"? "Custom (replies Plato) is no small thing".

যেমন প্রাণ সঙ্কট স্বীকার করিয়াছিলান এক্ষণেও বন্ধুর সাহায্যার্থ তদ্রূপ করিব।

ওলিম্পিক উৎসবকালে কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না তথাচ এমত আত্মীয়ভাবে একত্র ভোজন করত শিষ্টালাপ করিয়াছিলেন যে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রেমার্দ্র হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের নিকট আপনার নাম ব্যতীত একাদিমির অথবা সক্রেতিসের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই পরে তাহারা এথেন্সে আগমন করিলে তিনি পুনশ্চ সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন তাহারা কহিল "ওহে প্লেতো তোমার নামধারী সক্রেতিসের একজন শিষ্য আছেন তাঁহার নিকটে চল আর একাদিমিতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দেও আমরা তাঁহাকে জানিতে চাহি" তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "আমিই সেই প্লেতো" তাহারা অজ্ঞানতঃ এমত মহৎ লোকের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিল অতএব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল ফলতঃ প্লেতো কখনই কোন বিষয়ে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না, তিনি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যেং বক্তৃতা করিতেন তদ্ব্যতীত তাঁহার সামান্য কথোপকথনেও লোকের মনোরঞ্জন হইত।

তিনি বিদ্যালয়ের বাহিরে যাত্রাকালে বিদ্যার্থিবর্গকে সর্ব্বদা কহিতেন "হে বালকগণ কর্ম্মের অবসর হইলেও বথা সময়ক্ষেপ করিও না"।

একটা উৎসবকালে কতকগুলিন লোক বাদ্যকর আনাইয়াছিল তাহাতে তিনি বক্তৃতা করণের প্রতিবন্ধক দেখিয়া তাহারদিগের প্রতি দোযারোপ করেন।

একদা এক যুবক ব্যক্তিকে অক্ষক্রীড়া করিতে দেখিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে যুবা কহিল "আপনি এই সা-

Being demanded, whether there should be any record to Posterity of his Actions, or Sayings, as of others before him? "First, saith he, we must get a Name, then many things will follow".

Getting on Horseback, he Immediately lighted again, saying, he feared lest he should be carried away by a high wilful conceit (*hippotyphia*), a Metaphor taken from a Horse.

He advised drunken and angry Men to look in a Glass, and it would make them refrain from those Vices.

Sleep also much displeased him, whence he saith in his Laws, "No Man sleeping is worth any thing".

That Truth is more pleasing to all, than any feigned story, so of Truth he saith, "Truth, O Guest, is an excellent thing and durable, but to this we are not easily persuaded".

Being told, that Xenocrates had spoken many unjust things against him, he presently rejected the accusation; the Informer persisting, asked why he would not believe him? He added, it was not probable, that he whom he loved so much, should not love him again. Finally, the other swearing it was thus; he, not to argue him of Perjury, affirmed, that Xenocrates would never have said so, but that there was reason for it.

He said, No Wise Man punisheth in respect of the fault past, but in prevention of the future.

মান্য বিষয়ের জন্য আমাকে ভৎর্সনা করেন" তিনি উত্তর করেন "কুরীতি সামান্য বিষয় নয়"।
কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন উত্তর কালের লোক দিগের জ্ঞাপনার্থ প্রাচীন ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁহার বচন ও কার্য্যের বর্ণনা করা উচিত কি না? তিনি উত্তর করেন "প্রথমে আমারদিগের নাম হউক পরে অন্যান্য বিষয় সিদ্ধ হইবে"।

কোন সময়ে তিনি অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবরোহণ করত শ্লেষ বাক্যে কহেন "আমার ভয় হইতেছে পাছে ঘোড়া রোগে গর্ব্বিত হই"।

তিনি মদোন্মত্ত ও ক্রোধাসক্ত ব্যক্তিদিগকে স্ব২ দোষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পরামর্শ দিতেন।

তিনি নিদ্রার প্রতি বিরক্ত ছিলেন একারণ আপন সংগৃহীত ব্যবস্থায় নিদ্রালু ব্যক্তিদিগকে অকর্ম্মণ্য কহেন।
মিথ্যা জল্পনাপেক্ষা সত্যে সকলের পরম সন্তোষ জন্মে এনিমিত্ত কহিয়াছিলেন "ওহে অতিথি সত্যই নিত্য ও সার পদার্থ কিন্তু আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারি না"।
এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিয়াছিল জিনক্রেতিস তোমার প্রতি দোষারোপ করিয়া অন্যায় কটূক্তি করিয়াছে তিনি তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া কহেন "আমি যাহাকে প্রিয় বোধ করি সে আমার অপ্রিয় বাক্য কহিবেক ইহা সম্ভব হয় না" পরে ঐ বিজ্ঞাপক ব্যক্তি শপথ করিয়া কহাতে তাহাকে মিথ্যাবাদী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিলেন "তবে জিনক্রেতিস কোন কারণ বশত তাদৃশ উক্তি করিয়া থাকিবেন"।
তিনি কহিতেন যে বিজ্ঞ মনুষ্যেরা কৃতাপরাধ নিমিত্ত দণ্ড বিধান করেন না আর দোষ না হয় এতদর্থই শাসন করিয়া থাকেন।

Seeing the Agrigentines magnificent in Building, luxurious in Feasting, These People (saith he) build, as if they were to live for ever, and eat as if they were to die instantly.

Hearing a wicked Person speak in the defence of another, This Man, saith he, carries his Heart in his Tongue.

Being told, that some spake ill of him, he answered, 'Tis no matter, I will live so that none shall believe them.

Seeing a Young Man of a good Family, who had wasted all his means, sitting at the door of an Inn feeding upon Bread and Water, he told him, If you had dined so temperately, you would never have needed to sup so.

To Antisthenes, making a long Oration, You know not, saith he, That Discourse is to be measured by the Hearer, not the Speaker.

Seeing a Youth over-bold with his Father, Young Man, saith he, will you undervalue him, who is the cause you over-value yourself?

To one of his Disciples, who took too much care of his Body, he said, Why do you labour so much in building your own Prison?

One Leo, an eminent Citizen, being blamed for loud and immoderate clamour in the Senate, This is, saith he, to be a Lion indeed.

তিনি এগ্রিজেন্তাইনদিগের ঐশ্বর্য্যশালি অট্টালিকা ও সুখ সেব্য ভোজন সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন এই জাতীয়েরদের গৃহ নির্ম্মাণ দেখিয়া বোধ হয় ইহারা আপনারদিগকে চিরজীবী জ্ঞান করে কিন্তু ইহারদের আহার দেখিলে বোধ হয় আশু মৃত্যুর আশঙ্কা করে।

তিনি কোন দুষ্ট লোককে কাহার স্বপক্ষে কথোপকথন করিতে শুনিয়া কহিয়াছিলেন এব্যক্তি আপন অন্তঃকরণ জিহ্বাগ্রে আনিয়াছে।

কেহ নিন্দা করিয়াছে ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কহিতেন, ক্ষতি কি? আমি এমত আচরণ করিব যে কেহই উহার কথায় বিশ্বাস করিবেক না।

এক সৎকুলোদ্ভব এবং যুবক ব্যক্তি আপনার সমুদায় ধন সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পথিকাবাসের দ্বারোপরি উপবেশনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রুটি ভোজন ও জলপান করিতেছিল প্লেতো ইহা দেখিয়া কহিলেন "যদি পূর্ব্বে এপ্রকার পরিমিতাহার করিতা তবে এক্ষণে এই রাত্রি ভোজ্যে জীবন ধারণ করিতে হইতনা"

তিনি এন্তিস্থিনিসকে বহুল পরিমাণে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে শুনিয়া কহিয়াছিলেন বক্তৃতার পরিমাণ করা বক্তার কর্ত্তব্য নহে শ্রোতাতেই তাহা করিয়া থাকে।

কোন বালককে আপনার পিতার প্রতি উপেক্ষা করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলেন "যাহা হইতে আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে পাইয়াছ তাহাকে কি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিবা"।

অপর একজন শিষ্যকে আত্ম শরীরের প্রতি অধিক যত্ন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আপনার কারাগার নির্ম্মাণার্থ স্বয়ং এত পরিশ্রম কেন কর"?।

রাজকার্য্যালয়ে লিও (অর্থাৎ সিংহ) নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দ করিয়া নিন্দিত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন "এব্যক্তি সিংহই বটে"।

His Disciples wondering, that Xenocrates, severe al his life time, had said something that was pleasant "Do you wonder (saith he) that Roses and Lilies grow among Thorns"?

Xenocrates by reason of his severe Conversation, he advised to Sacrifice to the Graces.

He used to say, "Prefer Labour before Idleness, unless you esteem Rust above Brightness.

He exhorted the Young Men to good Life, thus; Observe the different nature of Virtue and Pleasure; the momentary sweetness of the World is immediately followed by eternal Sorrow and Repentance, the short pain of the other by Eternal Pleasure.

He said, that it was a great matter in the education of Youth, to accustom them to take delight in good things; otherwise, he affirmed Pleasure to be the bait of Evil.

He affirmed Philosophy to be the true help of the Soul, the rest ornaments; that nothing is more pleasing to a sound Mind, than to speak and hear truth, than which nothing is better or more lasting.

To some, who demanded what kind of possessions were best to be provided for Children: Those (saith he) which fear neither storms, nor violence of Men, nor Jove himself.

To Demonicus asking his advice concerning the education of his Son: The same care (saith he) that we have of Plants, we must take of our Children; the

জিনক্রেতিস জন্মাবধি গম্ভীর স্বভাব ছিলেন দৈবাৎ কোন সময়ে একটা রহস্য কথা কহিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া প্লেতোর শিষ্যেরা চমৎকৃত হইলে প্লেতো কহেন তোমারা কেন আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ কণ্টকের মধ্যে কি গোলাপ ও কাম্বুড় পুষ্প জন্মে না?।

জিনক্রেতিস গভীর ভাবে কথোপকথন করিতেন এনিমিত্ত প্লেতো তাঁহাকে উপদেশ করেন যে অনুরঞ্জিকা দেবীদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিও।

প্লেতোর আর এক বাক্য এই যদি উর্জ্জ্বলতাপেক্ষা কলঙ্ককে উত্তম জ্ঞান না কর তবে আলস্যাপেক্ষা শ্রমকে শ্রেয়স্কর জান।

তিনি যুবাগণকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই উপদেশ করিতেন যে ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় সুখের তত্ত্ব বিচার কর, বৈষয়িক সুখ ভোগ অল্পকাল স্থায়ি ও পরিণামে অনন্ত দুঃখ আর পরিতাপ হয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রথমত কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু চরমে চিরসুখ জন্মে।

তিনি কহিতেন প্রথম শিক্ষা কালাবধি বালকদিগকে উত্তম বিষয়ে আমোদ করিতে অভ্যাস করান উচিত কেননা তাহা না হইলে পরে ইন্দ্রিয় সুখে প্রমত্ত হইয়া কুবর্ত্মে যাইতে পারে।

তিনি বলিতেন নীতি বিদ্যাই আত্মার আশ্রয় অন্যান্য জ্ঞান অলঙ্কার মাত্র আর যথার্থ জ্ঞানি মনুষ্যের পক্ষে সত্য কথন ও সত্য শ্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা সুখাবহ ও শ্রেয়স্কর কেননা সত্যই নিত্য।

এক সময় তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় যে শিশুদের জন্য কিং বিষয় সঞ্চয় করা উচিত ইহাতে উত্তর করেন যাহাতে প্রচণ্ড বায়ুর অথবা অন্য কোন আধিভৌতিক আধিদৈবিক বিপদের ভয় নাই।

দিগনিকস স্বীয় পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে নূতন বৃক্ষ ও নবীন শিশুদের প্রতি সমানরূপে যত্ন করিতে হয় কিন্তু

one is Labour, the other Pleasure. But we must take heed that in this we be not too secure, in that vigilant

To Philedonus, who blamed him that he was as studious to learn as to teach, and asked him how long he meant to be a Disciple; "as long, saith he, as I am not ashamed of growing better and wiser".

Being demanded what difference there is betwixt a Learned Man and an Unlearned, "the same, saith he, as betwixt a Physician and a Patient".

He saith, Princes had no better Possessions than the familiarities of such Men who could not flatter, that Wisdom is as necessary to a Prince, as the Soul to the Body. That Kingdoms would be most happy, if either Philosophers rule, or the Rulers were inspired with Philosophy, for nothing is more pernicious than Power and Arrogance accompanied with ignorance. That Subjects ought to be such as Princes seem to be. That a Magistrate is to be esteemed a publick, not a private good. That not a part of the Common-wealth, but the whole ought to be principally regarded.

Being desirous to take off Timotheus, Son of Conon, General of the Athenians, from sumptuous Military Feasts; he invited him into the Academy to a plain moderate Supper, such as quiet pleasing sleeps succeed with a good temper of Body. The next day Timotheus observing the difference, said, They who feasted with Plato, were the better for it the next

বৃক্ষেতে মনোযোগ করিলে পরিশ্রমমাত্র তরুণ বালকের প্রতি সত-
ক হইলে আহ্লাদ জন্মে আর আমারদের কর্ত্তব্য যেন বালকদের
বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বৃক্ষাদির বিষয়ে অধিক সতর্ক না হই।

ক্লাইনিদেনস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে তাঁহার সমান যত্ন
দেখিয়া দোষারোপ করত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আরো কত-
কাল শিষ্যভাবে থাকিবা? তাহাতে তিনি উত্তর করেন যত-
দিন পর্য্যন্ত উত্তম ও বিজ্ঞতর হওনে লজ্জা না হয়।

তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় পণ্ডিত ও মূর্খেতে প্রভেদ কি? তা-
হাতে উত্তর দেন চিকিৎসক ও রোগিতে যে প্রভেদ।

তিনি কহিতেন যে সকল লোকে তোষামোদ করে না তাহা-
দের সহিত হৃদ্যতাই রাজার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি
আর যদ্রূপ আত্মা শরীরের সঞ্চারক তদ্রূপ জ্ঞান রাজার-
দের নায়ক হয়; যদি দার্শনিক পুরুষে রাজ্য শাসন করে কিম্বা
শাসন কর্ত্তারদের মনে দর্শন বিদ্যার সংস্কার জন্মে তবে সকলে
স্বচ্ছন্দে থাকে নচেৎ প্রভুত্ব ও গর্ব্ব অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত
হইলে সর্ব্বনাশের সূত্র হয় আর রাজাদিগকে যদ্রূপ দেখা যায়
প্রজাদের তদ্রূপ হওয়া উচিত এবং বিচার কর্ত্তাকে কোন বিশেষ
লোকের হিতকারক জ্ঞান না করিয়া সাধারণের হিতকারক
জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, প্রজাদের কিয়দংশের প্রতি বিশেষ যত্ন না
করিয়া সকলের প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

এথেন্সদেশের সেনাপতি কোননের পুত্র তিমথিয়স যোদ্ধা-
দের রীত্যনুসারে আড়ম্বর করিয়া বহু ভোজন করিতেন প্লেতো
তাঁহাকে ঐ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে একরাত্রি
বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও মন স্ফূর্ত্তি
জনক পরিমিত ভোজন করাইলেন পর দিবস তিমথিয়স
বহু ভোজন ও পরিমিতাহারের প্রভেদ বুঝিয়া কহিলেন
যাঁহারা প্লেতোর সহিত ভোজন করে তাহারদের প্রাতঃকালে
শারীরিক স্বাস্থ্য জন্মে. অনন্তর প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ হইলে

day; and meeting Plato, said unto him; Your Suppe Plato, is as pleasant the next morning as over night, alluding to the excellent discourse, that had past at that time.

Hence appears the truth of the Poet's saying, who being derided for acting a Tragedy, none being present but Plato, answered, "but this one Person is more than all the Athenians besides."

HIS WILL AND DEATH.—Thus continuing a single Life to his End, not having any Heirs of his own, he bequeathed his Estate to young Adimantus, (probably the Son of Adimantus, his second Brother) by his Will.

He died in the 13th year of the Reign of Philip, Kink of Macedon, in the first of the 108th Olympiad; the 81st (according to Hermippus, Cicero, Seneca, and others) of his Age (not as Athenæus the 82d.) which number he completed exactly, dying that very day whereon he was born; For which reason the Magi at Athens sacrificed to him, as conceiving him more than Man, who fulfiilled the most perfect number, nine multiplied into itself.

He died only of Age, which Seneca ascribes to his Temperance and Diligence; Hermippus saith, at a Nuptial Feast; Cicero saith, as he was writing; they therefore who affirm he died (as Pherecydes) of Lice, do him much Injury; upon his Tomb these Epitaphs:

ভোজন কালের জ্ঞানদায়ক কথোপকথনের বিষয় ইঙ্গিত করত কহিয়াছিলেন আপনার সহিত ভোজনে রাত্রিতে যেমন সুখোদয় হয় প্রভাতেও তদ্রূপ।

একদা কোন কবি করুণারস ঘটিত নাটকের অভিনয় করিতেছিলেন তৎকালে কেবল প্লেতো উপস্থিত থাকেন অন্য কেহ ছিল না ইহাতে ঐ কবির প্রতি সকলে পরিহাস করিলে তিনি কহেন ঐ এক ব্যক্তিই সকল এথিনিয়ান হইতে অধিক, ইহার যাথার্থ্য উক্ত কারণেই সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যু বিবরণ। প্লেতো জীবনাবধি দার পরিগ্রহ না করাতে তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মে নাই অতএব উইল পত্র দ্বারা যুবা এদিমেন্তসকে আপনার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন বোধ হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুজের পুত্র ছিল।

মাসিদোনীয় ফিলিপ রাজার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে এবং ১০৮ ওলিম্পিডের প্রথম বর্ষে হর্মিপস সিসিরো সিনেকা ও অন্যান্যের মতে একাশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে (এথিনিয়সের মতে ৮২ বৎসর বয়সে) প্লেতোর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি বৎসরের যে দিবস ভূমিষ্ঠ হয়েন সেই দিনে মৃত হওয়াতে তাহার বয়ঃক্রম পূর্ণ ৮১ বৎসর হইয়াছিল ইহাতে এথেন্স দেশীয় জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিত কারণ নবাঙ্কের বর্গাত্মক বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করেন।

তিনি প্রাচীনাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন সিনেকার মতে তাঁহার এই দীর্ঘায়ু পরিমিত ভোজন ও পরিশ্রম দ্বারা হইয়াছিল। হর্মিপস কহেন কোন বিবাহের উৎসবে আর সিসিরোর মতে লিখিতেং তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় কিন্তু ফেরিসিদির ন্যায় যাঁহারা বলেন যে মস্তকের যূক প্রযুক্ত তাঁহার পঞ্চত্ব হয় তাঁহাদের কথা অসঙ্গত ও অলীক। তাঁহার কবরোপরি স্তম্ভে নিম্ন লিখিত লিপি খোদিত ছিল।

I

Whose Temperance and Justice all envie-
The famed Aristocles here buried lies;
If Wisdom any with renown indued,
Here was it most, by envy not pursued.

II

Earth in her bosom Plato's body hides,
His Soul amongst the deathless Gods resides.
Aristo's Son whose Fame to Strangers spread,
Made them admire the sacred life he lead.

III

Eagle, why art thou percht upon this stone,
And gazest thence on some Gods starry throne?
I Plato's Soul to Heaven flown represent
His Body buried in this Monument.

*Stanley's Hist. of Philosophy*

---

## THE LIFE OF VICRAMADITYA.

The generality of people in this country say that there was only one king of the name of Vicramaditya. Captain Wilford has however endeavoured to show, after considerable research, that there were eight or nine individuals of that name in India, and that almost every one of them had to contend with an an

১

শান্ত দান্ত সদাচারে অতুল্য ভূতলে।
সুশীল আরিস্টক্লিশ আছেন এস্থলে॥
জ্ঞান গুণে যত নর খ্যাত মহীতলে।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইনি দ্বেষ্টারাও বলে॥

২

লুকায়ে রেখেছে পৃথ্বী পাতিয়া আসঙ্গ।
এই স্থলে প্লেতোর পবিত্র সাধু অঙ্গ॥
জীবাত্মা পাইয়া তাঁর অমরের সঙ্গ।
সুরসঙ্গে স্বর্গে সদা করিতেছে রঙ্গ॥
আরিষ্টের পুত্র তিনি ধন্য তাঁর নিষ্ঠা।
দূর দেশি সাধুরাও করেন প্রতিষ্ঠা।

৩

কবরে বসেছ পক্ষি কি লক্ষ্য করিয়া।
তারাময় সুরালয় দিকেতে চাহিয়া॥
স্বর্গে উড্ডীন প্লেতোর আমি আত্মাকৃতি।
জন্মভূমি গর্ব্ভে গুপ্ত যাঁহার আকৃতি॥

ইতি ষ্টান্লি রচিত দর্শন শাস্ত্রের বৃত্তান্ত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

সমাপ্তোয়ং অধ্যায়ঃ।

# রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন যে বিক্রমাদিত্য নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন পরন্তু কাপ্তান উইলফর্ড সাহেব অনেক অনুসন্ধানানন্তর লিখিয়াছেন যে ঐ নামধারি অষ্ট অথবা নব সংখ্যা ব্যক্তি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল এবং প্রায় সকলেই শালিবাহন, শালিবান, নৃসিংহ অথবা নগেন্দ্র

tagonist, named Salivahana, Salvana, Nrisinga or Nagendra. There are others again who think that although several Vicramadityas evidently existed, yet in respect to celebrity and power there could not be more than one. Without entering into the discussion of this point, we shall here offer a short sketch of Vicramaditya, Ruler of Ougein.

The biography of this personage, like that of many other ancient characters, abounds in marvellous and incredible stories. From this heterogeneous mass of fable and fiction, we shall strive to separate what appears credible, and thereby keep up some recollections of a hero from whom one of our eras (the Sambat) is dated.

One Gandharva Sena had married the daughter of Dhara Rajah, the ruler of Dhara, and Vicramaditya was their offspring. He had a step-brother older than himself, named Bhartrihari. Dhara Rajah paid every attention to the education of his two grandsons. It is said one day he sent for them both, and endeavoured thus to stimulate their intellectual energies; "My children! the man who is illiterate is but an animal. Strive to propitiate Pundits of varied acquirements. Listen to their instructions on moral duty and study the Vedas, the Vedangas, law, ethics, archery, music, dancing, and the different polite arts. Be not satisfied with a mere superficial knowledge, but try to master these branches of learning. Do

নামক শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। বিক্রমাদিত্য নামা অনেক ব্যক্তি রাজত্ব করিলেও কেবল একজন মহাবল পরাক্রান্ত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন অতএব কয়জন মহীপাল ঐ নামধেয় ছিলেন এস্থলে তাহার বিচার না করিয়া কেবল উজ্জয়িনীর অধিপতি বিখ্যাত বীর বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি।

অন্যান্য প্রাচীন মহোদয় পুরুষদিগের ন্যায় বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তেও অনেক অসম্ভব বর্ণনা ও অলীক কথার উল্লেখ আছে আমরা এই সত্যাসত্য মিশ্রিত বিজাতীয় ইতিহাস রাশি হইতে সম্ভাব্য কথা নির্ব্বাচন করিয়া সম্বৎবর্ষ গণনার মূল মহা প্রতাপি উজ্জয়িনী রাজের নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করিব।

গন্ধর্ব্বসেন নামক এক ব্যক্তি ধারা নগরীয় ধাররাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহা হইতে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় অথচ জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার নাম ভর্ত্তৃহরি, ধাররাজ ঐ দুই দৌহিত্রের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন, কথিত আছে এক দিবস তাহাদিগকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া বিদ্যোৎসাহি করণার্থ এই রূপে উপদেশ করিয়াছিলেন, “ ওরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না, হস্তি অশ্ব রথা

not idle away even a moment. Make yourselves perfect in riding upon elephants and horses, and in the art of driving, and be constant in vigorous exercises. Seek perfection in running, leaping, and jumping, in the dispersion of troops, however irresistible their front like a fort, in the disposition of a force in battle array, and in throwing an army into disorder. Be skilful also in making peace and war, in marching and encamping, in forming lines and securing allies, as well as in arms and negotiations, and in the art of conciliating a people by urbanity and liberality."* Thus admonished by their grandfather, Bhartrihari and Vicramaditya applied themselves diligently to the acquisition of knowledge, and acquired great proficiency in their studies. Bhartrihari was the pupil of Yogi Gorakshanath, and particularly distinguished himself as a grammarian. He wrote a treatise on the Sutras of Panini, and was likewise the author of several poetical works.

Pleased with the progress which his grandsons had made, and the ability and intelligence which they displayed, Dhara Rajah determined on proclaiming Vicramaditya king of Malwa. When Vicramaditya heard of his grandfather's intention, he respectfully submitted that as Bhartrihari was his elder brother, he ought not to be superseded by the younger. As fo

* Rajavali.

রোহণে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে উল্লম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড় চক্র ভেদেতে ও ব্যূহ রচনাতে ও ব্যূহ ভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ দণ্ড সাম দান এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও" * । ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য মাতামহ প্রমুখাৎ এই২ হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া বহু যত্ন পুরঃসর বিদ্যার্থি হইয়া পঠিত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন, ভর্তৃহরি যোগি গোরক্ষ নাথের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে পানিনি প্রণীত ব্যাকরণের সূত্র সংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন আর কতিপয় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ধাররাজ দৌহিত্র দিগের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি ও কার্য্য কৌশল দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে মালুয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কথা পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মাতামহের নিকট যাইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন "ভর্ত্তৃহরি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি থাকিতে আমার রাজত্ব গ্রহণ উচিত হয় না বরং আমি তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিব"। ধাররাজ বিক্রমাদিত্যের এমত নিস্পৃহতা ও মহানুভবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ভর্ত্তৃহরিকেই মালুয়া দেশের রাজা করিলেন কিন্তু রাজকীয়

---

* রাজাবলী।

himself, he would prefer being his minister. Dhara Rajah felt surprized at this generosity and disinterestedness of Vicramaditya. He accordingly installed Bhartrihari as the ruler of Malwa. Vicramaditya however became the chief manager of the affairs of state, and Ougein was turned into his metropolis.

Bhartrihari, though possessed of a cultivated mind, was of an effeminate character. He spent his time principally in the female apartments, and was averse to the trouble of governing his kingdom. Vicramaitya spoke to him repeatedly on the impropriety of his conduct, but in vain. His admonitions only tended to alienate him from his brother's affection. Bhartrihari, at last, influenced by one of his wives, declined any further communications with Vicramaditya, and desired him not to repeat his visits. Vicramaditya, grieved at the affront, left his brother's kingdom and travelled through different countries, thereby acquiring considerable experience in the arts and policy, as well as the manners and customs of various nations. He visited Dacca, and the place where he resided for a time was called Vicrampur after him, a name which it bears to this day. He went thence to Guzerat and there took up his abode with a merchant.

Meanwhile the infidelity of one of his queens caused Bhartrihari great unhappiness. He was disgusted with the world and adopted the life of an ascetic. The kingdom accordingly was left without a ruler, and the people

কার্য্য সকল বিক্রমাদিত্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে লাগিল এবং উজ্জয়িনী নগরী রাজধানী হইল।

ভর্ত্তৃহরি বিদ্বান্ হইলেও অতিশয় স্ত্রৈণ প্রযুক্ত সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন এবং প্রজা পালনার্থ পরিশ্রমে কাতর হইতেন এনিমিত্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে ঐ দূষ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ফল উৎপন্ন হয় নাই বরং তাঁহার মনে ভ্রাতার প্রতি বিরুদ্ধভাব উদয় হইয়াছিল। ভর্ত্তৃহরি স্ত্রীর কুমন্ত্রণা কুহকে বদ্ধ হইয়া অনুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় সমীপে আসিতে বারণ করিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের নিকট এই প্রকার অপমানিত হইয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এই সময়ে তিনি বিবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ জাতির শিল্প বিদ্যা ও রাজকীয় ধারা এবং রীতি নীতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুদর্শিত্ব উপার্জ্জন করেন অপর ঢাকার দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে স্থান তাঁহার নামানুসারে বিক্রমপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি বিখ্যাত আছে পরে গুজ্জরাট দেশস্থ এক মহাজনের বাটীতে আসিয়া বাস করেন।

ইতিমধ্যে ভর্ত্তৃহরি স্বীয় মহিষীর অসতীত্ব দর্শনে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিলেন এবং সংসারাশ্রমে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহাতে মালুয়া দেশ অরাজক হয় এবং

were obliged to suffer the evils of anarchy and insecurity. Vicramaditya then came forward from Guzerat and assumed the government of Ougeni. His political abilities were hereby fully developed and displayed, and he gradually extended his sway over Bengal, Kuchbehar, Guzerat, Somnath and other countries. The most important principality in India, after the house of Yudhisthira had fallen into insignificance, was Magadha of which Rajagriha was the capital. It was during the dynasty of Sisunaga that Darius Hystaspes subjugated the western parts of Hindustan, and received a tribute amounting to upwards of eight lacs of Rupees. His successor Xerxes received military assistance from India when he set out on his expedition against Greece. The introduction of Budhism by Sakya Sinha or Gautama, son of a prince called Sudhodana, also took place during the ascendency of the house of Sisunaga. The most celebrated king, who afterwards sat on the throne of Magadha was Sandrocottus or Chandragupta, well known as the ally and son-in-law of Seleucus Nicator who succeeded Alexander the Great, as King of Syria. Megasthenes, the ambassador of Seleucus, and the informant of the Greek writers, resided at his court. Of the successors of Chandragupta, who died in 292 B. C, Asoka rendered himself the most illustrious by his encouragement to Budhism, his establishment of medical institutions, and his inculcation of moral precepts. After

প্রজাগণ ধন প্রাণের ভয়ে ঘোর দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল।
বিক্রমাদিত্য ইহা শুনিয়া গুর্জ্জরাট দেশ হইতে আগমন করত
উর্জ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহাতে তাঁহার
বল বীর্য্য ও কর্ম্ম কৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল
তিনি বঙ্গ কোচবেহার গুর্জ্জরাট ও সোমনাথ প্রভৃতি দেশ সকল
ক্রমশঃ অধিকার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের বংশ শ্রীভ্রষ্ট হইলে
পর মগধ রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজগৃহ তাহার রাজ-
ধানী হয় তথায় শিশুনাগ বংশীয় রাজারা যখন রাজত্ব করেন
তৎকালে পারস্যরাজ দেরাইয়স হিস্তাস্পিস ভারতবর্ষের পশ্চি-
মাংশ জয় করিয়া অষ্টলক্ষ মুদ্রার অধিক বাৎসরিক রাজস্ব
গ্রহণ করিতেন, তাঁহার মরণানন্তর জরক্সেস পিতৃপদে অভিষিক্ত
হইয়া গ্রীশ দেশ আক্রমণের উদ্যোগ কালে ভারতবর্ষ
হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন। শিশুনাগ বংশোদ্ভব নৃপতিদের
সময়ে শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গোতম এতদ্দেশের
মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহাদের পর নন্দ মহীপালেরা
মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা
সান্দ্রকত্তস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত, তিনি সিলুকস নাই-
কেতরের বন্ধু এবং জামাতা ছিলেন যিনি আলেগজন্দর রাজার
পরে সিরিয়া দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, ঐ সিলুকসের দূত
মিগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন
তিনিই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত গ্রীক গ্রন্থকারদিগকে জ্ঞাপন
করেন, খ্রীষ্টের ২৯২ বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের লোকান্তর প্রাপ্তি
হয় তৎপরে যে২ ভূপতি হয়েন তাহাদিগের মধ্যে অশোক
রাজা অতি বিখ্যাত, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার করণার্থে
যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং স্থানে২ চিকিৎসালয় স্থাপন
করেন ও সাধারণের প্রতি সুনীতির উপদেশ দিতেন। আলে-

the retreat of Alexander who had advanced as far as the Beyah, or possibly the Sutlej itself, the Greeks had established a kingdom in Bactria (Balk) extending its sway over the greater part of the Panjab. It existed for 130 years and was at last overrun by the Sakas or Scythians. They subdued Western India and were about to spread their conquests in the first century of the Christian era. But Vicramaditya arrested their progress and saved his country from their yoke. He was therefore called Sakari or the enemy of the Sakas. Before he fixed his seat at Malwa he used to reside at Palibothra and Canouge alternately. He also rebuilt Ayodhya which had fallen to ruins.

Sakaditya occupied at that time the throne of Indraprastha, once the capital of Yudhisthira. Vicramaditya felt a desire of reducing him to subjection, and declared war against him after his conquest of Orissa and other provinces. Sakaditya was slain in battle and the king of Ougeni became the supreme lord of the whole country. The glory of Indraprastha as well as of Magadha now departed for ever, and Ougein rose to the honor of being the metropolis of all India.

The life of Vicramaditya is mixed up with a number of absurd stories which Indian writers have invented, with the view of magnifying the glory of their hero. His command over two demons Tal and Vetal, his reception of a throne supported by thirty two idols,

গজেন্দর রাজা বিয়া কাহার২ মতে শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন তাহার প্রত্যাগমন হইলে পর গ্রীকেরা বাক্ত্রিয়া অর্থাৎ বহ্নদেশে এক রাজ্য স্থাপন করে পঞ্জাবের অধিকাংশ সেই রাজ্যের অধীন ছিল ঐ রাজ্য ১৩০ বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া পরে শক অর্থাৎ সিদিয়ান জাতির দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। খ্রীষ্টের পর শত বর্ষের মধ্যে সিদিয়ানেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করত সর্ব্বত্র আপনারদের শক্তি বিস্তার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে দমন করিয়া স্বদেশের মান রক্ষা করেন এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শকারি হইয়াছিল। তিনি মালুয়া দেশে রাজধানী স্থাপনের অগ্রে পালিবথ্র ও কান্যকুব্জ নগরে বাস করিতেন, আর অযোধ্যা পুরীকে উচ্ছিন্ন দেখিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করেন।

যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তৎকালে শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য উড্র প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া শকাদিত্যের প্রভাব ভগ্ন করিবার মানসে যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং তাহাকে রণশায়ি করিয়া সমুদয় ভারতভুমি একচ্ছত্রা করত সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন তাহাতে ইন্দ্র প্রস্থ ও মগধের মহিমা বিলুপ্ত হইল এবং উজ্জয়িনী সমস্ত ভারতবর্ষের রাজপুরী হইয়া উঠিল।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তে অনেক সত্যাসত্য মিশ্রিত উপন্যাস আছে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা রাজার গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ তাহা কল্পিত করিয়া থাকিবেন ফলতঃ বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধি অর্থাৎ ঐ নামে বিখ্যাত দুই দৈত্যকে আপনার শাসনাধীন করা ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সহিত সিংহাসন

his power over a pair of charmers Kubja and Kubji, together with their supernatural feats are related in the spirit of oriental romance. The reader needs not trouble himself with these legends in detail; a few stories are here appended as specimens of the rest.

It is said a hermit was in the habit of presenting the king daily with a fruit called Bel, which the minister of state deposited in the treasury by order. Vicramaditya one day placed one of those fruits in the hands of his monkey, when the animal broke it open with his teeth. The contents of the fruit fell on the ground, and to the no small surprise of the Rajah proved to be precious stones. When the hermit came the king questioned him on the subject of his extraordinary present. The hermit replied that if he was curious to know the secret, he had better accompany him to a certain place. The Rajah agreed, and on the appointed day, the hermit took him to the temple of Kali. The ascetic designed in that solitary place to sever the unprotected Rajah's head from his body with a view to acquire command over two evil spirits Tal and Vetal; but the Rajah, with the assistance of Vetal, who on this occasion related twenty five stories forming the contents of a book, still extant, entitled Vetal Panchavingshati, succeeded in destroying the traitor and making himself master of the devils. He was thus enabled to do whatever he pleased.

লাভ এবং কুবজ্ঞ কুব্জি নামে প্রসিদ্ধ দুই মায়াবিকে বশীভূত করণ আর তাহারদের অদ্ভুত ক্রিয়া এইং বিষয়ের উপকথ পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সামান্য অসম্ভব গল্পের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এসকল অসম্ভব বৃথা জল্পে পাঠকবর্গের মনোযোগ করিবার প্রয়োজন বিরহে সমুদয় বিবরণ না লিখিয়া উদাহরণার্থ কতিপয় কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কথিত আছে একজন সন্ন্যাসী রাজার নিকট প্রত্যহ আসিয়া একটী শ্রীফল উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করিত রাজা ঐ ফল গ্রহণ করিয়া ভাণ্ডারে রাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রি হস্তে সমর্পণ করিতেন। এক দিবস দৈবাৎ ঐ উত্তম ফল এক বানরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে কপির দন্তাঘাতে ফল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার অন্তর হইতে মণি মাণিক্য ভূমিতে পড়িতে লাগিল নরপতি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পর দিবস তাপস আসিলে ঐ আশ্চর্য্য উপঢৌকনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সন্ন্যাসী তাহাকে কহিল যদি এবিষয়ের তথ্য জানিতে বাঞ্ছা করেন তবে আমার সহিত আগমন করুণ, রাজা তাহাতে সম্মত হইলে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহাকে কালিকাদেবীর মন্দিরে লইয়া গেল সন্ন্যাসির মানস ছিল যে ঐ নিভৃত স্থানে রাজাকে একাকী পাইয় তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাল বেতাল সিদ্ধ হইবে কিন্তু বেতালের সাহায্যে রাজা স্বয়ং কালীর নিকট সন্ন্যাসির শিরশ্ছেদ করিয়া তাল বেতাল সিদ্ধ হইলেন এবং এই প্রভাবে যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন ঐ সময়ে বেতাল রাজাকে যে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যান কহে তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে।

It is also said that on one occasion there was a dispute as to the relative merits of Rambha and Urvasi, two dancing girls in the court of Indra. Vicramaditya was sent for, and the opinion which he expressed, gave so much satisfaction to Indra, that he presented the Rajah with a throne supported by thirty-two statues. It is said Vicramaditya reigned for many years sitting on that throne; and it is added that the throne in question possessed such talismanic virtues that whoever sat on it, could instinctively administer justice in the most satisfactory manner. The throne was buried after the death of the Rajah.

The account of the death of Vicramaditya also abounds in legendary tales. The Rajah had propitiated the goddess Kali by the adorations he paid to her; she rewarded his piety by revealing to him that his life could be in no danger but from one man of extraordinary birth. Vicramaditya was anxious to ascertain who this *extraordinary* person could be, and accordingly deputed his spirit Vetal to procure him the desired information. The demon executed the commission with success, and said on his return, that the daughter of a potter in Pratishtanapura was delivered of a son three months beyond her time, and that the child was found playing with horses, elephants, and soldiers, all made of clay. He was forming these toys into lines in battle array, and putting himself at their head as a general. On the receipt of this in-

আরও কথিত আছে কোন সময়ে ইন্দ্রের সভাতে রম্ভা ও উর্ব্বশীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসার্থ বিক্রমাদিত্য আহূত হন তিনি তদ্বিষয়ের যে সমাধা করেন ইন্দ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা বাহিত সিংহাসন প্রদান করেন বিক্রমাদিত্য ঐ সিংহাসনে বসিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ঐ সিংহাসনের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল যে ব্যক্তি তাহাতে বসিতেন তিনিই স্বভাবতঃ সদ্বিচার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাহা ভূমিসাৎ হয়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু বিবরণও অলীক কথায় পরিপূর্ণ, কথিত আছে তিনি কালীর পূজা করাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে ধরণীমণ্ডলে অদ্ভুত জাত এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেক না, সেই অদ্ভুত ব্যক্তির নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয় এবং বেতালকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন বেতাল অন্বেষণ করত তত্ত্ব জানিয়া নিবেদন করিল যে প্রতিষ্ঠানপুরে এক কুম্ভকারের কন্যা দ্বাদশমাস গর্ভ ধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছে ঐ কুমার বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতিপয় মৃত্তিকা নির্ম্মিত অশ্ব গজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্যূহরচনা করত স্বয়ং সেনাপতির কর্ম্ম করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ

telligence, Vicramaditya marched with his forces and challenged the boy, whose name was Salivahana, to battle. The boy immediately animated his mud horses, elephants, and soldiers, by means of magic, and commenced the engagement, in which he at last triumphed over the Rajah and severed his head from the body.

Stories like the above indicate the vitiated taste of our narrative writers, and throw the most formidable obstacles in the way of antiquarians, desirous of rescuing from oblivion the events of past ages, and unwilling to pass mere fictions for accredited facts. The fabricators of the legends aforesaid, no doubt meant only to extol the virtues of a successful and beneficent king, whose policy was equal to the dangers besetting him, and whose foresight could repel the efforts of external aggression and internal treason; and who fell at last only before a ruler of still more extraordinary abilities than himself. In the opinion of some interpreters the mysterions legend of the death of Vikramaditya signified nothing more than that his era, or the Samvat, was to be superseded by that of Salivahaṇa, or the *Saka*. It is stated in the Mahratta chronicles that Salivahana, having fought for a long time with Vicramaditya, concluded a treaty with him, by which it was stipulated that the Narmada (Nerbudda) should be the southern boundary of Vicramaditya's dominions and the northern limit of

শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করত শালিবাহন নামক ঐ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ করণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দ্দম নির্ম্মিত অশ্ব গজ সৈন্য সামন্তকে ইন্দ্রজাল শক্তি দ্বারা সজীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুণ্ডপাত করিল।

এই প্রকার অলীক গল্পে বোধ হয় আমারদের ইতিহাস রচকদিগের মানসিক ভাব অত্যন্ত বিকৃত ছিল সুতরাং যাহারা পূর্ব্বতন কালের বৃত্তান্ত মনুষ্য বর্গের স্মরণে রাখিতে চাহে অথচ অমূলক কল্পিত জল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করেনা তাহারদের চেষ্টায় ঐ সকল লেখকদিগের রচিত গল্পাদি ঘটিত বৃত্তান্ত ভয়ানক বাধা দেয় ঐ গল্প রচক দিগের তাৎপর্য্য এই যে এমত ক্ষমতাবান্ ও প্রজা বৎসল রাজার গুণ কীর্ত্তন করিবেন যিনি নানাবিধ আপৎগ্রস্ত হইলেও বুদ্ধি কৌশল ও বিজাতীয় পরিণাম দর্শিতা গুণদ্বারা বিদেশীয় শত্রু ও স্বদেশীয় বিদ্রোহি সকলের দমন করণে সমর্থ ছিলেন আর অবশেষে অপূর্ব্ব বলবন্তর নৃপতির আক্রমণে বিনষ্ট হয়েন। কোন২ সিদ্ধান্তকারের মতে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু সম্বন্ধীয় অদ্ভুত বিবরণের অর্থ এই যে তাঁহার বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ শালিবাহনের বর্ষ অর্থাৎ শকাব্দা প্রচলিত হওয়াতে বিলুপ্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে লিখিত আছে যে শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের সহিত ব্যাপক কাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এই পণে সন্ধি করিয়াছিল যে নর্ম্মদা নদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা এবং আপনার রাজ্যের উত্তর সীমা থাকিবেক এবং

Salivhanas's. Their respective epochs then became current in their respective territories.* Agreeably to the popular belief Vicramaditya died in 3044 Cali Yuga† and 56 B. C. from whence the commencement of the Samvat is dated. It is still prevalent in Telinga and other countries. The era of Salivahana is called Saka or Sakabda. It commences at 78 A. D. There being an interval of 134 years between the Samvat and the Saka, doubts are entertained as to Vicramaditya and Salivahana having been contemporaries. The only way of removing these doubts is by supposing the Samvat to date from the *birth* of Vicramaditya, and the Saka from the *death* of Salivahana. Agreeably to this supposition Vicramaditya was *born* in 56 B. C.

Some are of opinion that Vicramaditya was a monotheist. He planted an image of the goddess Kali in a temple only in accommodation to the prejudices of his people. This encouragement of popular opinions and practices, which he believed to be unsound, was inconsistent with his own more elevated sentiments, and therefore morally reprehensible. He seems to have looked down with contempt on the doctrines he virtually professed by conforming to them in his con-

---

* Salivahana removed his metropolis to Pratisthana from Tagara. Pratishthana is mentioned in the Periplus under the name of Plithana. It is on the Banks of the Godavari and now called Mungy Pukun.

† It is said in the Skanda Purana (*Kumarica Khanda*) that the reign of Vikramaditya began in 3020 Cali Yuga.

তৎপরে তাঁহারা উভয়ে স্ব২ রাজ্যে আপন২ শক প্রচলিত করিয়া ছিলেন *। সাধারণের মতে কলিযুগের † ৩০৩৪ বর্ষে খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় আর সেই অবধি সম্বৎ বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি ঐ গণনা চলিত আছে, শালিবাহনের বর্ষের নাম শক অথবা শকাব্দা খ্রীষ্টীয় ৭৮ বৎসরে তাহার আরম্ভ হয়, সম্বৎ ও শকাব্দার অঙ্ক পরস্পর ব্যবকলন করিলে ১৩৫ বৎসর অন্তর থাকে সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন যে এক কালে উদয় হইয়া ছিলেন তাহাতে মহা সংশয় জন্মে এসংশয় ছেদ করিবার কেবল এক মাত্র উপায় দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সম্বৎ গণনা ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দার আরম্ভ কল্পনা করিলে এবিষয়ের সমন্বয় হইতে পারে এবং এপ্রকার গণনানুসারে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

কেহ২ কহে বিক্রমাদিত্য এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন তবে যে কালিকা দেবীর মন্দিরে দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন সে কেবল সাধারণ লোকদিগের সন্তোষার্থ, একথা সত্য হইলে লৌকিক মত ও আচার দূষ্য বোধ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানির উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই সুতরাং তাঁহার আচরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে কেননা তিনি যে মতানুসারে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতেন মনে২ তাহাতে বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা ছিল, পরন্তু সাধারণ লোকের অবিদ্যার প্রতিপক্ষ হইয়া স্ব২ মতানু-

---

* শালিবাহন টেগরা হইতে প্রতিষ্ঠান পুরেতে রাজধানী লইয়া যান ঐ প্রতিষ্ঠান প্লিথনা নামে পেরিপ্লস গ্রন্থে বিখ্যাত আছে। গোদাবরী তীরস্থ ঐ স্থানকে এক্ষণে মঙ্গি পল্টন কহা যায়।

† স্কন্দ পুরাণের কুমারিকা খণ্ড লিখে কলি যুগের ৩০২০ বর্ষে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ হয়।

duct; the difficulty exprienced even by crowned heads in steadily following out their own principles in opposition to prevalent errors, palliates his weakness. He was however a friend to universal toleration. He allowed the conflicting sects, then existing in his kingdom, to adhere unmolested to their respective opinions. The violent contentions between the followers of the Brahminical and Budhistical persuasions are well known in all parts of India; and yet Vicramaditya could not be persuaded to exercise his royal prerogatives to the prejudice of either. The poet Kalidasa and the lexicographer Amara Singha were of opposite sentiments, and yet both were included in the number of the nine scholars patronized by Vicramaditya, and celebrated under the name of the Navaratna. Kalidasa was in high favor with the king, and Amara Singha was one of his confidential courtiers constantly attending his person. Vicramaditya felt no way indisposed to associate with a follower of the Budhist creed or to acknowledge the excellencies visible in his character. In Vicramaditya was seen one certain mark of an enlarged mind, possessing vast power he never in the exercise of it transgressed the bounds of toleration. It is said that the virulence of religious partizanship was much abated in his reign, and that it was this circumstance which enabled him so freely to allow liberty of conscience. If there was really such absence of a persecuting spirit among the peo-

যায়ি ব্যবহার করা রাজারদের পক্ষেও সুকঠিন একারণ বিক্রমাদিত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না, যাহা হউক তিনি কাহাকেও স্বং মতানুযায়ি ধর্ম্ম সাধন করিতে বাধা দেন নাই যে ব্যক্তি যে মতাবলম্বী হউক সকলকেই অবাধে স্বং মতানুসারে কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যে বিরোধ ও তুমুল কলহ হইত তাহা ভারতবর্ষের কোন খণ্ডে অপ্রকটিত নাই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোন দলের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য করত রাজ শক্তি প্রকাশ করেন নাই, কবিবর কালিদাস ও কোষকার অমর সিংহ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বি হইলেও উভয়েই নবরত্ন নামে বিখ্যাত রাজপণ্ডিতের মধ্যে গণিত ছিলেন, কালিদাস রাজার নিকট মহা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন আর অমর সিংহও তাঁহার অতি বিশ্বাস পাত্র ছিলেন ও সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকিতেন রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রে যেং গুণ দেদীপ্যমান ছিল তাহাও স্বীকার করিতে ঘৃণা করেন নাই যাহা হউক বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এই এক মহানুভবত্বের বিশেষ লক্ষণ বটে যে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও প্রজার মানসিক স্বাধীনতার ব্যতিক্রম করেন নাই। কেহং কহেন তাঁহার রাজ্য কালে প্রজা পুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শিথিল হইয়াছিল এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্বং অভিমতানুসারে ধর্ম্মসাধন করিবার অনুমতি সহজে

ple, it was perhaps at the same time both a cause and an effect of the king's liberal measures.

Nor are other and more decisive proofs wanting of Vicramaditya's mental greatness. He was at the time supreme ruler of India, and had absolute command over all her wealth and resources; and yet he was free from those luxurious and indolent habits to which Asiatic monarchs in the height of their prosperity have been generally subject. He was so indifferent to his own pleasures, that he slept on a common bed, and drank water from earthen pots. In respect of good government, justice, and wisdom he had rendered himself so illustrious that poets and historians have studied emulously to recount his merits. He had acquired a large fund of useful information by travelling through various parts of India. He had bestowed no small labour himself on the cultivation of letters, and was an eminent encourager of learning in those around him. It is said that he composed and wrote with his own hand a treatise on geography. There is an anecdote of his encountering a female cannibal and unravelling certain riddles proposed by her, which shows that he was possessed of much ingenuity. The Rakshasi appeared before him and said, she would put him several questions, and unless he promptly answered them, she would cause great devastation among his subjects. The following were the questions together with the king's answers.

প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, যদি প্রজারা বাস্তবিক তৎকালে মাৎসর্য্য হীন হইয়া থাকে তবে তাহাকেই রাজার সদাশয়ত্বের হেতু ও ফল স্বীকার করিতে হইবে।

বিক্রমাদিত্য যে সদাশয় ছিলেন তাহার আরো ভূরিং প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি সমুদয় ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিয়া দেশীয় সমস্ত সম্পত্তি ও বিভব নিজস্ব বলিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন তথাচ এস্যা খণ্ডস্থ অন্যান্য ঐশ্বর্য্যশালি ভূপতিরদের ন্যায় ঐহিক সুখভোগে আসক্ত অথবা পরিশ্রম করণে কাতর হয়েন নাই বরং তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগে এতাদৃশ বিতৃষ্ণা ছিল যে সামান্য শয্যাতে শয়ন ও মৃত্তিকার পাত্রে জলপান করিতেন। রাজ্যের শাসন সুবিচার ও নিজ বিজ্ঞতায় তাঁহার যশ এমত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল যে কবি ও পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাঁহার গুণ বর্ণনে পরস্পর অতিরিক্ত লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তিনি অনেক দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক নানা প্রকার হিতকারক জ্ঞান রাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন আর অন্যের বিদ্যাধ্যয়নে মহোৎসাহ দিতেন এবং আপনিও বিদ্যানুশীলনে অল্প পরিশ্রম করেন নাই, কথিত আছে তিনি ভূগোল বৃত্তান্ত বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়া স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক রাক্ষসীর সহিত সন্দর্শন ও তাহার সমস্যাপূরণ বিষয়ক এক গল্প আছে তাহাতেও তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পায়। ঐ রাক্ষসী কোন সময় তাঁহার নিকট আসিয়া কহিয়াছিল যে আমার কএক সমস্যা আছে যদি শীঘ্র তাহার পূরণ না কর তবে তোমার রাজ্যস্থ প্রজাদিগকে সংহার করিব। নিশাচরীর সমস্যা ও রাজার উত্তর এস্থলে লেখা যাইতেছে, যথা।

Q. " What is of more weight than the earth? what is higher than the sky? what is lighter than grass? and what moves swifter than the wind.?"

A. " A mother is of more weight than the earth in respect to the reverence due to her; a father is higher than the sky; a beggar is lighter than grass; and thought moves swifter than the wind.

Q. " How is virtue begotten, how is it followed out how established, and how destroyed.?"

A ." Virtue is begotten by benevolence, followed out by means of truth, established by forbearance, and destroyed by selfishness."

Q. " Who may be styled the Maharaja? who the Vaitarani river? who the Kamadhenu? and whose satisfaction makes the mind content.?"

A. " He who rules his subjects virtuously is the Maharaja; hope is the Vaitarani river; learning is the Kamadhenu, and the mind becomes content when the Supreme Spirit is satisfied."

The female cannibal was pleased with these answers, and returned in peace.

There had been many kings of the solar and lunar aces powerful as rulers, and distinguished for extraordinary measures of internal policy, and for military heroism in the field of action. There had been many who held out premiums to the Brahmins for the cultiva ion and propagation of learning, and who gave encouragement to the peaceful arts of life. But no crown-

প্রশ্ন। পৃথিবী হইতে গুরুতরা কে, গগণ হইতে উচ্চ কে, তৃণ হইতে লঘুতর কে, এবং পবন হইতে বেগগামী কে?

উত্তর। জননী পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, পিতা গগণ হইতেও উচ্চ, ভিক্ষুক তৃণ হইতেও লঘুতর এবং মন পবন হইতেও বেগগামি।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম কিপ্রকারে জন্মে, কি প্রকারে প্রবৃত্ত হয়, কি প্রকারে স্থাপিত হয়, এবং কিপ্রকারেই বা বিনষ্ট হয়?।

উত্তর। দয়াতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সত্যেতে প্রবৃত্তি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে বিনাশ হয়।

প্রশ্ন। মহারাজ কাহাকে কহা যায়, বৈতরণী নদীই বা কে, কামধেনু কে ও কাহার সন্তুষ্টি হইলে মনে সন্তোষ জন্মে?।

উত্তর। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করেন তিনিই মহারাজ, আশাই বৈতরণী নদী, বিদ্যাই কামধেনু, আর পরমাত্মার তুষ্টিতেই মনের তুষ্টি।

এইরূপ সমস্যা পূরণ হওয়াতে রাক্ষসী তুষ্টা হইয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করে।

চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় অনেকং নরপতি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন এবং স্বং রাজ্য পালনে অদ্ভুত কৌশল অথবা রণক্ষেত্রে বিচিত্র বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিখ্যাত হইয়াছিলেন আর বৃত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রবৃত্ত করাইতে ও সুখকর শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে অনেকেরেই যত্ন ছিল কিন্তু কোন মহীপাল পণ্ডিত গণের গুণ

ed head appears to have equalled Vicramaditya in his appreciation of intellectual greatness, and in his patronage of literature, art, and science.

The age in which this prince flourished was a remarkable era in the history of the world. Both Europe and Asia were in a state of mental and moral excitement. It was the age in which Roman literature reached its greatest perfection, and in which the principles of the Christian religion were first taught, and these are the two influences which have most signally contibuted to polish and to purify the manners and the institutions of modern Europe. While Vicramaditya wielded tne sceptre of India, Augustus was the emperor of Rome. A rich group of scholars flourished in his reign. The cultivation of letters was the order of the day. Here was a Livy, an inmate of the palace, discussing with the Emperor the outlines of history; there was a Virgil melodiously chanting the adventures of Æneas. Here was a Horace setting forth the soft blandishments of poetry, and thereby striving to gratify and captivate the imagination; there was an Ovid exhibiting, with the attractions of verse and metre and under mysterious symbols, the mutations incident to this transient world. Genius and erudition met with liberal encouragement from Macænas, the friend and counsellor of the emperor, whose patronage of learning and art was a model for princes and statesmen in all ages. In the midst of the miseries occasioned by foreign wars or domestic commotions, in Europe and

গ্রহণে অথবা পদার্থ সাহিত্য শিল্পাদি বিদ্যার সমাদরে বিক্র মাদিত্যের তুল্য যশস্বী হইতে পারেন নাই।

বিক্রমাদিত্যের কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচিত্র ঘটনা হয় ইউরোপ এবং এস্যা উভয় খণ্ডেই বিদ্যা ও সুনীতির বিষয়ে বিলক্ষণ ঔৎসুক্য প্রকাশ হইয়াছিল, তৎকালে রোমানদিগের বিদ্যার সম্পূর্ণ পরিপক্বতা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষার উপক্রম হয় ঐ দুই মূল কারণেই ইদানীন্তন ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রাজনীতির বিশেষ শোধন হইয়াছে। যৎকালীন বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজা ছিলেন তৎকালীন অগস্তস রোম দেশে রাজ শাসন করেন সে সময়ে ঐ দেশে বিবিধ প্রকার বিদ্বানের উদয় হইয়াছিল এবং অহরহ বিদ্যার চর্চ্চা হইত, লিবি নামে গ্রন্থকার রাজ বাটীর মধ্যেই সম্রাটের সমক্ষে পুরাবৃত্ত রচনার স্থূল তাৎপর্য্যের বিচার করিতেন, কোন স্থানে বর্জিল ইনিএসের ভ্রমণাদির বৃত্তান্ত মধুর স্বরে গান করিতেন, কোন স্থানে বা হোরেস কবিতার রস লালিত্য বিস্তার করত শ্রোতার মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণ করিতে যত্ন করিতেন, আর কোন আশ্রমে ওবিদ মনোহরছন্দে শ্লোক রচনা করত অদ্ভুত গল্প দ্বারা এই সংসারের নানা প্রকার বিকারের বর্ণনা করিতেন। সম্রাটের বন্ধু-অথচ অমাত্য মেসিনাশও যথেষ্ট বদান্যতা পূর্ব্বক যাবদীয় বিদ্বান ও বুদ্ধি জীবি লোকের সমাদর করিতেন এবং সাহিত্য ও শিল্প বিদ্যার মহা উৎসাহ দিতেন সর্ব্ব কালের রাজা ও রাজ পুরুষদের পক্ষে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইউরোপ এবং এস্যাখণ্ডে

in Asia, it is always pleasing to reflect on peaceful epochs like the reign of Augustus, when the sovereign himself delighted to forward the progress of education and the cultivation of letters. Macænas entertained and exemplified the most liberal views on the diffusion of knowledge, and had endeared himself to the Romans to such a degree that they exclaimed at his funeral, "It would have been well for them if he had never died!"

But the most remarkable event in the age of Vicramaditya, * though it was little known or thought of at the moment, was the birth of Jesus Christ in Bethlehem of Juedea. The doctrines and precepts which he proclaimed, caused an entire change of opinion in Europe in the course of a few centuries, and introduced a new spirit, the influence of which is to this day visible in the civilization and moral elevation of most of the nations in that quarter.

It is also interesting to observe that the emperor of China somewhat later than Vicramaditya sent, (as has been noticed in the life of Confucius, †) an em-

---

* If Vicramaditya died in 56 B. C., that is to say if the Samvat is dated from his death, he could not of course have been contemporary with Christ; and Augustus must have been a mere infant of six years at the time. But in order to reconcile the interval between the Samvat and the Saka, with the fact of his being contemporary with Salivahana, we have supposed the one to date from the *birth*, and the other from the *death* of the respective princes from whom they originated. Under this supposition, Vicramaditya was only six years younger than Augustus, and must have been in his glory when Christ was born. Mr. Marshman says he began his reign in 56 B. C. (*Hist of India* p. 53.)

† See the Life of Confucius page 44.

বিদেশীয় সংগ্রাম ও স্বদেশীয় বিদ্রোহিতায় যেহ অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে তাহার বিবরণের মধ্যে অগস্তসের রাজত্ব কালের ন্যায় বিরোধ রহিত সময়ের বৃত্তান্ত বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণে সুখোদয় হয় রাজা তৎকালে স্বয়ং আমোদ করিয়া বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যা বিতরণে উৎসাহ দিতেন আর মেসিনাশ সদাশয় প্রযুক্ত প্রজা বর্গের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, রোমানেরা তন্নিমিত্ত তাঁহার এমত অনুরাগ করিত যে তাঁহার মরণানন্তর দেহের সমাধি করণ সময়ে একচিত্তে কহিয়াছিল " ইনি চিরজীবী হইলে আমারদের মঙ্গল হইত" ।

বিক্রমাদিত্যের কাল পূর্ব্বাপেক্ষা আর এক ঘটনায় মহোজ্জ্বল হয় সে সময়ে সকলে তাহা জানিতে পারে নাই বিবেচনাও করে নাই অর্থাৎ ঐ সময়ে য়িহুদা দেশস্থ বেথ্লেহেম নগরে যিসু খ্রীষ্টের জন্ম হয়*। তিনি যে উপদেশ ও নিয়ম প্রচার করেন অল্পকালের মধ্যে তদবলম্বনে ইউরোপের সর্ব্বত্র লোকদিগের মতান্তর হইয়া উঠে তাহাতে সাধারণের মনে নূতন ভাবের উদয় হয় আর ঐ খণ্ডের প্রায় সর্ব্বজাতি সভ ভব্য ও নীতিজ্ঞ হয় তাহার লক্ষণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে।

---

* খ্রীষ্টের ৫৬ বর্ষ পূর্ব্বে যদি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার মরণাবধি যদি সম্বৎ গণনা হইয়া থাকে তবে সুতরাং তিনি খ্রীষ্টের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না এবং অগস্তস তাঁহার মৃত্যু সময়ে ছয় বৎসরের শিশু মাত্র ছিলেন কিন্তু শালিবাহনের সহিত তাঁহার এক কালে বর্ত্তমান থাকিবার প্রস্তাবে সম্বৎ ও শকাব্দার সমন্বয় করণার্থ আমরা অনুমান করিয়াছি যে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হইতে সম্বৎ গণনা ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দার গণনারম্ভ হয় তাহাতে

bassy to India with a view to discover who the extraordinary personage was to whom Confucius was supposed to make reference in one of his sayings. It is said the embassy served only to vitiate the simplicity of the opinions held by the Chinese. The ambassadors returned reporting the advent of a religious teacher named Fo in India. It was perhaps Budhism which was hereby communicated to China.

The age of Vicramaditya was also a great epoch in the history of the Sanscrit language. Like Augustus he fostered the growth of learning and held out encourgements to the literati. There were nine eminent scholars around his person commonly known by the name of the *Navaratna* or the nine gems; viz, Dhanwantari, Kshapanaka, Amarasinha, Sanku, Vetalabhatta, Ghatakarpara, Kalidas, Varahamihira, and Vararuchi. These great personages exhibited wonderful proficiency in various departments of knowledge. They were most of them eminently distinguished as poets. Amara Singha was the author of a metrical lexicon which enjoys high reputation to this day, and is committed to memory by every aspirant after Sanscrit scholarship.

Varahamihira acquired great celebrity as an astronomer, and is supposed to have been the author of the

ঐস্থলে আর এক আমোদ জনক বিষয় এই যে বিক্রমাদিত্যের কিয়ৎকাল পরে চীন দেশের মহীপাল পরম্পরা গত জনশ্রুতি প্রমাণ কংফুছের * কথিত অদ্ভুত পুরুষের বিষয় নির্ণয় করিবার মানসে ভারত বর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন কংফুছের জীবন বৃত্তান্তে ইহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে কথিত আছে ঐ দূতেরদের দ্বারা চীন জাতীয়দের মতের সারল্য ভ্রষ্ট হয় দূতেরা প্রত্যাগমন পুর্ব্বক কহিয়াছিল ভারতবর্ষে ফো নামা একজন ধর্ম্মোপদেশক অবতীর্ণ হইয়াছেন বোধ হয় চীন দেশে এই প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়।

বিক্রমাদিত্যের কাল সংস্কৃত বিদ্যার চালনাতেও মহোজ্জ্বল হয়, তিনিও অগস্তসের ন্যায় বিদ্যার অনুশীলন ও পণ্ডিত সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাঁহার সভাতে নব রত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম, ধন্বন্তুরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির, বররুচি। ঐ সকল মহোপাধ্যায়দিগের নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, সকলেই প্রায় কাব্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শি ছিলেন, অমরসিংহ পদ্যেতে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে এবং সংস্কৃত বিদ্যার্থি মাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন।

বরাহ মিহির জ্যোতির্বিদ্যায় নৈপুণ্য প্রযুক্ত বিখ্যাত ছিলেন, অনুমান হয় তিনিই পদ্য রচিত সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামে

---

বিক্রমাদিত্য অগস্তস অপেক্ষা ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ হয়েন এবং খ্রীষ্টের জন্ম কালীন অবশ্য প্রবল প্রতাপ ছিলেন পরন্তু মার্সমেন সাহেব কহেন বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৬ বর্ষ পূর্ব্বে রাজ্যারম্ভ করেন ( ভারত বর্ষের পুরাবৃত্ত )।

* ৪৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টিপাত কর।

famous versified treatise on Astromomy and Geography, the Surya Siddhanta. This work together with the Siddhanta Shiromani by Bhaskaracharya, also in metre, is indicative of the progress the Hindus had made in scientific speculations. It is said that Bhaskaracharya was another name for Varahamihira himself, and that he published several other works under that appellation. These works were made known by Hindu physicians at the courts of Harrun-al-Rashid and Mansur of Bagdad, and to them it is probable the Arabians were partly indebted for their knowledge of Astromomy.*

Vetal Bhatta was the reputed author of the Vetal Panchavingshati, a work full of popular legends of the days of Vicramaditya, and still extant in Sanscrit, Bengali, and Hindui. And Vararuchi was, in the opinion of some, the inventor of the story of Vidya and Sundara, which was worked up, many centuries afterwards, nto a Bengali poem by the celebrated Bharata Chandra of Rajah Krishna Chandra Roy's Court at Nuddea.

But Kalidasa reflected the greatest lustre on the court of Vicramaditya. Highly cultivated as the Sanscrit language had been from remote ages, it was still further enriched by the genius of this last named Scholar. The first fruits of Brahminical talent were the hymns and prayers contained in the

* Professor H H. Wilson—Journal of the Royal Asiatic Society no XI.

ভূগোল খগোল বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহকার, হিন্দু জাতিরা পদার্থাদি শাস্ত্রে কিপর্য্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিল ঐ সূর্য্য সিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের রচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, কথিত আছে বরাহ মিহিরেরি নামান্তর ভাস্করাচার্য্য এবং তিনি ঐ নামে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন, বগদাদ নগরীয় হারুণ আল্‌রসিদ ও মানসরের সভাস্থ হিন্দু ভিষজেরা উক্ত গ্রন্থ সমূহ প্রচার করেন বোধ হয় আরবি লোকেরা তাহাতে খগোল বিদ্যানুশীলনে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

কথিত আছে বেতালভট্ট বিক্রমাদিত্য ঘটিত বহুবিধ গল্প বিষয়ক বেতাল পঞ্চ বিংশতি নামক গ্রন্থের রচনা করেন ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষাতে অদ্যাপি চলিত আছে কেহ২ বলেন বররুচি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখি-য়াছিলেন তাহা অনেক কাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে সংগৃহীত হয়।

নব রত্নের মধ্যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহোজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, অনেক কালাবধি পণ্ডিতবর ঋষিরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন বটে কিন্তু কালিদাসের ভাব শক্তিতে ঐ ভাষা আরও উন্নতি শালিনী হয়, বেদের অন্তর্গত সংহিতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দিগের পাণ্ডিত্যের

Vedas. Valmiki was the next great aspirant after literary fame, and *sang melodiously* of *Rama Chandra, mounted on the branch of poesy.** After him came the celebrated Vyasa, the reputed author of the Puranas, recounting the exploits of heroes, and imparting to his writings the factitious ornaments of romance and fiction. In point of poetic excellence, however, Kalidasa is considered far superior to the authors of the Ramayana and the Mahabharat. Great is indeed the reverence in which those works are held, and high is the value which antiquarians must set upon them, as the only sources from which any light can be expected on the manners and opinions of generations whose history has perished, but they are seldom to be found in the hands of students aspiring to literary distinction. They are scarcely read except by men of the Pouranic profession, depending for their livelihood on the recital of ancient tales and ballads. The works of Kalidasa on the contrary form essential parts of a liberal education. His genius as a poet and a dramatist is still considered unrivalled. Sir William Jones has for this reason honoured him with the title "of the Hindu Shakespeare." His Sacuntala is admired by natives and foreigners, and has been translated into the English, French, and German languages. He was also the author of Vicramorvasi, Hasyarnava, and Malavi-

* *Ramayuna* Book I.

প্রথম জাত ফল পরে বাল্মীকি কবি যশের আকাঙ্ক্ষায় কবিতা লতার* শাখারূঢ় হইয়া রামচন্দ্রের উপাখ্যান মধুরাক্ষরে গান করেন, অনন্তর অষ্টাদশ পুরাণ রচক বলিয়া বিখ্যাত ব্যাস ঋষির উদয় হয় তিনি বিবিধ রস ও অলঙ্কারের সহিত শূরবীর গণের ইতিহাস বর্ণনা করেন কিন্তু কালিদাসের রচনা কাব্যরসে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকে পুরাণাদির প্রতি লোক সমাজের মহতী শ্রদ্ধা আছে বটে ফলতঃ পূর্ব্বতন কালের যথার্থ বৃত্তান্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য কেবল পুরাণের মূল কথা হইতে তখনকার চলিত মত ও লোকাচারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সংকলন করা যায় অতএব প্রাচীন বিবরণের অনুসন্ধান কারিরা অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থকে মহামূল্য বোধ করিতে পারেন তথাচ বিদ্যার্থি ছাত্রগণ তাহাতে প্রায় হস্তক্ষেপ করেনা আর পুরাণ ব্যবসায়ি লোক অর্থাৎ পূর্ব্বতন গল্প ও কবিতা পাঠই যাহারদের উপজীবিকা তদ্ভিন্ন অন্য কেহ প্রায় তাহার পাঠও করে না পরন্তু কালিদাসের রচনা তদ্রূপ নহে তাঁহার কাব্যাদি রচিত গ্রন্থ সাহিত্য বিদ্যার প্রধান অঙ্গ স্বরূপে ধার্য্য হইয়াছে সকলেই কাব্য ও নাটক বিষয়ে তাঁহার ভাব শক্তি অদ্যাপি অতুল্য জ্ঞান করেন একারণ স্যার উলিয়ম জোন্স তাঁহাকে "হিন্দুদের সেক্সপিয়র রূপী" বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন, স্বদেশি বিদেশি সকলেই তাঁহার রচিত শকুন্তলা নাটকের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং তাহা ইংরাজি ফেঞ্চ ও জর্মান ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তিনি বিক্রমোর্ব্বশী, হাস্যার্ণব এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নামক

---

* রামায়ণ আদিকাণ্ড।

kagnimitra; and contributed, by poems of other discriptions, to the intellectual gratification of the literary community. His Raghu Vansa, Kumara Sambhava, Nalodaya, Meghaduta, Sringara Tilaka, Prosnottara Mala, Sruta Bodha, and Ritusanhara are in high repute with every scholar, notwithstanding the indelicate figures and puerile alliterations by which some of them are characterized. The fame of Kalidasà spread far and wide among his contemporaries. Many a pundit, proud of his literary exhibitions in the courts of other Rajahs, was mortified to find that the victorious wreaths with which he had been crowned elsewhere, soon faded away on his appearance at Ougein. Kalidasa threw all others in the shade by his superior talents. His great rival Ghatakarpara had long contended with him for the laurels of poetry, but was at last obliged to yield and to acknowledge his inferiority. It is no small honor to Kalidasa that his competitor has himself testified to his intellectual pre-eminence in the following Sloka;

"Of all flowers, the *Jati* is the fairest; of all cities, Kanchi is the most renowned; of all males, Vishnu is the noblest; of all women, Rambha is the most beautiful; of all rivers, the Ganges is the most holy; of all kings, Rama was the most illustrious; of all poems, the Magha is the most excellent; and of all poets, Kalidasa is the most gifted."

Besides the encouragement which Vicramaditya liberally held out to contemporary scholars, he paid great attention to the preparation of correct copies of

গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য কাব্য রচনা করিয়া বিদ্যানুরাগি পণ্ডিত ব্যূহের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত, শৃঙ্গার তিলক, প্রশ্নোত্তর মালা, শ্রুতবোধ, ঋতু সংহার, প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যদিও কোন২ স্থলে অশ্লীল দোষ ও ব্যর্থ যমকাদি আছে তথাপি তাহা পণ্ডিত মাত্রের আদৃত হয়। কালিদাসের যশ তৎকালীন লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ভূরি২ পণ্ডিত অন্যান্য রাজ সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে জয় করত মহাগর্ব্বে উজ্জয়িনীতে তাদৃক আশায় আগত হইতেন কিন্তু তাহারদের অন্যত্র লব্ধ বিজয়পত্রিকা কালিদাসের পাণ্ডিত্য জ্যোতিতে শীর্ণ হইয়া যাইত, কালিদাস নিজ উজ্জ্বল প্রভায় তাহারদের দীপ্তি মলিন করিয়া দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর কালিদাসের সহিত অনেককাল পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পরাভব স্বীকার করেন।

কালিদাসের এই এক মহা যশ যে ঐ ঘটকর্পর তাঁহার চির বিরোধী হইয়াও অবশেষে নিম্ন লিখিত শ্লোকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন যথা।

কুসুম সমূহ মধ্যে জাতী মনোহর।
নগর নিকর মধ্যে কাঞ্চী রম্যতর॥
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারীবরা।
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা নদী পুণ্যতরা॥
সাহিত্যেতে মাঘ কাব্য সতত বিরাজে।
কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে॥

বিক্রমাদিত্য কেবল নব্য পণ্ডিতদিগের মহা সমাদর করিতেন এমত নহে প্রাচীন পুরাণাদি পুস্তক শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত কর-

the more ancient poems. He personally travelled to Benares, and invited the most distinguished men of that seat of learning to read the Puranas. As those works were generally written on detached palm leaves, they were always subject to confusion, and in danger of being lost through want of care. The Rajah got them properly collated and arranged under the editorial management of Kalidasa. It was by him that the text of the Ramayana and the Mahabharat was settled in its present form. His services to the Puranas were in this respect analogous to those rendered by the poets in the court of Pisistratus to the works of Homer.

Before concluding this sketch of the life and times of Vicramaditya we shall advert to a fact, attested by Greek and Roman historians, from which it would appear that the Hindus were not, in those days, altogether opposed to travelling beyond the limits of their own *Aryavarta*, and that they had turned their attention to the study of the Greek Language. Strabo says on the authority of Nicolaus Damascenus that ambassadors * were sent from India to the emperor Augustus, carrying with them presents of various curious animals not commonly to be seen at Rome. Among the presents were a man born without arms and capable of performing manual functions by means of his

* The fact of the Indian embassy to Rome has already been noticed in the History of Rome Part II. See *Encyclopædia Bengalensis* no IV. p 67.

নার্থও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং ঐ অভিপ্রায়ে স্বয়ং বারাণসীতে প্রস্থান করিয়া তথাকার মান্যবর পণ্ডিতগণকে পুরাণ পাঠ করণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ তালপত্রে লিখিত হইত একারণ সহজেই বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং কিঞ্চিৎ অসাবধানে নষ্ট হইয়া যাইত বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অধ্যক্ষ করিয়া তাহা নানা আদর্শের সহিত ঐক্য করত উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আদেশ করেন এইরূপে কালিদাস হইতে রামায়ণ ও মহাভারত শুদ্ধ হইয়া ইদানীন্তন ধারায় প্রচলিত হয় অতএব গ্রীকরাজ পিসিস্ত্রেতসের সভাস্থ কবিরা হোমরের গ্রন্থের সম্বন্ধে যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন কালিদাসও পুরাণাদির সম্বন্ধে তদ্রূপ করেন।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত ও তদীয় রাজ্যকালের বিবরণ সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমরা গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারদের কথা প্রমাণ আর এক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি তাহাতে বোধ হইবে বিক্রমাদিত্যের সময়ে হিন্দু জাতীয় লোকেরা আপনারদের " আর্য্যাবর্ত্ত " ভূমির বহির্ভাগে গমনাগমন করণে নিতান্ত বিরত ছিল না আর তাহারদের মধ্যে গ্রীক ভাষানুশীলনেরও প্রথা চলিত হইয়াছিল, নিকলেয়স দামাসিনসের বচন প্রমাণ স্ত্রেবো কহেন যে ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত নানাবিধ বিচিত্র জন্তু উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া রোমরাজ * অগস্তসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ঐ সকল জন্তু রোমনগরে পওয়া যাইত না তাহার মধ্যে বাহুহীন অথচ চরণ দ্বারা হস্তের ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ এক মনুষ্য এবং

---

* রোমনগরে ভারতবর্ষ হইতে দূত প্রেরিত হয় একথা রোম রাজ্যের পুরাবৃত্তের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হইয়াছে ( বিদ্যাকল্প দ্রুম ৪ কাণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠে দৃষ্টি কর )।

feet, and a serpent ten cubits in length as well as a tortoise three cubits long. The ambassadors delivered to the emperor a letter from a king named Porus, written on parchment in the Greek language. Who this Porus was and where the seat of his empire, it is not easy to determine. D'Anville supposes him to have been the king of Ougein. But Porus (*puras*) may have been used as an appellative signifying chief or sovereign. In the Greek letter referred to, the king called himself lord paramount over six hundred crowned heads, and complimented the Roman emperor by adding, that great as he was, he was still anxious to secure the friendship of Augustus, and ready to perform all good offices for him.

Whether this lord paramount of India was the king of Ougein or not, the pre-eminence and importance of Vicramaditya's capital are sufficiently proved by its having been, and still continuing, the first meridian* of the Hindus, which appears from accurate English observations to be in long. 75° 51′ 0″ from Greenwich, and its latitude 23° 11′ 12.″

## THE LIFE OF ALFRED.

---

Considered with regard to the crisis at which he appeared, and the mighty ends he achieved, the birth of

* The Periplus.

দশ হস্ত দীর্ঘ এক অজাগর আর তিন হস্ত দীর্ঘ এক কচ্ছপ ছিল, দূতেরা রোমরাজের সমীপে এক লিপিও উপস্থিত করে তাহা চর্ম্মপত্রে গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়া পোরস নামক রাজার স্বাক্ষরিত ছিল, পোরস রাজা কে? এবং কোন নগরেই বা রাজত্ব করিতেন? ইহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, ডানবিল নামা ফ্রেঞ্চ গ্রন্থকার কহেন তিনি উজ্জয়িনীর রাজা কিন্তু বোধ হয় পোরস (অর্থাৎ পুরঃ) লেখকের নাম না হইয়া অগ্রগণ্য বাচক উপাধি মাত্র ছিল কেননা ঐ গ্রীকপত্রে স্বাক্ষরকারি রাজা কহিয়াছিলেন যে তিনি ছয় শত নৃপতির মধ্যে সার্ব্বভৌম এবং প্রধান হইলেও রোমরাজের সহিত মিত্রতা করিতে বিশেষ প্রয়াসী আর তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম করিতেও প্রস্তুত আছেন।

ঐ ভারতবর্ষীয় সার্ব্বভৌম উজ্জয়িনীর রাজা থাকুন বা না থাকুন কিন্তু উজ্জয়িনীর মাহাত্ম্যের যথেষ্ট প্রমাণ আছে ঐ নগরীর উপরিস্থ যাম্যোত্তর রেখা পূর্ব্বাবধি হিন্দুরদের জ্যোতিষ্ গণনায় প্রথম বলিয়া ধার্য্য হয় ইংরাজেরা সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে গ্রিনিচ হইতে তাহার পূর্ব্ব দিশান্তর ৭৫°৫১'০" এবং অক্ষাংশ ২৩°১১'১২"।

সমাপ্তয়োং অধ্যায়।

## রাজা আল্‌ফ্রেডের চরিত্র।

এই রাজা যে বিশেষ কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে মহৎ২ কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে

Alfred may be deemed a splendid epoch in the history of human happiness.

The year 849 was distinguished by his nativity. Ethelwulph had married Osberga, the daughter of Oslac, a man mentioned with an epithet of celebrity, and the king's cup-bearer. Oslac had sprung from the chieftain, who, in the time of Cerdic, had obtained the Isle of Wight. After three elder sons, Osberga was delivered of Alfred, at Wantage, in Berkshire. She is highly extolled for her piety and understanding; but the education of Alfred must have lost the benefit of her talents, because his father married another lady before the sixth year of his childhood had expired. She is said to have given him to Swithin, the preceptor of his father, to be taught. The bishop may have nurtured or infused that habitual piety for which Alfred was remarkable; but was unquestionably unfit for the office of literary tutor, as Alfred passed his childhood without knowing how to read.

But it soon appeared that Alfred had excited his father's preferring love to the injury of his three elder brothers. The king nourished the unjust partiality so much, as to attempt to make Alfred his successor to the exclusion of the rest; although the object of his dotage was but four years old, and two of the others were verging into manhood. In stating this project, we are giving an interpretation to his conduct, which no preceeding historian has exhibited; but this

হইবে যে তাঁহার জন্মে মনুষ্য জাতির সুখের ইতিহাস মহোজ্জ্বল হইয়াছে।

তিনি খ্রীষ্টীয় ৮৪৯ বর্ষে উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার পিতা এথেল্‌উল্‌ফ রাজপাত্র বাহক অশ্লাক নামা এক খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তির কন্যা অসবর্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ অশ্লাক এক জন সেনানীর সন্তান, যিনি সর্ডিকের কালে ওয়াইট নামে উপদ্বীপ অধিকার করেন। আলফ্রেড বর্‌উইকশিরের অন্তঃপাতি ওয়ান্টেজ নগরে স্বীয় জননীর চতুর্থ পুত্র স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হয়েন তাঁহার মাতা অস্‌বর্গা ধর্ম্ম পরায়ণা ও বুদ্ধিমতী প্রযুক্ত অত্যন্ত যশস্বিনী ছিলেন কিন্তু আল্‌ফ্রেডের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর না হইতেং মাতৃবিয়োগ হয় ও পিতা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন ইহাতে বোধ হয় তিনি বিদ্যা শিক্ষায় নিজ জননীর সমীপে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েন নাই। কথিত আছে তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে পিতৃগুরু স্তুইথিন নামে একজন বিশপের নিকট উপদেশার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষ যদিও তাঁহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মনিষ্ঠার বীজ অবশ্য বপন করিয়া থাকিবেন তথাচ বোধ হয় বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন কেননা আলফ্রেডের শৈশবাবস্থা অতীত হইলেও বর্ণ পরিচয় হয় নাই।

আলফ্রেড অগ্রজ ত্রয়াপেক্ষা বহুল পরিমাণে পিতার স্নেহ ভাজন হইলেন রাজা তাঁহার প্রতি এমত অন্যায় পক্ষপাতিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরদের যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলেও তাহারদিগকে উপেক্ষা করিয়া চারি বৎসর মাত্র বয়ঃস্ক আলফ্রেডকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া নিযুক্ত করণার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। এথেল্‌উল্‌ফ কনিষ্ঠ তনয় আল্‌ফ্রেডকে রাজ্যাধিকারী করিবার কল্পনা করিয়া যে নিন্দাস্পদ হয়েন কোন প্রাচীন গ্রন্থকার একথার উল্লেখ করেন নাই কিন্তু

is not extraordinary, because very little thought or diligence has been exerted upon the history of England anterior to the conquest.

The facts as stated by our annalists are these. In 853, Ethelwulph sent Alfred to Rome with a great train of nobility and others. The pope anointed him king at the request of his father.

But why should Alfred have been anointed king while Ethelwulph was reigning, and three elder sons were alive? Our historians have indulged various suppositions, which are but conjectures, unsupported by proofs.

It was clearly an act of preference. It is expressly affirmed, that the king loved Alfred better than his other sons. When the king went to Rome himself two years afterwards, he took Alfred with him, because he loved him with superior affection. The presumption that he intended to make Alfred his successor, therefore agrees with the fact of his paternal partiality. It is warranted by the declaration of Matthew of Westminister, that one of the causes of the rebellion which followed against Ethelwulph was, that he had caused Alfred to be crowned, thereby as it were, excluding his other children from the chance of succession.

It is singular that Alfred, who took the lead in literature among his contemporaries, passed the first eleven years of his life without being able to read. His friend and biographer ascribes this to the shameful

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা নর্ম্মানদিগের বিজয়ের পূর্ব্বে কেহই ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত বিবেচনা ও মনোযোগ পূর্ব্বক রচনা করেন নাই।

প্রাচীন গ্রন্থকারেরা কহেন যে খ্রীষ্টীয় ৮৫৩ বর্ষে এথেলউল্‌ফ আল্‌ফ্রেডকে কুলীনাদি অনেক লোক সমভিব্যাহারে রোম নগরে প্রেরণ করেন, তথায় পোপ তাঁহার অনুরোধে রাজনন্দনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে পিতা ও তিন অগ্রজ ভ্রাতা সত্ত্বে যুবা আল্‌ফ্রেডকে রাজ্যাভিষিক্ত বরিবার কারণ কি? গ্রন্থ কারেরা এ প্রশ্নের মীমাংসার্থ অনেক প্রকার যুক্তির কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু সে সমস্ত অনুমান মাত্র তাহাতে একটী প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই।

বোধ হয় এথেল্‌উল্‌ফ কেবল পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন কেননা সকলেই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে রাজা অন্যান্য পুত্রাপেক্ষা আল্‌ফ্রেডের প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি রাজ্যাভিষেকের দুইবৎসর পরে যখন স্বয়ং রোম নগরে প্রস্থান করেন তখন আল্‌ফ্রেড অতি প্রিয়তম পুত্র প্রযুক্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান তাঁহার এই পক্ষ পাতিতাতে নিশ্চয় বোধ হয় তিনি আল্‌ফ্রেডকেই আপনার উত্তরাধি কারী করিতে নিতান্ত মানস করিতেন ওএস্টমিনিষ্টরের মেথিউ স্পষ্ট কহিয়াছেন পরে এথেলউল্‌ফের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহিতা উত্থিত হয় তাহার এক কারণ এই যে তিনি আল্‌ফ্রেডকে রাজটীকা দিয়া অন্যান্য পুত্র গণকে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত করাতে অনেকে তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিল।

যাহাহউক আলফ্রেড বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতসমাজে অতি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছিলেন এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলেও তাঁহার বর্ণ পরিচয়

negligence of his parents, and of those who nurtured him; but the incidents of his childhood and the spirit of his age were adverse to his tuition. Learning was in such discredit, that Alfred, when a sovereign, was unable in all his provinces to discover masters competent to instruct him; and while he was but four years old, he was sent off with a large retinue upon a journey to Rome, which was renewed in his seventh year.

But these peregrinations, though unfavourable to a lettered education, must have operated powerfully in exciting whatever genius had been connected with his frame. A journey by land through France and Italy to Rome, must in those days have exhibited whatever could alarm vigilance, arrest curiosity, agitate to inquiry, and enrich with information. Infant civilization, royal magnificence, nature in terrific grandeur or in wildest solitude, the human character in every variety of energetic barbarism and artificial polish, the excitation of unexpected difficulties, dangers surmounted, and persevering labour continued often to toil, must have occupied his attention in perpetual succession, and much activity of mind and

হয় নাই, এজন্য তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লেখক তাঁহার জনক জননী প্রভৃতির প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিয়াছেন যে উহারদের ত্রুটিতেই তাঁহার বিদ্যা শিক্ষায় এমত বিলম্ব হয়, পরন্তু কালের দোষ ও বাল্যাবস্থার অন্যান্য ঘটনা প্রযুক্ত তাহার বিদ্যা শিক্ষার ব্যাঘাত হইয়াছিল, সে কালের বিদ্যার এমত দুর্গতি ও অল্প চর্চ্চা ছিল যে আলফ্রেড রাজ্য লাভের পর সুশিক্ষকের নিমিত্তে অনেক অনুসন্ধান করিলেও স্বদেশের মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাপক প্রাপ্ত হয়েন নাই আর তাঁহার পিতা তাঁহাকে চারি বৎসর বয়ঃক্রমে মহা সমারোহ পূর্ব্বক রোম নগরে পাঠাইয়া দেন এবং সপ্তম বৎসরেও দ্বিতীয় বার ঐরূপ করেন।

কিন্তু এই প্রকার ভ্রমণে যদিও উক্ত রাজ নন্দনের বিদ্যা শিক্ষায় ব্যাঘাত পড়িয়াছিল বটে তথাচ প্রকারান্তরে অবশ্য তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা জন্মিয়া থাকিবে কেননা তৎকালে ফ্রান্স এবং ইতালির মধ্যদিয়া রোমে গমন করিলে এমত২ চিত্তাকর্ষক বস্তুর দর্শন হইত যে তাহাতে অন্তঃকরণ সতর্ক হইতে পারে এবং জ্ঞানার্থ প্রয়াস ও তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইয়া নানাপ্রকার বিষয় বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন মনুষ্য সমাজে যদিও সভ্যতার উপক্রম মাত্র হইয়াছিল তথাচ রাজারদের মহা সমারোহ ছিল, ভূমি মণ্ডল কোন২ দেশে ভয়ানক শৈলাদিতে শোভিত ছিল কোন২ স্থলে শূন্য ও অরণ্যময় ছিল, আর বিবিধ জাতীয় লোকদিগের মধ্যে কোন২ জাতি অসভ্য অথচ প্রতাপি ছিল অপর কোন২ জাতি নিজ কল্পিত নিয়মাদির দ্বারা চরিত্র শোধন করিয়াছিল, পথেতেও স্থানে২ আকস্মিক ব্যাঘাত ও আপদ সঙ্কট প্রযুক্ত অবিশ্রান্ত ক্লেশ জন্মিত একারণ পথিককে ভ্রমণ কালীন অহরহ মনঃস্থির করিয়া পর্য্যটন করিতে হইত সুতরাং এমত বিজাতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ

novelty of idea must have resulted from the varying impressions.

But if any spot in the globe could be more fit than another to kindle the intellectual fire in any human mind, it must have been, in that period, Rome. Rome and Constantinople were the only asylums in which learning and the muses could then obtain a home. Rome, which had been the empress of the world, and the metropolis of science, which still presented to the wandering eye models of art, records of genius, and fame of mind, Rome must have been a new universe of knowledge to a youthful curiosity. It is true, that Alfred was a child; but the avidity of sprightly children to contemplate new objects, and the deep impression which the scenes and conversations of such journies must have made upon a child, then travelling with the rank, character, and objects of manhood, must have produced feelings and infused notions peculiarly favourable to evolution of mind.

In his eighth year a new train of associations must have been created by his residence in the court of France, during his father's courtship and marriage with Judith. An urbanity of manners, and a cultivation of knowledge, distinguished the Francs from the other Gothic nations. Alfred must have been inspired with some emulation, some desire of improvement, though the occupations of his father confined his wishes to a latent sentiment.

হওয়াতে বুদ্ধির প্রখরতা ও মনের মধ্যে নূতন ভাব জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

অপর ভূমণ্ডলের মধ্যে যদি কখন কোন দেশবিশেষে মানসিক ব্যাপারে উৎসাহের বৃদ্ধি হইতে পারে তবে রোমকে ঐ কালে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া স্বীকার করিতে হয়, তখন কেবল রোম ও কনস্তান্তিনোপল কাব্যাদি বিবিধ বিদ্যার আশ্রয় স্থান ছিল, রোম নগরী পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীর রাজপুরী ও পণ্ডিত ব্যূহের বাসস্থান রূপে খ্যাত হয় পরে সেখানকার বিদ্যার লোপ হইলেও ভ্রমণকারি লোক মাত্রেই তথায় শিল্পকারদিগের অদ্ভুত চেষ্টা ও পণ্ডিত গণের মহার্থ রচনা দেখিতে পাইত সুতরাং যুবক জ্ঞানার্থির পক্ষে সে নগরী এক প্রকার অপূর্ব্ব বিদ্যা মন্দির স্বরূপ প্রতীত হইত। আলফ্রেড তৎকালে শিশু ছিলেন বটে কিন্তু উৎসাহি বালকদিগের নূতন বস্তু চিন্তনে আমোদের অভাব নাই তিনি শৈশব কালেও বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের তুল্য সমাদর ভাজন হইয়া সমারোহ পূর্ব্বক মহদভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাতে পথি মধ্যে যাহা২ চক্ষু কর্ণের গোচর হইয়াছিল তদ্বিষয়ের এমত২ ভাব ও সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাতে বুদ্ধির বিশেষ চালনা হইতে পারে।

আল্‌ফ্রেডের বয়ঃক্রমের অষ্টম বৎসরে তাঁহার পিতা ফ্রান্স্‌ দেশের রাজ নন্দিনী যুদিথের সহিত প্রণয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন তৎকালে তিনি পিতৃ সমভিব্যাহারে ঐ দেশে উপস্থিত ছিলেন সেখানেও তাঁহার মনে কত২ নূতন ভাবের উদয় হইয়া থাকিবে বিশেষতঃ অন্যান্য গথ জাতির অপেক্ষা ফ্রাঙ্কেরা সভ্যতাচরণ ও বিদ্যানুশীলনে বিখ্যাত ছিল তাহা দেখিয়া আল্‌ফ্রেডের চিত্তে অবশ্য তদ্রূপ মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকিবে কিন্তু পিতা নানা প্রকারে ব্যাপৃত থাকাতে বোধ হয় সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

From his eighth year to his twelfth, his biography is less certain. If it be true, as some chroniclers intimate, that infirm health occasioned his father, in obedience to the superstition of the day, to send him to Modwenna, a religious lady in Ireland, celebrated into sanctity, such an expedition must, by its new scenes, have kept his curiosity alive, and have amplified his information.

But though Alfred's mind may have abounded with excited capability, eager to know and emulous of distinction, it had received none of that fruitful cultivation which is gained in literary education, from the transmitted wisdom of other times, and the unobtrusive eloquence of books. Alfred had been a favourite, and of such unfortunate children, indulgences and ignorances are too often the lot. His father's misfortunes and new connection may have rescued him from that ruin of temper and mind which sometimes disappoints the fairest promise of nature.

The kindling energy of Alfred's intellect displayed itself in a fondness for the only mental object which then existed to attract it. This was the Anglo-Saxon poetry. The Saxon Muses were not indeed very graceful nor highly decorated. Like their wooers and their models, they would seem to us, who have gazed on the exquisite figures of immortal Greece, rude, uncourtly, and perhaps disgusting. But after the utter darkness of midnight, the faintest dawn is plea-

তিনি অষ্টম অবধি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কি২ করেন তাহার নিশ্চয় বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না কোন২ গ্রন্থে লিখিত আছে শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত তাঁহার পিতা তৎকালের প্রবল মিথ্যা ভ্রম বশতঃ তাঁহাকে আয়ার্লণ্ড দেশে মদ্বিনা নাম্নী সাধ্বী ধর্ম্ম পরায়ণা এক নারীর সমীপে প্রেরণ করেন একথা সত্য হইলে সেখানেও অনেকানেক নূতন পদার্থ দর্শনে তাঁহার বিষয় জ্ঞানে উৎসাহ ও তথ্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে।

কিন্তু দেশ ভ্রমণে যদিও তাঁহার বুদ্ধি বল ও বিদ্যানুরাগ এবং যশঃস্পৃহার উন্নতি হইয়া থাকে তথাচ নিয়মানুযায়ি বিদ্যানুশীলন দ্বারা প্রাচীন পণ্ডিত দিগের জ্ঞানের পরিচয়ে এবং গ্রন্থ পাঠ দ্বারা শব্দ বিন্যাসের লালিত্য বোধে যে প্রকার বুদ্ধির চালনা হয় তাহাতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি পিতার প্রিয়তম পুত্র ছিলেন আর বালকেরা অত্যন্ত আদর প্রাপ্ত হইলে প্রায় সকলেই দুরদৃষ্ট ক্রমে অবিদ্যার ফল ভাগী হয়, কিন্তু পিতার দ্বিতীয় বিবাহ এবং রাজকীয় ব্যাপারে দুর্ভাগ, প্রযুক্ত আল্‌ফ্রেডের মনে নিতান্ত কুসংস্কার জন্মিতে পারে নাই এবং বুদ্ধিও সদ্য লোপ পায় নাই নচেৎ তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা সকলি নিষ্ফল হইতে পারিত।

তৎকালে কেবল এঙ্গ্লো সাকসন কবিতাই বিদ্যার্থিরদের চিত্তাকর্ষক ছিল আর আলফ্রেডের মনে যে বিদ্যোৎসাহের উদ্দীপন হইয়াছিল তাহাও ঐ কবিতার রস গ্রহণে জন্মে, সাকসন কবিতাতে রস অথবা অলঙ্কারের আধিক্য ছিল না চির স্মরণীয় গ্রীক দিগের রূপক অলঙ্কারাদির পারিপাট্য বিবেচনা করিলে ঐ সকল কবিতার বিষয় ও ছন্দ লালিত্য হীন বিরস এবং কটু বোধ হয় কিন্তু যেমন তিমিরাবৃত রাত্রির প্রভাত কালে অত্যল্প জ্যোতি হইলেও মনঃ সন্তোষ জন্মে এবং অসুরবৎ অসভ্য জাতিরদের মধ্যে দয়ার কিঞ্চিৎ সঞ্চার দেখিলেও

sant; amid ferocious savages, the minutest trait of sympathy is precious. So to Alfred the Saxon poems, whatever was their character, were impressive and delightful. By day and by night, he was an assiduous auditor whenever they were recited. He listened to retain, and he retained to desire larger draughts of that intellectual fountain whose casual droppings were so sweet.

But the talisman of language conceals knowledge from the uninitiated, and the magical mysteries of the alphabet must be mastered before the treasures of science can be possessed. The Muses had excited the attachment of the prince, but had never blessed him with their visible presence.

His step-mother, Judith, was the instrument of furnishing him with that fairy wand which has conducted so many deserving minds to wisdom and to science; and she deserves immortality for this eventful instance of her maternal care. When Alfred was twelve years old, she was sitting one day, surrounded by her family, with a book of Saxon poetry in her hands. As Aldhelm and Cedmon had written poems of great popularity, it may have contained some of theirs. That she was able to read is not surprising, because she was a Franc, and the Francs were beyond the Anglo-Saxons in literary pursuits. With a happy judgment, she proposed it as a gift to him who would the soonest learn to read it. The whole in-

যথেষ্ট বোধ হয় তদ্রূপ সাক্সন কবিতা উত্তম না হইলেও আল্‌ফ্রেডের পক্ষে আমোদ জনক হইয়াছিল যেখানে ঐ কবিতার পাঠ হইত সেই স্থলেই তিনি সময়াসময় বিবেচনা না করিয়া গমন পূর্ব্বক শ্রোতৃ বর্গের মধ্যে গণিত হইতেন সেই কবিতার শব্দ অমৃত ধারার ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত সুতরাং অতি যত্নে শ্রবণ ও মনন করাতে উত্তরং তাঁহার শুশ্রূষারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু ভাষার দুর্ভেদ্য ব্যবধান প্রযুক্ত সঙ্কেত গ্রহ ব্যতিরেকে বিদ্যাকে মানসিক প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে পারা যায় না সুতরাং জ্ঞান রত্ন ভোগ করণার্থ আদৌ বর্ণের সঙ্কেত ও তত্ত্বশিক্ষা করা আবশ্যক। আল্‌ফ্রেড কবিতার অনুরাগী হইলেন বটে কিন্তু স্বয়ং পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না।

বর্ণজ্ঞান একপ্রকার মায়িক শক্তি, ক্ষমতাপন্ন পুরুষেরা তদবলম্বনে গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করেন, আল্‌ফ্রেড বিমাতা যুদিথের যত্নেতে সে শক্তি প্রাপ্ত হইলেন অতএব এই আশ্চর্য্য পুত্র বাৎসল্যের নিমিত্ত ঐ সুবুদ্ধি নারী চির প্রশংসার যোগ্যা হইয়াছেন। আল্‌ফ্রেডের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঐ রাজমহিষী একদা কুমার দিগের সম্মুখে এক সাকসন কাব্য হস্তে ধারণ করিয়া বসিয়া ছিলেন, বোধ হয় সে গ্রন্থে আল্‌ঢেলম এবং সিডমনের কবিতা ছিল কেননা তাহারদের রচিত শ্লোকে সে সময়ে সাধারণের মনোরঞ্জন হইত, রাজমহিষী স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে পারিতেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কারণ ফ্রান্সদেশে তাঁহার জন্ম হয় আর ফ্রাঙ্কেরা তৎকালে এঙ্গ্লো সাক্সনদিগের অপেক্ষা অধিকং কৃতবিদ্য হইয়াছিল তিনি কুমারদিগকে কহিলেন যে ব্যক্তি এই পুস্তক সর্ব্বাগ্রে পাঠকরিতে শিখিবে তাহাকেই ইহা পারিতোষিক স্বরূপে দত্ত হইবে, বোধ হয় তিনি,

cident may have been chance play, but it was fruitful of consequences. The elder princes thought the reward inadequate to the task, and retired from the field of emulation. But the mind of Alfred, captivated by the prospect of information, and pleased with the beauty of the writing, inquired if she actually intended to give it to the person who would the soonest learn it. His mother repeating the promise with a smile of joy at the question, he took the book, found out an instructor, and learnt to read it. When his industry had crowned his wishes with success, he recited it to her.

Religion continued the stimulus which the pleasures of poetry had first created. He made a collection of the devout offices for the day with prayers and psalms, adapted to pious meditation; and he always carried this treasure in his bosom for perpetual use.

But in learning to read Saxon, Alfred had only entered the anti-room of knowledge. The Saxon language was not at that day the repository of literature. The learned of the Anglo-Saxons, Bede, Alcuin, and others, had written their useful works in Latin, and translations of the classics had not then been thought of. Alfred's first acquisition was therefore of a nature which rather augmented his own conviction of his ignorance, than supplied him with the treasures, which he coveted. He had yet to master the language of ancient Rome, before he could become acquain-

একথা কৌতুক ভাবে কহিয়া থাকিবেন কিন্তু ফলে তাহাতে অনেক উপকার দর্শিল, জ্যেষ্ঠ কুমারেরা ঐ পারিতোষিককে অবহেলা করিয়া বর্ণ শিক্ষার পরিশ্রমে অনিচ্ছুক হওত কোন যত্ন করিলেন না কিন্তু আল্‌ফ্রেডের মন বিদ্যোপার্জ্জনে আসক্ত থাকাতে তিনি গ্রন্থের লিপি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে শিখিলে আপনি কি সত্য, এই পুস্তক দান করিবেন "? রাজমহিষী কুমারের প্রশ্নে আনন্দিতা হইয়া ঈষদ্ধাস্য বদনে গ্রন্থ দান করিতে প্রতিশ্রুতা হইলে আল্‌ফ্রেড একজন উপদেশকের অনুসন্ধান করিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পরে পরিশ্রম সফল হইলে বিমাতার নিকটে সেই পুস্তক সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিলেন।

আল্‌ফ্রেডের কাব্যরসে আমোদ থাকাতে প্রথমত বিদ্যোৎসাহ জন্মে পরে ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাহার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় তিনি প্রাত্যহিক উপাসনাসংক্রান্ত ধর্ম্ম চিন্তনের উপকারিণী প্রার্থনা ও গীতাদি সংগ্রহ করিয়া অহরহ পাঠ করণার্থ সর্ব্বদা আত্ম সমীপে রাখিতেন।

কিন্তু তিনি কেবল এঙগ্লো সাকসন ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়া বিদ্যার পুরদ্বার পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন তৎকালে ঐ ভাষায় বিবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গ ছিল না, বিড, আলকুইন প্রভৃতি এংগ্লো সাকসন পণ্ডিতেরদের উত্তম২ গ্রন্থ লাটিন ভাষায় রচিত ছিল আর তখন চলিত ভাষায় অনুবাদ করিবার কল্পনাও হয় নাই সুতরাং বিদ্যারম্ভের পর আল্‌ফ্রেড অভিলষিত রত্ন না পাইয়া বরং আপনাকে অধিক অনভিজ্ঞ জ্ঞান করিতে লাগিলেন পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবরণ ও কাব্য সংক্রান্ত মধুর বর্ণনা এবং দর্শন শাস্ত্র সম্বলিত বিচার ও তর্ক ঐ সমস্ত পাঠ করিবার নিমিত্তে প্রাচীন রোমীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তিনি ঐ সকল অমূল্য রত্ন কোন২

ted with the compositions which contained all the facts of history, the elegance of poetry, and the disquisitions of philosophy. He knew where these invaluable riches lay, but he was unable to appropriate them to his improvement. It was one of his greatest lamentations, and in his conception among his severest misfortunes (noble mind!) that when he had youth and leisure, and permission to learn, he could not find teachers. No good masters capable of initiating him in that language in which the minds he revered had conversed and written, were at that time to be found in all the kingdom of Wessex.

His love for knowledge made him neither effeminate nor slothful. The robust labours of the chase ingrossed a large portion of his leisure; and he is panegyriced for his incomparable skill and felicity in this rural art. To Alfred, whose life was indispensibly a life of great warlike exertion, the exercise of hunting may have been salutary and even needful.

He followed the labours of the chase as far as Cornwall. His fondness for this practice is a striking proof of his activity of disposition, because he appears to have been afflicted with a disease which would have sanctioned indolence in a person less alert. But his life and actions shew, that though a dreadful malady haunted him incessantly with tormenting agony, nothing could suppress his unwearied and inextinguishable genius. Though environed with

পুস্তকে সংগৃহীত আছে তাহা জানিতেন কিন্তু আপনার ভোগ করিবার শক্তি ছিল না একারণ আপনাকে অতি দুরদৃষ্ট জ্ঞান করিয়া সদা আক্ষেপ পূর্ব্বক বিলাপ করিতেন যে যৌবন কালে শিখিবার অবকাশ ও সুযোগ থাকিতেও শিক্ষকের অভাবে মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না, ফলতঃ মান্যবর পণ্ডিতেরা যে ভাষায় আলাপ ও রচনা করিতেন তাহার সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তৎকালে ওএসেক্স রাজ্যের কোন অংশে পাওয়া যাইত না।

তাঁহার জ্ঞানানুরাগ হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা অথবা স্ত্রৈণত্ব কিম্বা আলস্য কোন দোষ জন্মে নাই তিনি অবকাশ ক্রমে মৃগয়াদি সংক্রান্ত ক্লেশ স্বীকার ও বীর্য্য প্রকাশে আমোদ করিতেন ঐ কার্য্যে তাঁহার অতুল্য কৌশল ও নৈপুণ্য থাকাতে মহা সুখ্যাতি হয় ফলতঃ পরে তাঁহাকে যুদ্ধ চেষ্টায় বারম্বার প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল অতএব মৃগয়া অভ্যাসের অবশ্য প্রয়োজন ছিল এবং তাহাতে যথেষ্ট উপকারও হইয়াছিল ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তিনি মৃগয়া করিতে কর্ণয়াল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এই প্রকার ক্রীড়ার আমোদে বোধ হয় অত্যন্ত কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, কারণ এক ভয়ানক রোগে সর্ব্বদা ব্যথিত থাকাতে অতিশয় কার্য্য তৎপর না হইলে অবশ্য আলস্য জন্মিতে পারিত, অপর তাঁহার চরিত্র বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যদিও শারীরিক ব্যাধিতে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণা পাইতেন তথাচ কখন কাতর হয়েন নাই এবং তাঁহার বুদ্ধির তেজও মলিন হয় নাই আর যদিও এমতং আপদ বিপদে পতিত হয়েন যে

difficulties which would have shipwrecked any other man, he spurned at the opposing storm; he even mastered the raging whirlwind, and made it waft him to virtue and to fame.

The rebellion that was excited against Ethelwulph had ended in the deposition of the king and the accession of his son Ethelbald. To Ethelbald succeeded his brother Ethelred. The death of Ethelred destroyed the barrier between Alfred and the throne of Wessex. Some children of his elder brother were alive, but the crisis was too awful for the nation to have suffered the sceptre to be feebly wielded by a juvenile hand. The dangers which environed the country, excited the earls and nobles, with the unanimous approbation of the country, to choose Alfred for the successor, that they might have a prince who could give the nation the protection of his abilities.

The fiercest and most destructive succession of conflicts which ever saddened a year of human existence, distinguished that of Alfred's accession with peculiar misery. With their own population, the West Saxons maintained eight pitched battles against the Northmen, besides innumerable skirmishes by day and night with which the nobles and royal officers endeavoured to check their depredations. Many thousands of the invaders fell, but new fleets of adventurers were perpetually shading the German Ocean with

অন্য কেহ তাদৃক বিপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে মগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় তথাচ তিনি প্রচণ্ড বায়ু স্বরূপ বাধা অবজ্ঞা করিয়া ঘোর আবর্ত্ত রূপ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুকৃত ও যশঃ স্বরূপ কুলে স্বচ্ছন্দে উপনীত হয়েন।

পূর্ব্বে প্রসঙ্গত উক্ত হইয়াছে যে এথেলউলফের বিরুদ্ধে উপপ্লব উপস্থিত হয় তাহাতে রাজা পদচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এথেল্‌বল্‌ড রাজত্ব গ্রহণ করেন। ঐ থেল-বল্‌ডের পর এথেল্‌রেড রাজত্ব প্রাপ্ত হয় পরে এথেলরে-ডের মরণান্তে আল্‌ফ্রেড অবাধে সিংহাসনারূঢ় হইলেন তাঁহার অগ্রজের সন্তান বর্ত্তমান ছিল বটে কিন্তু দেশের দুঃসময় প্রযুক্ত কেহ বালকের দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড সমর্পণ করিতে সম্মত হইল না, প্রধান২ কুলীনেরা চতুর্দ্দিকে আপদ ও সঙ্কট দেখিয়া ক্ষমতাপন্ন মহীপালের দ্বারা সুরক্ষিত হই-বার অভিপ্রায়ে একান্তঃকরণে তাঁহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

আল্‌ফ্রেড রাজ্যাভিষিক্ত হইলে এমত ঘোরতর যুদ্ধ ও দুর্গতি উপস্থিত হইল যে কোন জাতি কখন সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া তাদৃক দুরবস্থায় পতিত হয় নাই, পশ্চিম সাক্‌সনেরা সামান্য লোক লইয়া উত্তর দেশীয় অর্থাৎ দেনজাতি দিগের সহিত আটবার সম্মুখ যুদ্ধ করিল এতদ্ব্যতীত কুলীন ও রাজ পুরুষেরা শত্রুর উৎপাত নিবারণার্থ দিবা রাত্রি ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে আক্রমণ কারিরদের সহস্র২ সৈন্য রণশায়ি হয় এবং নূতন২ যোদ্ধারা অনেকানেক জাহাজে আরোহণ

their armaments, who supplied the havock caused by the West Saxon swords.

Within a month after Alfred's accession, the Danes attacked his troops at Wilton, in his absence, with such superiority of force, that all the valour of patriotism could not prevent defeat. Wearied with these depopulating conflicts, Alfred made a peace with his enemies, and they quitted his dominions.

The Danes then successivly invaded and conquered Mercia and Bernicia. Alfred now made his first attempt to punish them by a naval attack. He had ships upon his coast, who meeting fix hostile vessels, took one and dispersed the others. The struggle was a petty affair, but the navies of every country have arisen from small beginnings, and this little conflict may have confirmed Alfred in his project of defending the country by an active maritime force.

The three kings, who had wintered at Cambridge began their hostilities against Wessex. Leaving their positions at night, they sailed round to Dorsetshire, surprized the castle of Wareham, and depopulated the country round. Alfred negotiated with them, that they should leave his dominions; and he had the impolicy to use money as his peace-maker. The Danes were thereby encouraged to renew their incursions; and Alfred, deserted by his panic-stricken

পূর্ব্বক জর্মাণ সাগর আচ্ছন্ন করিয়া রণশায়ি সৈন্যদের পদে নিযুক্ত হওত সংগ্রাম করে।

আল্‌ফ্রেড রাজা হইলে পর এক মাসের মধ্যে দেনেরা তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া উইল্‌টনে তাঁহার সেনাগণকে আক্রমণ করিল তাহারদিগের বহু সংখ্যক লোক ছিল তাহাতে এঙ্গ্লো সাক্‌সনেরা স্বদেশ রক্ষার্থ বিলক্ষন বিক্রম প্রকাশ করিলেও আপনারদের পরাজয় নিবারণ করিতে পারিল না আল্‌ফ্রেড এই প্রকার প্রজা সংহারক যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শত্রুর সহিত সন্ধি করিলেন তাহাতে তাহারা রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেল।

অনন্তর দেনেরা মর্শিয়া ও বর্ণিশিয়া দেশ ক্রমশ আক্রমণ করিয়া জয় করিল আল্‌ফ্রেড ঐ কালে প্রথমতঃ তাহারদিগকে সমুদ্র যুদ্ধে দমন করিতে চেষ্টা করিলেন, সমুদ্র কূলে তাঁহার যে কএকখান জাহাজ ছিল সেই অর্ণব যানস্থ লোকেরা শত্রুরদের ছয় জাহাজ দেখিয়া একখান হরণ করত অবশিষ্ট সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এযুদ্ধ অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য হইল কেননা সকল দেশেই নাবিক ক্রিয়া উপক্রম কালে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে এবং আল্‌ফ্রেড ঐ ক্ষুদ্র যুদ্ধ দেখিয়াই পরে মহত্তর নাবিক সৈন্য দ্বারা স্বদেশ রক্ষার কল্পনা করেন।

পরে আক্রমণ কারিদের তিন রাজা কেম্ব্রিজে শীতকাল ক্ষেপণ করিয়া ওএসেক্‌সে যুদ্ধারম্ভ করিল তাহারা রাত্রির মধ্যে শিবির ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে ডর্শেটশিরে গিয়া ওএরহেমের দুর্গ অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেশ নির্ম্মনুষ্য করিতে লাগিল আল্‌ফ্রেড তাহারদিগকে বহিষ্কৃত করণার্থ সন্ধির নিয়ম করণে ব্যস্ত হইয়া অবিবেচনা পূর্ব্বক অর্থ দিয়া মিলন করিলেন, দেনেরা ধনলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পুনশ্চ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল তাহাতে

subjects, was obliged to become a fugitive in his own dominions.

He left his seat of royalty in the disguise of a common soldier, and quitting his companions, for the sake of secrecy, he fled into the woods. He continued to travel, hiding himself in the wilds and hedges through which he passed. He knew not whither to go, nor whom to trust. He went on as accident led, or as exigency impelled him; and at last reaching Somersetshire, he found a place, insulated by marshes and water, which promised an asylum.

In his wanderings, he beheld the humble cottage of a swineherd, and he entered it a lonely exile. To the natural questions, who he was, and why he was lurking in a place so unfrequented, he answered, that he was one of Alfred's attendants, who had fled from a fatal battle, and wanted concealment from pursuit. His intimaaion of distress interested the rude feelings of the peasant, and he was sheltered with hospitality for many days in the hovel, poor and unknown. It is even intimated, that he diligently served them.

One Sunday, when the peasant had led his herd to their usual pasture, his wife prepared her fire to make their rustic bread against his return. Other domestic business requiring her attention, she committed her cakes tq the care of the king, who sat

আলফ্রেডের প্রজারা ভীত হইয়া দলত্যাগ করিয়া গেল সুতরাং নৃপতিকেও নিজরাজ্যের মধ্যেই পলাতক হইয়া রহিতে হইল।

আলফ্রেড এই দুর্ঘটনা হেতু অজ্ঞাতবাস করিবার মানসে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহার ত্যাগ করিয়া সামান্য পদাতিকের বেশে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং বৃক্ষ তলাদির ব্যবধানে আত্মগোপন করত অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন পরন্তু কোথায় যাইবেন কাহাকেই বা বিশ্বাস করিবেন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া যে দিকে চরণ উঠিল অথবা দুর্গতিক্রমে যাইতে হইল সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন অবশেষে সমর্শেটশিরে উপস্থিত হইয়া জলার মধ্যে একটা দ্বীপাকৃতি স্থান দেখিয়া অনুমান করিলেন সেখানে গেলে আশ্রয় পাইতে পারিবেন।

তিনি ভ্রমণ করিতে২ এক শূকর পালকের ক্ষুদ্র কুটীর দেখিয়া তথায় একাকী দেশত্যাগির ন্যায় প্রবেশ করিলেন বরাহ রক্ষক তাঁহার নাম ধাম ও এমত নির্জন স্থানে পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন আমি আলফ্রেড রাজার অনুচর প্রাণ সংহারক ভয়ানক রণস্থল হইতে পলাইয়া আসিতেছি আর প্রকাশ হইবার ভয়ে নিভৃত স্থানে বাস করিতে বাঞ্ছা করি, ঐ জাল্ম পশুপাল তাঁহার দুর্গতির বৃত্তান্ত শ্রবণে করুণাবিষ্ট চিত্ত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিল এবং তিনিও ঐ কুটীর মধ্যে দীনহীন ও অপরিচিত রূপে বাস করত নানাপ্রকারে বরাহ রক্ষকের সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন রবিবারে শূকর পালক চারণক্ষেত্রে পশু চরাইতে গেলে তাঁহার গৃহিণী অগ্নিকুণ্ড করিয়া রুটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আপনি গৃহের অন্যান্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে আলফ্রেডকে পিষ্টকের প্রতি দৃষ্টি করিতে

furbishing his bow and and arrows, perhaps intending to use them for the acquisition of food.

Alfred, on whose mind reflections the most interesting must have been hourly pressing, forgot his allotted task, and suffered the bread to burn. The woman saw their fate, ran enraged to the fire, and poured out her invectives against the apparent soldier. She had told him, she saw daily that he was a great eater, and yet he would not turn the cakes to prevent them from being spoiled.

The unsparing taunts must have sounded harshly to Alfred's haughty temper, but the stern law of inflexible necessity compelled him to convert the vulgar effervescence to a moral utility: he heard with patience, and coerced with irritability. He subdued his angry passions so effectually as to answer mildly, that he should indeed be slothful, if he could not mind the little office. He applied himself with attention to the new and homely labour, and carefully baked the severe hostess's bread.

It is stated, that he afterwards munificently rewarded the hospitable peasant. He observed him to be a man of capacity; he recommended him to apply to letters, and to assume the ecclesiastical profession. He afterwards made him Bishop of Winchester.

কহিয়াছিল বোধ হয় আল্‌ফ্রেড তৎকালে আহারার্থ মৃগয়া করিবার নিমিত্তে ধনুর্ব্বাণ পরিষ্কার করিতেছিলেন।

আল্‌ফ্রেডের চিত্তে মুহুর্মুহু নানাপ্রকার ভাবনার উদয় হওয়াতে তিনি অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত ঐ গৃহিণীর আদিষ্ট কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহাতে পিষ্টক অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, বরাহ রক্ষকের পত্নী তাহা দেখিয়া মহা ক্রোধে মহানসের নিকট ধাবমান হইয়া সামান্য সেনারূপি তাঁহাকে এই প্রকার তিরস্কার করত কহিল “ আমি দেখিতেছি তুই আহার করিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু রুটিগুলা ভস্ম হইয়া গেল উলটাইয়া দিতে পারিলি না ”।

ঐ সকল মর্ম্মভেদি ব্যঙ্গোক্তিতে আল্‌ফ্রেডের মন অভিমানে ও দুঃখে পূর্ণ হইয়া থাকিবে কিন্তু নিতান্ত দুর্গতি প্রযুক্ত কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত হইতেন না বরং মনকে প্রবোধ দিয়া নীতিজ্ঞান সংকলন করিতে যত্ন করিতেন অতএব বরাহ পালকের গৃহিণীর তিরস্কার সহিষ্ণুতা করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করত মৃদুস্বরে উত্তর করিয়া কহিলেন “ বটে এমত ক্ষুদ্র কার্য্যে আমার অযত্ন দেখিয়া অলস কহিতে পার ” এবং তদনন্তর ঐ নূতন প্রকার গৃহ কার্য্যে মনঃ সংযোগ করত উগ্রচিত্তা গৃহিণীর পিষ্টক সাবধানে প্রস্তুত করিতেন।

কথিত আছে আলফ্রেড পরে রাজ্যলাভ হইলে বহু বদান্যতা পুরঃসর ঐ আতিথেয় পশুপালকের পুরস্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন দেখিয়া বিদ্যানুশীলনে মনোযোগ করিতে ও যাজকাশ্রম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেন আর অবশেষে উইঞ্চেষ্টরের বিশপীয় পদে নিযুক্ত করেন।

Alfred may have been indebted to his Eumæus* for something more important than even shelter and subsistence. He was there unknown, and must have heard many wandering echoes of the opinions of his subjects on his conduct and government. The conversation of the cottage and its rustic visitants must have often turned on the miseries of the times; and by the freedom of speech, which they who are injured delight to use, Alfred must have been agitated with every emotion which indignation at reproach, and conscious fault usually excite. His mind must have been humbled as his errors were exaggerated. He must have found, that the moral and the feeling man, who has not abjured society, cannot be like the recluse whose susceptibility becomes as indurated as the marble pillars amid whose gloom he strays. Censure, even from the humblest mouth, will give pain when its voice is diffused; and dead to every noble sentiment must that mind have become, which can hear the floating murmurs of blame, and not wish, by an amended conduct, to convert them into praise.

The solitude of his retreat must have concurred with his penury and mortifications to make him pensive and melancholy. It is in its distresses that arrogance

---

* Eumæus, a herdsman and Steward of Ulysses, who knew his master at his return home from the Trojan war, after twenty years' absence, and assisted him in removing Penelope's suitors. *Lempriere.*

আল্‌ফ্রেড দ্বিতীয় ইউমিয়সের স্বরূপ ঐ পশুপালকের * কুটীরে আশ্রয় এবং অন্নবস্ত্র লাভ ব্যতীত আরও গুরুতর বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজনীতি সম্পর্কে প্রজাপুঞ্জের কি মত ছিল তথায় অপরিচিত থাকাতে তাহা পুনঃ২ তাঁহার কর্ণগোচর হইত, যে২ গ্রাম্য লোকেরা ঐ কুটীরে গমনাগমন করিত তাহারা অবশ্য বারম্বার দেশের দুর্গতির প্রসঙ্গে কথোপকথন করিত, লোকে অন্যায় ক্লেশ পাইলে নির্ভয় হইয়া মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করে তাহাতে তাহারা রাজার প্রতিও দোষারোপ করিয়া থাকিবে, আল্‌ফ্রেড তাহারদের মুখে স্বীয় নিন্দা শুনিয়া এবং কোন২ বিষয়ে আপনার ত্রুটি ছিল তাহা অন্তরে বুঝিয়া চিত্তমধ্যে অবশ্য নানাপ্রকার ভাবনা করিয়া চিন্তিত হইয়া থাকিবেন এবং দোষ বর্ণনার আধিক্য দেখিয়া অবশ্য দর্পচূর্ণ বোধ করত লজ্জিত হইয়া থাকিবেন আর স্বীয় অন্তঃকরণের উদ্বেগ প্রযুক্ত বুঝিয়া থাকিবেন যে সংসার ত্যাগী না হইলে কোন লোক ভদ্রাভদ্রের অনুভব সত্ত্বে প্রস্তরবৎ কঠিনান্তঃকরণ সন্ন্যাসির ন্যায় অকাতরে আত্মনিন্দা শ্রবণ করিতে পারে না অতি পামর লোকেরাও একান্তঃকরণে অনুযোগ করিলে অবশ্য তাহাতে মনঃক্ষোভ জন্মে আর এবম্প্রকার নিন্দাসূচক জনশ্রুতি শুনিয়াও যে ব্যক্তি আত্ম ব্যবহার শোধন পূর্ব্বক সুখ্যাতি বিস্তার করিতে বাসনা না করে তাহার চিত্তে সদাশয়ের সঞ্চার মাত্র নাই।

অপর আল্‌ফ্রেড নির্জ্জনে বাস করিয়া দুঃখ ও দুর্গতি ভোগ করাতে নানা ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় মগ্ন হইয়া অবশ্য আপনার

---

* ইথেকা রাজ ইউলিসিশের ইউমিয়স নামা একজন পশুপালক অথচ ভাণ্ডারী ছিল রাজা বিংশতি বৎসর পরে ট্রয় নগরের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ঐ পশু রক্ষক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া রাজমহিষী পেনেলোপীকে গ্রহণেচ্ছু লোকদিগের নিরাকরণে সাহায্য করে।

learns to know its folly; that man feels his insignificance, and discerns the importance of others to his well being and even existence. Humility, urbanity, philanthropy, decorum, and self-coercion, all the virtues which are requisite to produce the good will of our species, are among the offspring which nature has allotted to adversity, and which the wise and good have in every age adopted in their eclipse. The sequel of Alfred's reign, which was one unvaried stream of virtue and intelligence, attests that his fortunate humiliation disciplined his temper, purified his heart, and enlightened his understanding.

After several months of obscurity, lofty achievements began to occupy his mind. He formed a scheme for surprising the great Danish army, which still continued in Wiltshire, and he resolved to inspect their encampments in person, that he might frame the plan, and appreciate the probability of its success. His early predilection for the arts of poetry and music had qualified him to assume the disguise of a harper: in this garb he went among the Danish tents. His harp and his talents excited notice; he was admitted to the royal tables, heard the secret counsels of his foes, and beheld their exposed position unsuspected. He left the encampment, and reached Etheling isle in security. It was now Whitsuntide. He dispatched confidential messengers to his principal friends in three adjacent counties Wiltshire, Hamp-

ত্রুটি জানিতে পারিয়া থাকিবেন কেননা দুঃসময়েই লোকের গর্ব্ব খর্ব্ব হয় আর তখন সকলেই নিরুপায় নিরাশ্রয় প্রযুক্ত আপনার লঘুতা ও পরের গৌরব জানিতে পারে, ফলতঃ সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ব্বন্ধ প্রযুক্তই বিপদ্ সময়ে নম্রতা বিনয় শীলতা দান্তত লোক বাৎসল্য এবং লোক রঞ্জকতা ইত্যাদি গুণের উৎপত্তি হয় আর সুবোধ ভদ্রজনেরা দুর্দ্দশার কালে সর্ব্বত্রই ঐ সকল গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আল্‌ফ্রেডের রাজত্বের অবশিষ্টাংশে সদ্গুণ ও সুবিবেচনা নিরন্তর ধারা বাহিকরূপে প্রকাশ হইত তাহাতে বোধ হয় অজ্ঞাত বাসের দুঃখে তাঁহার স্বভাবের সৌষ্ঠব ও চিত্তের সংশোধন এবং জ্ঞানের উদ্দীপন আধিক্য রূপে হইয়াছিল।

তিনি কএক মাসাবধি অজ্ঞাত বাস করিয়া মনেং অনেক মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়াছিলেন অতএব উইলটশির স্থিত শত্রু সৈন্যের উপর হঠাৎ আক্রমণ করা ধার্য্য করিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধির সদুপায় করণার্থ স্বয়ং চর স্বরূপে তথায় গিয়া তাহারদের শিবির পরীক্ষা করিতে মানস করিলেন, বাল্যকালে কবিতা ও গীতবাদ্যে তাঁহার অনুরাগ থাকাতে সংগীত বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণতা জন্মিয়াছিল অতএব বীণা বাদকের বেশ ধারণ করিয়া দেনেরদের শিবিরে গমন করিলেন, দেনেরা বীণা যন্ত্রে তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়াগেল সে স্থলে তিনি ছদ্মবেশে শত্রুরদের সমস্ত গুপ্ত মন্ত্রণা অবগত হইলেন এবং তাহারদের কোন্ স্থান সুরক্ষিত ও কোন্ স্থান অরক্ষিত তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন পরে শিবির ত্যাগ করিয়া হুইটসন পর্ব্বকালে এথ্‌লিং উপদ্বীপে নির্বিঘ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তথা হইতে বিশ্বাসি দূত দ্বারা উইল্‌টশির এবং সমর্শেটশির নামে নিকটবর্ত্তি তিন প্রদেশস্থ প্রধানং বন্ধুগণের নিকট

shire, and Somersetshire, announcing his existence, requiring them secretly to collect their followers, and to meet him in military array on the east of Selward Forest.

As the Anglo-saxons had suffered severely in his absence, the tidings of his re-appearance excited rapture in every breast. All who were intrutted with the secret, crowded enthusiastically to the place of meeting. Alfred met them at the stone of Egbert, on the east of the great wood, and was received with ardent congratulations. They encamped there for that night; at the next dawn he marched them to Ecglea, where at night they again encamped. They rose, when the morning tints diffused their gleams of light, and marched rapidly to Eddington, near Westbury, where the Northern myriads overspread the plains.

Alfred's arms were crowned with success, and his exertions rewarded with a glorious victory at the battle of Eddington. The Danes were completely routed and fled back to their fortress; Alfred pursued them to their stronghold and compelled them to surrender. The wisdom and moderation which the conqueror displayed, subdued the ferocity of the Northmen throughout the island, and he obtained the full possession of Mercia, Wessex, Sussex, and Kent, though he had been an exile for the five months preceeding.

The comprehensive mind of Alfred conceived and executed the magnanimous policy of subduing the

স্বীয় অবস্থার সংবাদ পাঠাইয়া তাহারদিগকে গোপনে আপনং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেলওয়ার্ড বনের পূর্ব্বদিকে যুদ্ধ সজ্জায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন।

রাজা অদৃশ্য হওয়াতে এঙগ্লো সাক্সনেরা যেমন কাতর হইয়াছিল পুনর্ব্বার প্রকাশ হওয়াতে তেমনি হর্ষে পুলকিত হইল অতএব যাহারা গোপনে তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইল তাহারা তাবতেই ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিতে আসিল আলফ্রেড উক্ত মহারণ্যের পূর্ব্বদিগে এগবর্টের প্রস্তরের নিকট তাহারদিগকে দর্শন দিলেন তাহাতে তাহারা বিপুল আনন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং সে রাত্রি সেই স্থানেই প্রবাস করিয়া প্রভাত কালে তাঁহার শাসনানুসারে এগ্লিয়াতে প্রস্থান করিল অপর তথায় রজনীপর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া ওএন্টবরির সমীপস্থ এডিংটনে ত্বরায় যাত্রা করিল সেই স্থল দেনীয়েরদের অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

এডিংটনের সংগ্রামে আলফ্রেডের অস্ত্র ধারণ সার্থক হইল তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া মহা যশোলাভ পুরঃসর জয়ী হইলেন এবং দেনেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আপনারদের দুর্গমধ্যে পলায়ন করিল আল্‌ফ্রেড তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে তাহারদিগকে শরণাগত করিলেন, এবং বিজয়ানন্তর এমত বিবেচনা ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিলেন যে তাহা দেখিয়া উপদ্বীপস্থ তাবৎ দুর্দ্দান্ত দেনেরদের উদ্যম ভঙ্গ হইয়া গেল এইরূপে তিনি পঞ্চমাস পলাতক থাকিবার অব্যবহিত পরে অনায়াসে মর্শিয়া ওএশেক্স সশেক্স এবং কেন্টের সর্ব্বতোভাবে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

আল্‌ফ্রেড সদাশয় প্রযুক্ত গোথ্রম এবং তাহার অনুচর অর্থাৎ দেনেরদের দুরন্তচিত্ত সৎসংস্কার দ্বারা শান্ত দান্ত করণার্থ তাহারদিগকে কৃষি জীবি ও সভ্য ভব্য এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মা-

minds of Gothrun and his followers to the peaceful obligations of agriculture, civilization, and Christianity. To effect this, he required them to exchange their Paganism for the Christian religion, and he admitted them to cultivate and possess East Anglia.

After some weeks Gothrun, to whom the conditions were acceptable, went with thirty of his chiefs to Aulre, near Ethelney, where Alfred, acting as his godfather, he was baptized in the name of Ethelstan. The ceremony was completed a week after at the royal town of Wædmor. He stayed twelve days with the king as his guest, and received magnificent presents at his departure.

The reign of Alfred, from his restoration to his death, was wise and prosperous. One great object of his care was, to fortify his kingdom against hostile attacks. He rebuilt the cities and castles which had been destroyed, and constructed new fortifications in every useful place; by these defensive precautions, he gave to the country a new face, and not only kept in awe the Northmen who were in it, but was prepared to wage with advantage that defensive war, which the means and disposition of the impetuous invaders could never successfully withstand.

The policy of Alfred's conduct towards Gothrun was evinced and rewarded immediately afterwards. A large fleet of Northmen arrived in the Thames, who desired to unite with Gothrun in a new warfare; but

সুযায়ি করণের মহা কৌশল স্থির করিলেন অতএব তাহার-দিগকে পৌত্তুলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন পরে ইষ্ট এঙ্গ্লিয়ার কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বাস করিতে অনুমতি দিলেন।

কএক দিবসানন্তর গোথ্রম আলফ্রেডের ঐ কল্পনায় সম্মত হইয়া ত্রিশজন প্রধান অনুচরের সহিত এথেল্‌নির সমীপস্থ অলরি গ্রামে গমন করিয়া এথেলষ্টন নাম গ্রহণ করত জল সংস্কারদ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন আলফ্রেড তাহার ধর্ম্ম পিতা হইয়াছিলেন, এক সপ্তাহের পর উইডমর নামে রাজধানীর মধ্যে ঐ ক্রিয়ার সমাপন হয়, গোথ্রম দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত রাজগৃহে বাস করিয়া বিদায় কালে অনেক মহামূল্য দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

আল্‌ফ্রেড পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়া যাবজ্জীবন সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাপালন করত সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, শত্রুবর্গে আর কখন রাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে একারণ এক্ষণে দেশকে সুদৃঢ় করিতে বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করিলেন অতএব যে২ নগর ও দুর্গ নষ্ট হইয়াছিল তাহার পুনঃস্থাপন করিয়া উত্তমরূপে নূতন পরিখা প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। রাজ্য রক্ষার এই২ উপায়ে দেশের নূতন শোভা হইয়া উঠিল এবং তথাকার দেনেরাও ভয় প্রযুক্ত-আর উপদ্রব করিতে সাহসী হইল না সুতরাং এই সুযোগে আল্‌ফ্রেড এবম্প্রকারে স্বদেশ রক্ষার উপায় করিলেন যে বিক্রমশালি শত্রুরাও আর কখন পরাভব করিতে পারিল না।

আল্‌ফ্রেড গোথ্রমের প্রতি যেপ্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শিতা শীঘ্র প্রকাশ পাইল এবং রাজ্যেরও বিলক্ষণ উপকার হইতে লাগিল উত্তরাঞ্চলীয় লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া জাহাজযোগে টেম্‌স নদীতে আসিয়া গোথ্রমের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার

Alfred having pacified his ambition, these adventurers found no encouragement and no alliance. They wintered at Fulham, and then followed their leader, the famous Hastings, into Flanders.

Hastings made another vigorous attempt for the conquest of England, but his efforts, however formidable, were baffled by the wisdom and skill with which Alfred formed his plans of defence.

At last the progress of human destiny deprived the world of this most beneficent luminary. This victorious warrior; this sagacious statesman; this friend of distress; this protector against oppression; this mighty intelligence, who, in an age of ignorance, loved literature, and diffused it; who, in an age of superstition, could be rationally pious; and in the station of royalty could discern his faults, and convert them into brilliant virtues; was at last called away from the world on the 26th day of October, in the year 900, or 901. But his great character demands a more minute inspection, and we hasten to describe more accurately that mind and heart which we cannot contemplate without love, and all those venerating feelings which the union of great genius and great virtues claims as

যত্ন করিয়াছিল কিন্তু আলফ্রেডের ব্যবহারে গোথ্রুমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল ইহাতে তিনি তাহারদের সহিত একমত হয়েন নাই আর তাহাদিগকে উৎসাহও দেন নাই সুতরাং আক্রমণকারিরাও ফুলহামে শীত কাল ক্ষেপণ করিয়া অবশেষে হেষ্টিংশ নামা প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষের সহিত ফ্লাণ্ডর্শে প্রত্যাগমন করিল।

ঐ হেষ্টিংশ ইংলণ্ড দেশ জয় করণার্থ দ্বিতীয়বার মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভয়ানক যত্ন করিয়াছিল কিন্তু আল্ফ্রেডের রাজ্য রক্ষার কৌশলে ও বুদ্ধি প্রভাবে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়।

কিয়ৎকালানন্তর আল্ফ্রেড মানবীয় গতিপ্রাপ্ত হওয়াতে মহীমণ্ডল এই প্রজাবৎসল রাজার শোভায় বঞ্চিত হইল। যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রজাপালনে অনুপম বিজ্ঞতা ও পরিণাম দর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও যিনি দীনহীনের সহায় এবং অত্যাচার গ্রস্তের পরিত্রাতা ছিলেন আর যিনি জ্ঞান জ্যোতির তিরোধান কালেও আশ্চর্য্য বুদ্ধি বলে বিদ্যানুনুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী হইয়াছিলেন এবং যিনি ধর্ম্মবিষয়ে লোক সমাজের ঘোর ভ্রান্তি সত্বেও আপনার আচরণে যুক্ত্যনুযায়িনী ধর্ম্মনিষ্ঠার লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন আর যিনি রাজ গৌরবে গর্ব্বিত না হইয়া বরং সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা নিজ দোষ শোধন করত বহু গুণালঙ্কৃত হইয়াছিলেন তিনি ৯০০ অথবা ৯০১ বর্ষে অক্তোবর মাসের ২৬ দিবসে অবশেষে লোকান্তর গমন করিলেন। এমত অসাধারণ পুরুষের চরিত্রে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য অতএব তাঁহার বুদ্ধি ও সদ্গুণের বিস্তারিত বর্ণনা করা যাইতেছে, তাঁহার মেধা এবং সৎস্বভাবের বৃত্তান্তে অবশ্য আমারদের মনে অনুরাগ এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবেক ফলতঃ কোন মহাত্মার স্বাভাবিক বুদ্ধি কৌশল এবং অসাধারণ গুণ দেখিলে সদাশয় পুরুষ মাত্রেরই অন্তঃকরণে

their best earthly reward, and irresistibly excites in the well governed mind.

The character of Alfred, although so illustrious, has the rare and peculiar happiness of being imitable by all. It is not that of a sanguinary warrior, at whose ambitious fiat nations disappear; nor is it the genius of a Homer, or a Newton, whose intellectual combinations excite the wonder and the despair of mankind. The lives of such men we cannot make the patterns of our own. We cannot regulate our conduct in the difficulties of human affairs, by any instructions to be gained from their experience.

But Alfred was a man whom, in his various merits, we may all reasonably emulate. We may follow his example in almost every instance, and we can seldom copy him but to improve our character, and to aggrandize our reputation, if the music of fame should chance to be delightful to our ear.

We may consider him in three lights; in his intellectual, his moral, and his political conduct.

In one circumstance Alfred will be parallelled by many, and to such his example is inestimable. He was passing the early periods of his youth without knowledge or instruction. The embarrassments, or the absurdity of his father, combined with the ignorance which was the fashion of the age, to deprive the young prince of any education. At first, he was unfortunately the object of his father's dotage, and

শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে এবং সেই শ্রদ্ধাই সংসারের মধ্যে গুণ-ভূষিত জনের গুণের প্রকৃত পুরস্কার।

আলফ্রেডের চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল হইলেও তাঁহার আর এক মহৎ গুণ ছিল যে সকল লোকেই তাঁহার আচরণ দেখিয়া তদনুযায়ি হইতে যত্ন করিতে পারে, তিনি শৌর্য্য প্রকাশে এমত ভয়ানক বীররূপী ছিলেন না যে তাঁহার যশঃস্পৃহাতে ভূরি২ জাতি নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায় এবং বিদ্যানুশীলনে হোমর কিম্বা নিউটনের ন্যায়ও ছিলেন না যে তাঁহার নূতন ভাব শক্তি দেখিয়া লোকের মনে বিস্ময় ব্যতীত কদাচ তত্তুল্য হওনের স্পর্দ্ধা জন্মিতে না পারে কেননা সাধারণ লোকে অদ্ভুত পুরুষদিগের ব্যবহারকে আপনারদের আচরণের আদর্শ জ্ঞান করিতে সাহস করে না এবং আমরাও তাঁহারদের চরিত্র দেখিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে কোন বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি না।

কিন্তু আল্‌ফ্রেডের গুণ দেখিয়া তত্তুল্য হইবার চেষ্টা করিলে অসঙ্গত স্পর্দ্ধা হয় না আমরা পদে২ তাঁহার আচারানু-যায়ি হইতে পারি আর নিজ সুখ্যাতি শুনিলে যদি তাহা কর্ণকুহরে মধুর শব্দের ন্যায় প্রবেশ করে তবে তাঁহার আচার দেখিয়া অবশ্য আমারদের চরিত্র শোধন ও যশোবৃদ্ধি হইতে পারে।

আল্‌ফ্রেডের চরিত্র বিদ্যা সদাচার ও রাজনীতি এই তিন বিষয়েই প্রসিদ্ধ হয় যাহা আমাদের বিবেচনা করণের যোগ্য।

এক বিষয়ে আলফ্রেডের অবস্থা অনেক লোকের সদৃশ ছিল তজ্জন্য সকলেই তাঁহার আচরণ দেখিয়া অবশ্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ তিনি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই পিতার দুর্গতি অথবা নির্বুদ্ধিতা এবং তিমিরাবৃত কালের বৈগুণ্য প্রযুক্ত শৈশবাবস্থায় তাঁহার জ্ঞানা

might have been ruined by his excessive affection, if a new marriage, and the usurpation of Ethelbald, had not superseded his attractions. But he was twelve years of age before he was even taught to read.

That he was advancing into active youth without instruction, was the fault of others. But that his mind, though boyish, craved information, and was eagerly seeking the opportunities of acquiring it, was a merit of his own. The only department of literature to which he could gain access by his own industry was, the region of the muses. There is a charm in Pierian harmony, even of the most common species, which has in all times and places arrested the uncultivated ear. Though other knowledge has been most unknown or despised, this has been appreciated. Hence, even in the ninth century, there were men fond of repeating Saxon poems; wherever these were recited, Alfred was an eager auditor, and was industrious to commit them to his memory. This fondness for poetry continued with him through life. It was always one of his principal pleasures to learn Saxon poems and to teach them to others. The memory of his children was also chiefly exercised in this captivating art.

The rustic numbers of the Saxon bards kindled the mind of Alfred: they provoked his ambition; and when his mother first pointed to the avenues of instruction, the enraptured youth ran eagerly to obtain it.

নুশীলন মাত্র হয় নাই, তিনি দুর্ভাগ্য ক্রমে বাল্যকালে পিতার অপরিমিত স্নেহ ভাজন হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মনে অনেক প্রকার কুসংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল কেবল পিতার দ্বিতীয় বিবাহ এবং রাজত্বনাশ হওয়াতে ঐ মমতার যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তথাচ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণ পরিচয় হয় নাই।

তিনি যৌবনাবস্থায় যে বিদ্যা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই তাহাতে তাঁহার নিজ দোষ ছিল না বরং বাল্যকালেই জ্ঞান তৃষ্ণা জন্মিবাতে আপনি বিদ্যোপার্জ্জনের উপায় চেষ্টা করেন ইহা তাঁহার প্রশংসনীয় গুণ, পরন্তু আপনার পরিশ্রমে কেবল কবিতা ও শ্লোকাদিতেই যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। সামান্য শ্লোকের ছন্দেতেও এমত চিত্তাকর্ষণ শক্তি আছে যে অবিদ্বান জনেরও তাহাতে কর্ণসুখ জন্মে একারণ অন্য প্রকার বিদ্যার অনাদর হইলেও কবিতা ও পদ্যাদির মর্য্যাদা কস্মিন্ কালে নষ্ট হয় নাই সুতরাং খ্রীষ্টাব্দের নবম শত বর্ষেও অনেক লোক সাক্সন কবিতা পাঠ করণে আমোদ করিত,আল্‌ফ্রেড যেখানে২ কবিতা পাঠ হইত সেখানেই উৎসুক হইয়া গমন করত তাহা শ্রবণ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিতেন তাঁহার মনে কবিতার এই অনুরাগ যাবজ্জীবন ছিল কেননা সাক্সন শ্লোক অভ্যাস করিয়া অন্যকে শিক্ষাইতে সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন পরে আপনার পুত্রদিগকেও তাহা অভ্যাস করিতে কহেন।

• সাক্সন কবিতার সামান্য ছন্দেও আল্‌ফ্রেডের মনঃ মোহিত হওয়াতে, তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কেননা তাঁহার বিমাতা বিদ্যোপার্জ্জনের পথ দেখাইলে তিনি

He sought out an instructor, and never ceased his exertions till he had enabled himself to read.

To read! it is a simple, infantine occupation. It is a proficiency which even babies can attain. There scarcely lives a being now so miserable who has not acquired the petty qualification. Because it is the first employment of our immature years, and is an attainment almost universal, we think of it so slightly that many may deem it unworthy of being noticed in the history of Alfred. But though it is now an indispensible requisite to every order of society, it was then neglected and despised even in royal and clerical education. The brothers of Alfred, who preceded him on the throne, disdained it. That class of the nation in whom all the learning of barbarous times concentrates, was in general ignorant of it: and let us not forget that the knowledge of the alphabet is in reality the possession of a fairy wand of most stupendous power. Did a magician offer us by his art to transport us to the busy streets of Athens or of Rome, while Demosthenes harangued, or Socrates taught, or Virgil sang, to make past ages live again, and to revive every character which adorned them; could he pass all the regions of the globe at our pleasure before us, and pour upon our minds all the reasonings of intellect, all the discoveries of philosophy, and all the experience of time; how should we acclaim the magnificent proposal! To learn to read, is to acquire this

মহা ঔৎসুক্যের সহিত তদবলম্বী হইয়া একজন শিক্ষকের অনুসন্ধান করিয়া অবিশ্রান্ত যত্নে বর্ণ শিক্ষা করেন।

বর্ণ পরিচয় ক্ষুদ্র বিষয় বটে যেহেতু শিশুরাও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে আর একালে প্রায় কোন লোককেই এমত হতভাগ্য দেখা যায় না যে বর্ণ জ্ঞানে নিপুণ না হয় বাল্যাবস্থায় প্রায় সকলের তদ্বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে একারণ আমরা ইহা-তে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি অতএব কোন২ লোকে কহিতে পারেন যে আল্‌ফ্রেডের জীবন বৃত্তান্তে এই ক্ষুদ্র বিষয় বিস্তা-রিত বিবরণের কি প্রয়োজন? কিন্তু ইদানীন্তন সকল জাতীয় লোকের পক্ষে বর্ণ ও লিপি জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক হইলেও তৎকালে রাজপুরুষ এবং যাজকদিগের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ উপে-ক্ষা ছিল আল্‌ফ্রেডের অগ্রজ নৃপতিরা বর্ণ শিক্ষাও করেন নাই অসভ্যতার কালে যাহারা বিদ্যার আশ্রয়রূপে বিখ্যাত হয়েন অর্থাৎ যাজকবর্গ তাহারদেরও সকলের বর্ণজ্ঞান ছিল না। অপর বর্ণজ্ঞানের মাহাত্ম্যের বিষয় অধিক কি কহিব? তাহা এক প্রকার মায়া শক্তি তুল্য, যদি কোন মায়াবী লোক মন্ত্র দ্বারা অতীত কালকে পুনশ্চ বর্ত্তমান ও লোকান্তর গত মহোজ্জ্বল পুরুষদিগকে জীবিত করিয়া এথেন্স কিম্বা রোম নগরীর মধ্যে দিমস্থিনিসের অপূর্ব্ব বক্তৃতা অথবা সক্রেতিসের জ্ঞান কথন কিম্বা বর্জিলের মধুর গীত শ্রবণ করাইতে উদ্যত হয় আর যদি স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীর যাবদীয় খণ্ড আমারদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া সর্ব্ব দেশীয় ও সর্ব্বকালীন লোকদি-গের যুক্তি তর্ক ও নূতন২ বস্তু প্রকাশ এবং বহু দর্শিতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার এমত অদ্ভুত কল্পনা দেখিয়া কে না ধন্য২ কহিবে! ফলতঃ বর্ণ সকলকেও তদ্রূপ অপূর্ব্ব মন্ত্র শক্তি তুল্য কহিতে হইবে আল্‌ফ্রেডের যদি তদ্বিষয়ক জ্ঞান না জন্মিত তবে কেবল শ্রবণ দ্বারা অসভ্য স্যাক্সন ও বর্ব্বর দেনেরদের উক্তি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের পরিচয় পাইতেন

wonderful faculty. Had Alfred never known the alphabet, he would have known nothing but the thoughts and actions of barbarian Saxons, and ferocious Danes; but possessed of that magical telescope which brought to his view the anterior ages of humanity, and all their immortalized personages, he strove for virtues which he could not else have conceived: he became a model of wisdom and excellence himself, for other generations to resemble.

It is admirable to see, that notwithstanding impediments, which to most would have been insuperable, Alfred persevered in his pursuit of improvement. The desire of knowledge, that inborn instinct of the truly great, which no gratifications could saturate, no obstacles discourage, never left him but with life. If Alfred succeeded in his mental cultivation, who should despair? It Alfred could find leisure for literrary pursuits, who shall talk of business as a bar?

To John, to Grimbold, to Asser, and Plegmund, Alfred ascribes his acquisition of the Latin language.

The spirit of Alfred was so truly philanthropic, and his desire to improve his people was so ardent, that he had scarcely made the attainment before he was active to make it of public utility. He beheld his subjects ignorant and barbarous, and he wisely judged that he should best amend their condition by informing their minds.

না কিন্তু ঐ মায়িক দূরদর্শন যন্ত্ররূপিণী লিপি বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি পূর্ব্বতন কাল ও প্রাচীন পুরুষদিগকে মানস প্রত্যক্ষ করিয়া এমত সদ্গুণে ভূষিত হইতে যত্ন করিয়াছিলেন গ্রন্থ পাঠ ব্যতিরেকে যাহার অনুভব অপ্রাপ্য হইত, আর তৎপ্রযুক্তই উত্তর কালীন লোকদিগের হিতার্থ আপনি জ্ঞান ও সদাচারের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন।

আলফ্রেডের বিদ্যোপার্জ্জনে এমত ভয়ঙ্কর বাধা জন্মিয়াছিল যে সাধারণ লোকে তাহা হইতে কোন মতে উত্তীর্ণ হইতে পারিত না কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার ঔৎসুক্য কখন শিথিল হয় নাই, ফলতঃ অকৃত্রিম সদাশয় পুরুষদিগের স্বভাবতই জ্ঞানতৃষ্ণা জন্মে এবং তাহা কোন প্রকার সম্ভোগে পর্য্যাপ্ত অথবা কোন ব্যাঘাতেও নিবৃত্ত হয় না একারণ আল্‌ফ্রেডের মনে বিদ্যাকাঙ্ক্ষা কোন প্রকারে অবসান হয় নাই অতএব তিনি যখন এমত ব্যাঘাত পাইলেও কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন তখন এবিষয়ে কে নিরুৎসাহী হইতে পারে? আর তিনি যখন সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যানুশীলনার্থ অবকাশ করিয়াছিলেন তখন কোন্ কাপুরুষ কহিতে পারে যে কর্ম্মানুরোধে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারি না?।

আল্‌ফ্রেড আপনি কহিয়াছেন যে জান, গ্রিম্বোল্ড, আসর এবং প্লেগমণ্ড এই চারি জনে তাঁহাকে লাটিন ভাষায় উপদেশ দেন।

আলফ্রেডের প্রজাবাৎসল্য ও সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত এমত ঔৎসুক্য ছিল যে আপনি কৃতবিদ্য হইবার অব্যবহিত পরে সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করেন, তিনি প্রজা পুঞ্জকে মূর্খ ও অসভ্য দেখিয়া সুবিবেচনা পূর্ব্বক মনে করিলেন যে তাহাঁরদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইলেই চরিত্রের শোধন হইবে।

He found his people rude and illiterate; he was himself destined to ignorance, and he was embarrassed by every cause which could operate to degrade both his nation and himself; yet Alfred attached himself to knowledge, succeeded in acquiring it, and with wonderful generosity imposed it on himself, as a duty to impart to his people the full benefit of his attainments.

Of the books which the king translated, the principal were Orosius, Bede, Boethius, and the Pastorals of Gregory.

Malmsbury mentions, that Alfred began to translate the Hymns of David, but that he had hardly finished the first part when he died. There are many MSS. of the Anglo-Saxon translation of the Psalter extant, but it is not in our power to discriminate the performance of Alfred.

In the Harleian Library there is a MS. of a translation of fables, styled Æsop's, into French romance verse. At the conclusion of her work, the author asserts that Alfred the king translated the fables from the Latin into English, from which version she turned them into French verse. Mary, the French translator, lived in the thirteenth century.

The genius of Alfred was not confined to literature: it also extended to the arts; and in three of these, architecture, ship-building, and gold and silver workmanship, he obtained an excellence which corresponded with his other talents.

এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে প্রজারা যেমন অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ছিল রাজাও বাল্যকালে তাদৃশ দুরবস্থান্বিত ছিলেন ইহাতে রাজা প্রজা উভয়ের পামরত্ব প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও আল্‌ফ্রেড সকল ব্যাঘাত দূর করিয়া আপনি বিদ্যার আলোচনা করত উত্তম রূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং পরের হিত কামনায় প্রজারদিগকে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অংশি করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

আল্‌ফ্রেড যে২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে অরোসিয়স, বিড, বোইথস ও গ্রেগরি রচিত পাষ্টোরাল নামক পুস্তক প্রধান ছিল।

মামসবরি কহেন যে আল্‌ফ্রেড দাবিদের গীত অনুবাদ করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম খণ্ড সমাপ্ত না হইতে২ লোকান্তর গমন করেন, সাকসন ভাষায় ঐ গীত পুস্তকের অনেক আদর্শ আছে কিন্তু কোন্২ অংশ আল্‌ফ্রেডের দ্বারা অনুবাদিত তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

একজন স্ত্রীলোক ফ্রেঞ্চ শ্লোকেতে ইশপের গল্প নামক গ্রন্থের যে অনুবাদ করে তাহা হার্লিয়ান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই, অনুবাদ কারিণী কহেন আল্‌ফ্রেড রাজা ঐ গল্প লাটিন হইতে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন পরে তিনি ইংরাজী হইতে ফ্রেঞ্চ শ্লোকে তাহার ভাষান্তর করেন ঐ অনুবাদ কারিণীর নাম মেরী, তিনি খ্রীষ্টীয় বর্ষের ত্রয়োদশ বৎসরে জন্মিয়া ছিলেন।

আল্‌ফ্রেডের সাহিত্য বিদ্যায় পারগতা ব্যতীত শিল্প কার্য্যেও বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল বিশেষতঃ গৃহ নির্ম্মাণ জাহাজ নির্ম্মাণ, এবং স্বর্ণ রৌপ্যের গঠন ইত্যাদি কর্ম্মে অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার উপযুক্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

Alfred was a great example to posterity in the attention he bestowed on the education of his children. He was as solicitous to improve his family as himself; he had several children; some died in their infancy. Æthelsteda, Edward, Ethelgiva, Alfritha, and Æthelweard, survived him. Edward and Alfritha were educated in the royal court with great attention. They were accustomed to filial duty towards their parent, and to behave with mildness and affability towards others, whether strangers or natives. Asser remarks, that they retained these estimable qualities at the period in which he wrote. They were induced to improve their minds with the liberal learning which could then be obtained. Besides the hymns of devotion, they were studiously taught Saxon books, and particularly Saxon poetry, and they were accustomed to frequent reading.

Alfred, like other men, inherited the passions and frailties of mortality; he felt immoral tendencies prevalent in his constitution, and he found that he could not restrain his voluptuous desires. With this experience mankind in general rest satisfied; they feel themselves prompted to vicious gratifications, they take the tendencies of nature as their excuse, and they freely indulge.

But the mind of Alfred soon emancipated itsel from such sophistry; he disdained to palter with his moral sense; he knew that his propensities were im-

আল্‌ফ্রেড নিজ সন্তান সন্ততির বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া আপনার ন্যায় আত্ম পরিজনের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে যত্নশালী হইয়া ছিলেন, তিনি বহু পুত্রী ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন২ কুমার শৈশবাবস্থাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় কেবল ইথেল্‌ষ্টিডা, এডোয়ার্ড, এথেল্‌জিরা, এলফ্রিথা এবং ইথেল্‌ওয়ার্ড এই কয় পুত্র তাঁহার মরণের পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, এডোয়ার্ড এবং এলফ্রিথা রাজ সভা মধ্যে বিশেষ যত্নে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং স্বদেশি বিদেশি সকলের সহিত প্রণয় ও সুশীলতাচরণ করিতেন, আসর কহেন তাঁহার গ্রন্থ রচনা কাল পর্য্যন্ত উক্ত রাজ কুমারেরা ঐরূপ সদ্গুণ প্রকাশ করিতেন এবং তৎকালে যে২ বিদ্যার প্রচার ছিল তাহার চর্চ্চা করত আপনারদের মন জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা ভক্তি রস ঘটিত ধর্ম্ম গীত ব্যতীত সাক্সন কবিতা যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন আর সর্ব্বদাই অধ্যয়নাদিতে অনুরক্ত থাকিতেন।

অন্যান্য লোকের ন্যায় আল্‌ফ্রেডও কাম ক্রোধাদির বিকারে ব্যথিত হইতেন, তাঁহার চিত্তে কখন২ অসৎ ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিত এবং ইন্দ্রিয় সকলের দমন যে সুকঠিন তাহাও জানিতেন। সামান্য লোকে ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা জানিতে পারিয়াও দমন করিতে চেষ্টা করে না, দূষ্য আমোদে প্রবৃত্তি জন্মিলে অকাতর হইয়া রঙ্গরসে মত্ত হয় আর জ্ঞান করে রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ বিহারে দোষ নাই।

কিন্তু আল্‌ফ্রেড আপন অন্তঃকরণকে এমত কুতর্ক কুহক হইতে শীঘ্র মুক্ত করিয়া ভদ্রাভদ্র বিবেক শক্তির ব্যতিক্রম করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন তিনি জানিতেন যে কামক্রো-

moral; and though a prince, he determined not to be their slave.

To subdue his degrading tendencies, Alfred had recourse to the aids of religion. His honoured friend assures us, that to protect himself from vice, he rose alone at the first dawn of day, and privately visited churches and their shrines, for the sake of prayer. There long prostrate, he besought the great moral legislator to strengthen his good intentions; so sincere was his virtuous determination, that he even implored the dispensation of some affliction which could not, like blindness or leprosy, make him useless and contemptible in society, as an assistant to his virtue. With frequent and earnest devotion he preferred this request; and when at no long interval, the disorder of the ficus came upon him, he welcomed its occurrence, and converted it to a moral utility, though it attacked him severely. However variously with our present habits we may appreciate the remedy with which Alfred chose to combat his too ardent passions, we cannot refuse our applause to his magnanimity. His abhorrence of vice, his zeal for practical virtue, would do honour to any private man of the most regular habits; but in a prince chartered to indulge, by the dishonest flattery and seductive examples inseparable from his station, it was noble beyond applause.—*Turner's Hist. of the Anglo-Saxons.*

ধাদি রিপু দূষ্য ও সুনীতির বাধক অতএব রাজা হইলেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এমত রিপুর বশে থাকিবেন না।

তিনি ঐ সকল স্বাভাবিক অসৎ প্রবৃত্তির দমন করণার্থ ধর্ম্ম সাধনকে আশ্রয় করেন তাঁহার সম্ভ্রান্ত সুহৃৎ গ্রন্থকার কহেন তিনি দুষ্কৃতি হইতে আত্মরক্ষা করণাভিপ্রায়ে একাকী অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত গোপনে ভজনালয়ে ও পুণ্যস্থানে গমন করিতেন তথায় অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক হৃষীকেশ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহার সৎপ্রবৃত্তি সুদৃঢ় হয় ফলতঃ তিনি একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন আর সৎকর্ম্মে ঔৎসক্য বৃদ্ধির নিমিত্ত এমত কোন দুর্গতিরও বাঞ্ছা করিতেন যাহা নিতান্ত অসহ্য না হয় এবং যাহা অন্ধতা ও মহাব্যাধির ন্যায় সংসারের মধ্যে একেবারে অকর্ম্মণ্য ও হেয় না করে, তিনি অহরহ একাগ্রচিত্তে এই প্রার্থনা করিতেন পরে অবিলম্বে অর্শ রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাহা মঙ্গলের বিষয় জ্ঞান করিয়া ঐ পীড়ায় মহা ক্লেশ পাইলেও তদবলম্বনে চরিত্র শোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি কাম ক্রোধাদির দমনার্থ যে উপায় চেষ্টা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এক্ষণে যাহার যে মত হউক কিন্তু কেহই তাঁহার সদাশয়ত্বের প্রশংসায় নিরস্ত হইতে পারিবেন না, তিনি যেপর্য্যন্ত দুষ্কৃত বিরাগ ও সুকৃতানুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতি সামান্য স্থিরচিত্ত লোকের হইলেও তাহাকে ধন্য কহিতে হয় তবে অসৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং কুসংস্কার বর্দ্ধক প্রিয়ভাষি পারিষদে বেষ্টিত ও সর্ব্বাধিপত্তি প্রযুক্ত লৌকিক বিধিনিষেধের অতীত মহীপালের চরিত্রে ঐ মহাগুণ প্রকাশ হইলে তাঁহার অপার মহিমায় ধন্যবাদ কিপ্রকারে অবসন্ন হইতে পারে?

সমাপ্তোয়ং অধ্যায়ঃ।

## THE LIFE OF SULTAN MAHMUD.

---

Mahmud had from his boyhood accompanied his father on his campaigns, and had given early indications of a warlike and decided character. He was now [i. e on the death of his father] in his thirteenth year, and, from his tried courage and capacity, seemed in every way fitted to succeed to the throne; but his birth was probably illegitimate, and, from his absence at his government of Nishapur, his younger brother Ismael was enabled (according to some accounts) to obtain the dying nomination of Sebektegin, and certainly to seize on the reins of government and cause himself to be proclaimed without delay. Not the least of his advantages was the command of his father's treasures; he employed them to conciliate the leading men with presents, to augment the pay of the army, and to court popularity with all classes by a lavish expenditure on shows and entertainments.

By these means, though still more by the force of actual possession, and perhaps an opinion of his superior right, he obtained the support of all that part of the kingdom which was not under the immediate government of Mahmud.

The conduct of the latter prince, on this contempt of his claims, may either have arisen from the consciousness of a weak title, or from natural or assumed

# সুলতান মহামুদের চরিত্র।

মহামুদ বাল্যাবস্থাবধি পিতার যুদ্ধ যাত্রায় সমভিব্যাহারী হইতেন ইহাতে অল্প বয়ঃক্রমেই যুদ্ধবীর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞের লক্ষণ প্রকাশ করেন। তিনি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক হইলে যখন পিতৃহীন হয়েন তখন সকলে অনুমান করিয়াছিল তিনিই সাহস ও ক্ষমতাতে রাজ্য লাভ করিবেন কিন্তু বোধ হয় তিনি পিতার অবরুদ্ধাপুত্র ছিলেন এবং পিতৃ বিয়োগ কালে নিশাপুরের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত থাকেন একারণ কোন২ লেখকের কথা প্রমাণ তাঁহার পিতা সবক্তগিন মৃত্যু সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র ইস্মাএলকে উত্তরাধিকারি রূপে ধার্য্য করিয়া যান তাহাতে ইস্মাএল রাজ দণ্ড ধারণ করিয়া অবিলম্বে আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন, এবং সমস্ত পিতৃ ধন গ্রহণ করিয়া আপনার শক্তি রক্ষা করিবার বিলক্ষণ উপায় করিলেন আর প্রধান২ লোককে অর্থ দান করিয়া এবং সেনারদিগের বেতন বৃদ্ধি ও বহুব্যয়ে কৌতুক উৎসবাদি করিয়া সকলের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন।

দেশের সমস্ত লোক তাঁহাকে রাজ্য ভোগ করিতে দেখিয়া ও তাঁহার বদান্যতা এবং কৌতুকাদিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে যথার্থ অধিকারী জ্ঞান করত তাঁহার সপক্ষতা করিতে লাগিল কেবল মহামুদের অনুগত লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।

মহামুদ কনিষ্ঠ ভ্রাতারদ্বারা উপেক্ষিত ও রাজত্বে বঞ্চিত হইয়াও যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিলেন না তাহার কারণ, হয় আপনাকে যথার্থ অনধিকারী জানিতেন অথবা স্বাভাবিক বা কপট ধৈর্য্যাবলম্বন প্রকাশ করিয়া বিরোধ করণে অনিচ্ছুক ছিলেন যাহা হউক তিনি ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত

moderation. He professed the strongest attachment to his brother, and a wish to have given way to him if he had been of an age to undertake so arduous a duty; and he offered that, if Ismael would concede the supremacy to his superior experience, he would repay the sacrifice by a grant of the provinces of Balkh and Khorasan. His offers were immediately rejected; and, seeing no further hopes of a reconciliation, he resolved to bring things to an issue by an attack on the capital. Ismael, who was still at Balkh, penetrated his design, and interposing between him and Ghazni, obliged him to come to a general engagement. It was better contested than might have been expected from the unequal skill of the generals, but was favourable to Mahmud: Ghazni fell, Ismael was made prisoner, and passed the rest of his life in confinement, though allowed every indulgence consistent with such a situation.

These internal contests, which lasted for seven months, contributed to the success of Elik Khan, who had now established his own influence over Mansur II., by compelling him to receive Faik as his minister, or, in other words, his master.

Dissembling his consciousness of the ascendancy of his old enemies, Mahmud made a respectful application to Mansur for the continuance of his government of Khorasan. His request was abruptly rejected,

স্নেহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন কনিষ্ঠ যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার বহনে উপযুক্ত হইতেন তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার হস্তেই রাজত্ব সমর্পণ করা যাইত তথাচ সম্প্রতি ইস্মাএল যদি তাঁহার বহুদর্শিতার অনুরোধে তাঁহাকে প্রধান অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন তবে তিনি তাঁহাকে বক ও খোরাসান রাজ্য প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিবেন। ইস্মাএল একথা শ্রবণ মাত্রে অগ্রাহ্য করাতে মহামুদ সদ্ভাবের উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে মানস করিলেন, ইস্মাএল বক নগরে থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শিতা দ্বারা মহামুদের ঐ কল্পনার সূত্র পাইবামাত্র গজনন এবং নিশাপুরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন তাহাতে মহামুদকে সাধারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল এযুদ্ধে সেনানীদিগের মধ্যে দক্ষতা বিষয়ে অনেক তারতম্য ছিল তথাপি উভয় পক্ষের বিলক্ষণ উদ্যম প্রকাশ হইল কিন্তু অবশেষে মহামুদেরই জয় হইল,তাহাতে গজনন জয় কারির অধিকারে আসিল এবং ইস্মাএল বন্দি স্বরূপে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রহিলেন, পরে মহামুদ তাহার প্রতি রাজ কৌশলানুসারে যত সাধ্য তত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহামুদ এবং তাঁহার ভ্রাতার মধ্যে এই গৃহ বিচ্ছেদ সপ্ত বর্ষপর্য্যন্ত প্রবল ছিল তাহাতে তাতার রাজ এলিক্ খাঁ সুযোগ পাইয়া আপনার অনুগত অথচ সপক্ষ ফাইক নামা এক ব্যক্তিকে দ্বিতীয় মানসরের অমাত্য অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া গ্রাহ্য করাইয়া নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহামুদ প্রাচীন শত্রুরদের উত্থান উত্তম রূপে জানিতেন তথাচ বিনয় পূর্ব্বক মানসরের নিকট খোরাসানে আপনার অধ্যক্ষতা পদ দৃঢ় করণার্থ নিবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন, মানসর সে নিবেদন তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার

and a creature of the new administration appointed his successor.

But Mahmud was not so easily dispossessed; he repelled the new governor, and although he avoided an immediate conflict with Mansur, who was brought in person against him, he withheld all appearance of concession, and remained in full preparation for defence; when some disputes and jealousies at court led to the dethronement and blinding of Mansur, and the elevation of Abdulmelek as the instrument of Faik. On this, Mahmud ordered the name of the Samanis to be left out of the public prayers; took possession of Khorasan in his own name; and, having soon after received an investiture from the calif (the dispenser of powers which he himself no longer enjoyed), he declared himself an independent sovereign, and first assumed the title of Sultan, since so general among Mahomedan princes.

Elik Khan, not to be shut out of his share of the spoil, advanced on Bokhara, under pretence of supporting Abdulmelek; and, taking possession of all Transoxiana, put an end to the dynasty of Samani, after it had reigned for more than 120 years.

Mahmud, now secure in the possession of his dominions, had it almost in his own choice in which direction he should extend them. The kingdoms on the west, so attractive from their connection with the

পরিবর্ত্তে নূতন অমাত্যের একজন অনুচরকে খোরাসানের অধ্যক্ষ করিলেন।

কিন্তু মহামুদ মান্‌সরের আদেশে আপনার পদ ত্যাগ না করিয়া বরং নূতন অধ্যক্ষকে দূরীকৃত করিলেন এবং মান্‌সর স্বয়ং বৈরিভাবে উপস্থিত হইলে যদিও তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হইলেন তথাপি আত্ম প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রমে সার্ব্ব-ভৌমের কথা পালন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিজ রক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে রাজ সভার মধ্যে বিবাদ ও হিংসা উপস্থিত হওয়াতে মান্‌সর আপনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন, বিপক্ষ গণেরা তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া ফাইকের অনুচর আব্দুল মেলেককে রাজ্যাভি-ষিক্ত করিল এই ব্যাপার হওয়াতে মহামুদ সাধারণ প্রার্থনা কালীন সামানি বংশীয় রাজারদের নামোল্লেখ রহিত করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনার নামে খোরাসান অধিকার করিলেন, তখন খালিফেরদের কোন শক্তি ছিল না তথাচ তৎকালের খালিফ মহামুদকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে তিনি আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করত প্রথমত সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন যাহা তৎপরে প্রায় সমস্ত মুসলমান রাজারা গ্রহণ করিয়াছিল।

এলিক খাঁ রাজ্য লুণ্ঠনের অংশী হওনার্থ আব্দুল মেলে ককে সাহায্য করিবার ছলে বকারা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং ওকসস নদীর পর পারস্থ সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া সামানির বংশকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিলেন ঐ বংশ ১২০ বৎস-রের অধিক কাল পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়াছিল।

মহামুদ রাজ্য লাভানন্তর দিগ্‌বিজয় করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন সুতরাং কোন্ দিকে পরাক্রম বিস্তার করিবেন তাহা আপনারই ইচ্ছাধীন ছিল, পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম্ম চলিত ছিল এবং তথাকার দেশ সমূহের বহু কালাবধি

Mahometan religion and their ancient renown, were in such a state of weakness and disorder that a large portion ultimately fell into his hands without an effort; and the ease with which the rest was subdued by the Seljuks, who were once his subjects, showed how little obstruction there was to his advancing his frontier to the Hellespont.

But the undiscovered regions of India presented a wider field for romantic enterprise. The great extent of that favoured country, the rumours of its accumulated treasures, the fertility of the soil, and the peculiarity of its productions, raised it into a land of fable, in which the surrounding nations might indulge their imaginations without control. The adventures to be expected in such a country derived fresh lustre from their being the means of extending the Mahometan faith, the establishment of which among a new people was in those times the most glorious exploit that a king or conqueror could achieve.

These views made the livelier impression on Mahmud, from his first experience in arms having been gained in a war with Hindus; and were seconded by his natural disposition, even at that time liable to be dazzled by the prospect of a rich field for plunder.

Influenced by such motives, he made peace with Elik Khan, leaving him in possession of Transoxiana; cemented the alliance by a marriage with the daughter

মহাযশ ছিল আর সে সকল দেশে তৎকালে এমত দুর্ব্বলতা ও বিভ্রাট হইয়াছিল যে সহজে জয় হইতে পারিত সুতরাং অবশেষে তাহার অনেকাংশ অক্লেশে প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার পূর্ব্বতন প্রজা সিলজকেরা যে প্রকার সহজে অবশিষ্টাংশ জয় করে তাহা বিবেচনা করিলে নিশ্চয় বোধ হইবে যে তিনি ইচ্ছা করিলে হেলেস্পন্ত পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আপন জয় পদব্রী বিস্তার করিতে পারিতেন।

কিন্তু ভারত বর্ষ তখন পর্য্যন্ত মুসলমান দিগের প্রায় অপরিচিত ছিল অতএব তথায় নানা প্রকার নূতন বস্তু দর্শনার্থ উৎকট চেষ্টা হইতে পারিত ফলতঃ এই আর্য্য ভূমির বিপুল পরিমাণ ও রাশীকৃত ধনরত্ন আর উর্ব্বর ক্ষেত্র এবং অসাধারণ ফলোৎপত্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে চতুর্দ্দিকস্থ লোকদিগের অন্তঃকরণে অদ্ভুত ভাবের উদয় হওয়াতে সকলেই মনে করিত ইহা কোন অপূর্ব্ব বিচিত্র দেশ হইবে এমত দেশে বীরের বিক্রম প্রকাশ করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে বিশেষতঃ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা নামোজ্জ্বল করিবার উত্তম সম্ভাবনা ছিল কেননা তৎকালে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বি মহীপাল অথবা জয়বীরেরা শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশের নিমিত্তে কোন নূতন জাতির মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম স্থাপন অপেক্ষা গুরুতর কার্য্যের কল্পনা করিত না।

মহামুদের মনে ঐ সকল ভাব আরো দৃঢরূপে উদিত হইতে লাগিল কেননা তিনি হিন্দুদের সহিত রণ করিয়াই প্রথমতঃ যুদ্ধ ব্যাপারে বহু দর্শিত্ব প্রাপ্ত হয়েন অতএব এক্ষণে ঐ দেশ না দেখিয়াও অনেকানেক মহামূল্য বস্তু লুণ্ঠন করিবার আশায় আমোদিত হইয়া স্বভাবতঃ উৎসাহী হইতে লাগিলেন।

তিনি ভারতবর্ষ জয় করিবার মানসে ইলিক খাঁকে ওক্সস নদী পারস্থ ভূমি সকল নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে দিয়া তাহার

of that prince; and, having quelled an insurrection of a representative of Sofarides, who had been tolerated in a sort of independence in Sistan, and whom, on a subsequent rebellion, he seized and imprisoned, he proceeded on his first invasion of India.

Three centuries and a half had elapsed since the conquest of Persia by the Mussulmans when he set out on this expedition. He left Ghazni with 10,000 chosen horse, and was met by his father's old antagonist, Jeipal of Lahor, in the neighbourhood of Peshawer. He totally defeated him, took him prisoner, and pursued his march to Batinda, beyond the Satlaj. He stormed and plundered that place; and then returned with the rich spoils of the camp and country to Ghazni. He released the Hindu prisoners, for a ransom on the raja's renewing his promises of tribute; but put some Afghans who had joined them to death. Jeipal, on returning from his captivity, worn out by repeated disasters, and perhaps constrained by some superstition of his subjects, made over his crown to his son Anang Pal; and mounting a pyre which he had ordered to be constructed, set it on fire with his own hands, and perished in the flames.

Anang Pal was true to his father's engagements; but the raja of Bhatia, a dependency of Lahor, on the southern side of Multan, refused to pay his share of the tribute, and resolutely opposed the Sultan, who

সহিত সন্ধি করিলেন, এবং তাহার কন্যাকে বিবাহ করাতে পরস্পরের মিত্রতা দৃঢতর হইল অনন্তর সোফারিদের এক জন প্রতিনিধি যে কিয়ৎকাল সিস্তানেতে স্বাধীনরূপে বাস করিতে অনুমতি পাইয়া অবশেষে রাজদ্রোহাপরাধে ধৃত ও কারাবদ্ধ হয় তাহার বিদ্রোহিতা দমন করিয়া ভারত বর্ষ আক্রমণার্থ প্রথম যাত্রা করিলেন।

মুসলমানেরদের পারস্য দেশ জয় করণের তিন শত পঞ্চাশৎ বৎসর পরে এই যুদ্ধ যাত্রা হইল। মহামুদ ১০০০০ নির্ব্বাচিত অশ্বারূঢ সেনা সমভিব্যাহারে গজনন হইতে প্রস্থান করিয়া পেশোরের সন্নিধানে পিতার প্রাচীন শত্রু লাহোর রাজ জয়পালের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সেখানে তাহাকে পরাজিত করিয়া বন্দি স্বরূপে ধৃত করিলেন পরে শতদ্রু নদী পারে বেতিন্দা দেশ পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়া অতি বেগে সেই নগর আক্রমণ পূর্ব্বক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন অনন্তর শিবিরস্থ ও নগরস্থ মহামূল্য বস্তু সকল হরণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন তথায় রাজা জয়পাল করপ্রদ হইতে পুনশ্চ অঙ্গীকার করিলে প্রচুর অর্থ লইয়া হিন্দু বন্দি গণের বন্ধন মোচন করিলেন, আর যে২ আফগান লোক শত্রুর সহিত মিলিয়াছিল তাহাদিগকে বধ করিলেন। জয়পাল বন্ধন মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরে নানা দুরবস্থায় জীর্ণ প্রযুক্ত অথবা প্রজাগণের অমূলক ধর্ম্মভয়ে বাধিত হইয়া অনঙ্গপাল নামক নিজ তনয়কে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং এক চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে স্বহস্তে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া আপনার প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনঙ্গপাল পিতার কর প্রদানের অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু লাহোর রাজ্যের অধীন মুলতানের দক্ষিণদিকস্থ ভাটিয়া দেশের রাজা ঐ করের অংশ দিতে স্বীকার করিলেন

went against him in person. He was driven, first from a well-defended intrenchment, then from his principal fortress, and at last destroyed himself in the thickets of the Indus, where he had fled for concealment, and where many of his followers fell in endeavouring to revenge his death.

Mahmud's next expedition was to reduce his dependent, the Afghan chief of Multan who, though a Mussulman, had renounced his allegiance, and had formed a close alliance with Anang Pal.

The tribes of the mountains, being probably not sufficiently subdued to allow of a direct march from Ghazni to Multan, the rajah was able to interpose between Mahmud and his ally. The armies met somewhere near Peshawer, when the rajah was routed, pursued to Sodra (near Vizirabad), on the Acesines, and compelled to take refuge in Cashmir. Mahmud then laid siege to Multan: at the end of seven days, he accepted the submission of the chief, together with a contribution; and returned to Ghazni.

He was led to grant these favourable terms in consequence of intelligence that had reached him of a formidable invasion of his dominions by the armies of Elik Khan. Though so closely connected with him, the Tartar prince had been tempted, by observing his exclusive attention to India, to hope for an easy conquest of Khorasan, and had sent one army to Herat and another to Balkh, to take possession.

ভাজন হইয়াছিল তাহাদিগকে নানা প্রকার মহামূল্য পারিতোষিক প্রদান করেন।

হিজরী ৪০১ সালে মহামুদ হিরাটের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ পর্ব্বত মধ্যে সুরক্ষিত গোর দেশে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন সে দেশে সূর বংশীর আফ্‌গানেরা বাস করিত, তাহারা অতি প্রাচীন কালে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া হিজরী ১১১ সালে সর্ব্বতো ভাবে খালিফদিগের অধীন হয়। ঐ জাতীয়দিগের অধ্যক্ষ এক সুদৃঢ় দুর্গম্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু বিপক্ষেরা ছলপূর্ব্বক পলাতকের ন্যায় হওয়াতে তিনি তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবার মানসে দুর্গ ত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন পরে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই প্রকার কপট পলায়নে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও গ্রন্থকারদিগের বর্ণনায় তাহাই বিজাতীয় কৌশলরূপে প্রতীত হয় যাহাহুউক মহম্মদ শূর নামা ঐ আফগান রাজের পরাজয় আশ্চর্য্য ঘটনা বটে কেননা তাঁহার সন্তানেরা পরে গজননস্থ রাজ বংশকে পরাভব করে।

অনন্তর দুই বৎসর পরে মহামুদের সেনানীরা গোরদেশের সন্নিহিত মর্গাব নদী তীরস্থ জুরিস্থান অথবা গির্গিস্থান নামক পর্ব্বতীয় দেশ জয় করিল।

অনুমান হয়, মহামুদ গোরদেশীয় লোকদিগের কোন অত্যাচারের দমনার্থ তথায় যাত্রা করিয়া থাকিবেন কেননা ভারতবর্ষে রণসর্জ্জা করণার্থই তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, অতএব যে বৎসরে গোরদেশ জয় করিলেন সেই বৎসরেই (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০১০ বর্ষেও হিজরী ৪০১ সালে) পুনশ্চ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক মুল্‌তান অধিকার করিয়া আবুল ফতা লোডিকে বন্দি করিয়া গজননে লইয়া যান।

পর বৎসরে তিনি যমুনার সন্নিহিত থানেশ্বরে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজারা তাঁহাকে বাধা দিবার

town, and returned with an incredible number of captives to Ghazni, before the Indian princes could assemble to oppose him.

Nothing remarkable occurred in the next three years except two predatory expeditions to Cashmir; in returning from the last of which the army was misled, and, the season being far advanced, many lives were lost: the only wonder is, that two invasions of so inaccessible a country should have been attended with so few disasters.

These insignificant transactions were succeeded by an expedition which, as it extended Mahmud's dominions to the Caspian sea, may be reckoned among the most important of his reign. Elik Khan was now dead, and his successor, Toghan Khan, was engaged in a desperate struggle with the Khitan Tartars which chiefly raged to the east of Imaus. The opening thus left in Transoxiana did not escape Mahmud, nor was he so absorbed in his Indian wars as to neglect so great an acquisition.

Samarcand and Bokhara seem to have been occupied without opposition; and the resistance which was offered in Kharizm did not long delay the conquest of that country.

The great scale of these operations seems to have enlarged Mahmud's views, even in his designs on India; for, quitting the Panjab, which had hitherto been his ordinary field of action, he resolved on his

নিমিত্ত একত্র না হইতেং তথাকার অতি পবিত্র রূপি প্রসিদ্ধ মন্দির ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য লোককে বন্দি করিয়া গজননে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা হয় নাই, মহামুদ কেবল দুইবার কাশ্মীর লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাতে দ্বিতীয় বারে তাঁহার সৈন্যেরা প্রত্যাগমন কালীন বিপথে পড়াতে আর সময়ও প্রায় অতীত হওয়াতে অনেকে প্রাণে বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে বরং এমত দুর্গম দেশ দুইবার আক্রমণ করাতে যে আরও অধিক দুর্ঘটনা হয় নাই ইহাই চমৎকারের বিষয়।

এই দুই সামান্য ব্যাপারের পর মহামুদ আর এক যুদ্ধ যাত্রা করেন তাহাতে তাঁহার রাজ্য কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় একারণ ঐ ব্যাপারকে তৎকালের মহত্তম ঘটনা কহিতে হইবে। এলিক খাঁর মরণানন্তর তোগান খাঁ তাঁহার রাজ্যাধিকারী হইয়া ইমসের পূর্ব্বাঞ্চলে খিতান তাতারদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন সুতরাং ওক্‌সস নদীর পর পারস্থ দেশ প্রায় রক্ষক হীন হইয়াছিল, মহামুদ ভারতবর্ষে যুদ্ধ করণে ব্যস্ত থাকিলেও তাহাতে নিতান্ত মত্ত হয়েন নাই অতএব উক্ত নদীর অপর পারে দিগ্বিজয় করিবার কল্পনা করিলেন।

মহামুদ সমরকান্দ ও বোখারা অবাধে অধিকার করিলেন খারিজমে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাঘাত পাইলেও তাহাতে তাঁহার জয় পদবী অনেক কাল রুদ্ধ থাকিল না।

এই প্রকার অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল পূর্ব্বে কেবল পঞ্জাব অবধি রণ যাত্রা করিতেন এক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়া একেবারে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন তাঁহার মানস ছিল যে পরে হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি দেশে প্রবেশ

next campaign to move direct to the Ganges, and open a way for himself or his successors into the heart of Hindostan. His preparations were commensurate to his design. He assembled an army which Ferishta reckons at 100,000 horse, and 20,000 foot, and which was drawn from all parts of his dominions, more especially from those recently conquered; a prudent policy, whereby he at once removed the soldiery which might have been dangerous if left behind, and attached it to his service by a share of the plunder of India.

He had to undertake a march of three months, across seven great rivers, and into a country hitherto unexplored; and he seems to have concerted his expedition with his usual judgment and information. He set out from Peshawer, and, passing near Cashmir, kept close to the mountains, where the rivers are most easily crossed, until he had passed the Jamna, when he turned towards the south, and unexpectedly presented himself before the great capital of Canouj.

It is difficult to conjecture the local or other circumstances which tended so greatly to enrich and embellish this city. The dominions of the rajah were not more extensive than those of his neighbours, nor does he exhibit any superiority of power in their recorded wars or alliances; yet Hindu and Mahometan writers vie with each other in extolling the splendour of his

করিবেন অথবা আপনি যদি অক্ষম হয়েন উত্তরাধিকারি-রাও প্রবেশ করিতে পারিবে অতএব এই মহৎ প্রতিজ্ঞার উপযোগি আয়োজন করিতে লাগিলেন, ফেরেস্তা কহেন তিনি ১০০০০০ অশ্বারূঢ় ও ২০০০০ পদাতিক একত্র সংগ্রহ করিয়া ছিলেন ইহারা তাঁহার রাজ্যের নানাস্থান হইতে বিশেষতঃ ওক্সস নদী পারস্থ নূতন জিত দেশ হইতে নির্ব্বাচিত হয়। নূতন দেশ হইতে এই সৈন্য সংগ্রহ করাতে মহাম্মুদের উত্তম কৌশল প্রকাশ পাইল কেননা তাহারদিগকে স্বদেশে রাখিয়া আসিলে তাহারা নানা উৎপাত করিতে পারিত তাঁহার সহিত বিদেশ লুণ্ঠনের অংশী হওয়াতে তাহা না করিয়া বরং আরও অনুগত হইতে লাগিল।

ঐ প্রতিজ্ঞায় তাঁহাকে তিন মাস ব্যাপিয়া সপ্তনদী পার হইয়া এক অপরিচিত দেশে যাত্রা করিতে হইল, ইহা সুকঠিন ব্যাপার হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ বুদ্ধি ও বিবেচনার কৌশলে সম্পন্ন করিলেন, তিনি পেসোর হইতে যাত্রা করিয়া কাশ্মীরের নিকট দিয়া পর্ব্বত সন্নিহিত পথ অবলম্বন করি-লেন কেননা সে স্থলের নদী দুস্তর ছিল না, পরে যমুনা পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করত একেবারে কান্যকুব্জ মহতী নগরীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে কান্যকুবজ নগর কি কারণে এমত ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্য্যশালি হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, তথাকার নৃপতি অন্যান্য রাজাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত রাজ্য ভোগ করেন নাই এবং সন্ধি বিগ্রহেতেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব বা নৈপুণ্য প্রকাশ ছিল না, তথাচ হিন্দু মুসলমান সকল লেখকেরা তাঁহার নগরের মাহাত্ম্য ও সভার ঐশ্বর্য্য অতি বাহুল্যরূপে, বর্ণনা

court, and the magnificence of his capital; and the impression made by its stately appearance on the army of Mahmud is particularly noticed by Ferishta.

The raja was taken entirely unprepared, and was so conscious of his helpless situation, that he came out with his family, and gave himself up to Mahmud. The friendship thus inauspiciously commenced appears to have been sincere and permanent: the Sultan left Canouj uninjured at the end of three days, and returned, some years after, in the hope of assisting the raja, against a confederacy which had been formed to punish his alliance with the common enemy of his nation.

No such clemency was shown to Mattra, one of the most celebrated seats of the Hindu religion. During a halt of twenty days, the city was given up to plunder, the idols were broken, and the temples profaned. The excesses of the troops led to a fire in the city, and the effects of this conflagration were added to its other calamities.

It is said, by some, that Mahmud was unable to destroy the temples on account of their solidity. Less zealous Mahometans relate that he spared them on account of their beauty. All agree that he was struck with the highest admiration of the buildings, which he saw at Mattra, and it is not improbable that the

করিয়াছেন। ফেরেস্তা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে মহাম্মু-দের সেনারা কান্যকুব্জের দেদীপ্যমান শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল।

কান্যকুব্জ রাজ শত্রুকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় ও নিরাশ্রয় জ্ঞান করিয়া সপরিবারে বাহিরে আগমন করত বিপক্ষ সমক্ষে শরণ প্রার্থনা করিলেন তাহাতে মহাম্মদের সহিত অশুভক্ষণে তাঁহার মিত্রতা জন্মিলেও তাহা অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ি হইল, এবং স্থলতানও কোন উৎপাত না করিয়া তিন দিবসের পর কান্যকুবজ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিয়ৎ-কালানন্তর যখন ভারতবর্ষীয় নৃপতিরা হিন্দুরদের সাধারণ শত্রুর সহিত কান্যকুব্জরাজকে প্রণয় করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হয় তখন স্থলতান তাঁহার সাহায্য করিতে পুনশ্চ ঐদেশে গিয়াছিলেন।

কিন্তু মহাম্মদ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান মথুরার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় কান্যকুব্জের ন্যায় দয়া প্রকাশ করিলেন না সেখানে বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত বাস করিয়া নগর লুণ্ঠন পূর্ব্বক দেববিগ্রহ ভগ্ন ও মন্দির অপবিত্র করিলেন আর তাঁহার সৈন্যেরা অত্যাচার করিয়া নগর দাহ করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে নগরীয় লোকেরা অন্যান্য ক্লেশ ব্যতীত অগ্নির উত্তাপে বিজাতীয় সন্তাপিত হয়।

মুসলমান ধর্ম্মের অতিশয় ভক্ত লোকেরা কহে হিন্দুদের দেব মন্দির সকল দৃঢ়তর রূপে নির্ম্মিত হওয়াতে মহাম্মদ ঐ সকল অধর্ম্ম স্থান নিঃশেষে ভূমিসাৎ করিতে পারেন নাই কিন্তু যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম তাদৃশ ঘৃণা করিত না তাহারা লিখি-য়াছে যে স্থলতান মন্দিরের শোভা দেখিয়া ভগ্ন করণে ক্ষান্ত হয়েন যে যাহা হউক সকলেই ইহা লিখিয়াছেন যে তিনি মথুরার অট্টালিকা দেখিয়া চমৎকৃত হওত যথেষ্ট প্রশংসা

impression they made on him gave the first impulse to his own undertakings of the same nature.

This expedition was attended with some circumstances more than usually tragical. At Mahawan, near Mattra, the raja had submitted, and had been favourably received; when a quarrel accidentally breaking out between the soldiers of the two parties, the Hindus were massacred and driven into the river, and the rajah, conceiving himself betrayed, destroyed his wife and children, and then made away with himself.

At Munj, after a desperate resistance, part of the Rajput garrison rushed out through the breaches on the enemy, while the rest dashed themselves to pieces from the works, or burned themselves with their wives and children in their houses; so that not one of the whole body survived. Various other towns were reduced, and much country laid waste; and the king returned to Ghazni, loaded with spoil, and accompanied by 5300 prisoners.

Having now learned the way into the interior, Mahmud made two subsequent marches into India at long intervals from the present: the first was to the relief of the raja of Canouj, who had been cut off before the Sultan arrived, by the raja of Calinjer in Bundelcand, against whom Mahmud next turned his arms, but made no permanent impression, either in this or a subsequent campaign.

করিয়াছিলেন বোধ হয় তজ্জন্যই আপনি ঐরূপ অট্টালি-
কা নির্ম্মাণে প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হয়েন।

মহামুদের এই যুদ্ধ যাত্রায় কতক আক্ষেপ জনক ঘটনা হয়, মথুরার সন্নিহিত মহাবনে তথাকার রাজা শরণাগত হইলে সুলতান তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন কিন্তু পরে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যেরদের মধ্যে দৈবাৎ কলহ উপস্থিত হওয়াতে হিন্দুরা হত ও নদীর মধ্যে তাড়িত হইল রাজা তাহা দেখিয়া মনে করিলেন মহামুদ তাঁহার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন অতএব স্বয়ং স্ত্রীপুত্রকে নষ্ট করিয়া আত্মহত্য করিলেন।

অপর মঞ্জ নগরে রাজপুত্র জাতীয় রক্ষকেরা সুলতানের আক্রমণ নিরাকরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অবশেষে কতক লোক প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া মহাবেগে শত্রুর উপর উৎপতিত হইল ও কতক লোক দুর্গের উপর ঝম্প দিয়া আপনারদিগকে চূর্ণীকৃত করিল আর অন্যান্য২ ব্যক্তিরা আপনারদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের সমভিব্যাহারে দগ্ধ হইল এইরূপে তাহারদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। মহামুদ এতদ্ব্যতীত আরও অনেক নগর জয় করিয়াছিলেন এবং ভূরি২ দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া অনেক লুঠিত দ্রব্য এবং ৫৩০০ বন্দি সমভিব্যাহারে গজননে প্রত্যাগমন করেন।

মহামুদ এইরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পথ জানিতে পারিয়া কএক বৎসরানন্তর আর দুইবার যুদ্ধযাত্রা করেন প্রথম যাত্রার তাৎপর্য্য এই যে কান্যকুব্জের রাজাকে সাহায্য করিবেন কিন্তু তিনি না আসিতে২ বন্দেলখণ্ডস্থ কালিঞ্জররাজ তাহাকে সংহার করিয়াছিল তাহাতে মহামুদ কালিঞ্জর রাজের প্রতিকূলেই যুদ্ধসজ্জা করেন এবং প্রথমতঃ বাধাদিতে অক্ষম হইয়া দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন তাহাতেও কিছু করিতে পারেন নাই।

On the first of these expeditions an event occurred which had more permanent effects than all the Sultan's great victories. Jeipal II., who had succeeded Anangpal in the government of Lahor, seems, after some misunderstandings at the time of his accession, to have lived on good terms with Mahmud. On this occasion, his ill destiny led him to oppose that prince's march to Canouj. The results were, the annexation of Lahor and its territory to Ghazni: the first instance of a permanent garrison on the east of the Indus, and the foundation of the future Mahometan empire in India.

After this, Mahmud's attention was drawn to Transoxiana: he marched thither in person, crushed a revolt, and subsequently returned to Ghazni.

Since his great expedition to Canouj, Mahmud seems to have lost all taste for predatory incursions, and the invasions last mentioned were scarcely the result of choice. He seems, at this time, to have once more called up his energy, and determined on a final effort which should transmit his name to posterity among the greatest scourges of idolatry, if not the greatest promoters of Islam.

This was his expedition to Somnat, which is celebrated, wherever there is a Mussulman, as the model of a religious invasion.

Somnat was a temple of great sanctity, situated near the southern extremity of the peninsula of Guz-

উক্ত দুই বারের মধ্যে প্রথম বারে একটা গুরুতর ঘটনা হয় তাহাতেই মুসলমানেরদের প্রভাব অন্যান্য মহা শৌর্য্য সংক্রান্ত বিজয়াপেক্ষা প্রবলতর হয়, অনঙ্গপালের পর দ্বিতীয় জয়পাল লাহোর রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি কালে মহামুদের সহিত কিঞ্চিৎ বিরোধ হয় কিন্তু পরে পুনশ্চ বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়াছিল, পরন্তু যখন সুলতান কান্যকুব্জে যাত্রা করিতে ছিলেন তখন জয়পাল দুরদৃষ্ট ক্রমে তাঁহার পথে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ঐ ব্যাঘাতে এই ফল হয় সুলতান লাহোর রাজ্যকে গজননের সহিত সংযুক্ত করিলে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকে মুসলমানদিগের প্রথম বসতি হয় যাহা ভারতবর্ষে তাহারদের শক্তি স্থাপনের আদ্য সূত্র।

ইহার পরে আর একবার মহামুদকে ওক্সস নদীপারস্থ ব্যাপারে মনোযোগ করিতে হয় সেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বয়ং যাত্রা করিয়া তাহার দমন পূর্ব্বক পুনশ্চ গজননে আইসেন।

পরন্তু কান্যকুব্জে মহতী যাত্রার পর মহামুদের মনে দস্যুর ন্যায় লুঠ করণার্থ যুদ্ধ স্পৃহা আর জন্মে নাই তবে যে কএক বার তদ্রূপ যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা আবশ্যক বোধেই হয় তিনি পরে বহুতর উদ্যমে এমত এক কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহাতে উত্তর কালের লোকেরা তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রধান সংহারক অথবা মুসলমান ধর্ম্মের বর্দ্ধক বলিয়া প্রশংসা করিতে পারে।

তিনি সোমনাথ মন্দিরে যাত্রা করিলেন মুসলমান মাত্রে এই সংগ্রামের গুণ কীর্ত্তন করিয়া কহে যে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঐ প্রকারেই করিতে হয়।

সোমনাথের মন্দির অতি পবিত্র রূপে গণ্য ছিল তাহা গুজরাট প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ সীমার নিকটে স্থাপিত হয়

erat. Though now chiefly known in India from the history of Mahmud's exploit, it seems, at the time we are writing of, to have been the richest and most frequented, as well as most famous, place of worship in the country.

To reach this place, Mahmud, besides a long march through inhabited countries, had to cross a desert, 350 miles broad, of loose sand or hard clay almost entirely without water, and with very little forage for horses.

To cross this with an army, even into a friendly country, would be an execedingly difficult undertaking at the present day: to cross it for the first time, with the chance of meeting a hostile army on the edge, required an extraordinary share of skill, no less than enterprise.

The army moved from Ghazni in September, A. D. 1024, and reached Multan in Ooctober. The Sultan had collected 20,000 camels for carrying supplies, besides, enjoining his troops to provide themselves, as far as they could, with forage, water, and provisions. The number of his army is not given. It is said to have been accompanied by a crowd of volunteers, chiefly from beyond the Oxus, attracted by love of adventure and hopes of plunder, at least as much as by religious zeal.

As soon as he had completed his arrangement for the march, he crossed the desert without any disaster,

এক্ষণে যদিও কেবল মহামুদের বীর্য্য প্রকাশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তথাচ তৎকালে ঐ মন্দির ভারতবর্ষের সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা অতি খ্যাত্যাপন্ন ও ধনাঢ্য ছিল আর সেখানে সর্ব্বদাই লোকে গমনাগমন করিত।

ঐ মন্দির আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহামুদকে অনেক জনপদ দিয়া সসৈন্যে গমন করিতে হইল এবং ১৭৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বালুকা অথবা কঠিন মৃত্তিকাময় মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইল সেখানে জলাশয় মাত্র ছিল না আর অশ্বের খাদ্যও অত্যল্প পাওয়া যাইত।

মিত্র পক্ষীয় দেশের সুপরিচিত পথেও সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে এতাদৃশ ভয়ানক মরুভূমি পার হওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার অতএব শত্রুর দেশে বিপক্ষ দলের আক্রমণের আশঙ্কা সত্ত্বে পথের উত্তম পরিচয় না পাইয়া ঐরূপ ভূমি উত্তীর্ণ হওয়াতে মহামুদের চমৎকার কৌশল এবং সাহস প্রকাশ পায়।

খ্রীষ্টীয় ১০২৪ বর্ষে সেপটেম্বর মাসে তাঁহার সৈন্যগণ গজনন ত্যাগ করিয়া অক্তোবর মাসে মুলতানে উপস্থিত হইল তিনি খাদ্য দ্রব্যাদি বহনার্থ ২০০০০ উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত সেনাগণকে সাধ্যানুসারে আপনারদের নিমিত্ত জল এবং খাদ্যাদি সঙ্গে লইতে আজ্ঞা দেন। তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা কোন গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে লিখিত হয় নাই কথিত আছে ওকসস নদী পারস্থ এবং অন্যান্য দেশীয় অনেক লোক স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার যোদ্ধাদের সহিত আসিয়াছিল, তাহারা নিজধর্ম্ম বৃদ্ধি ও স্বীয় অবস্থা শোধন এবং দেশ লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া থাকিবে।

মহামুদ যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজনীয় যাবদ্বীয় বস্তুর আয়োজন করিয়া স্বচ্ছন্দে মরুভূমি পার হইয়া আজমিরের সন্নিহিত ফল পুষ্প শোভিত দেশে কুশলে উপনীত হইলেন, তিনি প্রচণ্ড

and made good his footing on the cultivated part of India near Ajmir. The Hindus, if they were aware of the storm that was gathering, were not prepared for its bursting on a point that seemed so well protected, and the raja of Ajmir had no resource but in flight. His country was ravaged, and his town, which had been abandoned by the inhabitants, was given up to plunder; but the hill fort, which commands it, held out; and as it was not Mahmud's object to engage in sieges, he proceeded on his journey, which was now an easy one; his route probably lying along the plain between the Aravalli mountains and the desert. Almost the first place he came to in Guzerat was the capital, Anhalwara, where his appearance was so sudden that the raja, though one of the greatest princes in India, was constrained to abandon it with precipitation.

Without being diverted by this valuable conquest Mahmud pursued his march to Somnat, and at length reached that great object of his exertions. He found the temple situated on a peninsula connected with the main land by a fortified isthmus, the battlements of which were manned in every point, and from whence issued a herald, who brought him defiance and threats of destruction in the name of the god. Little moved by these menaces, Mahmud brought forward his archers, and soon cleared the walls of their defenders, who now crowded to the temple, and prostrating themselves before the idol, called on him with tears

বায়ুস্বরূপ মহাবেগে আসিতেছিলেন হিন্দুরা তাহা শুনিয়া থাকিবেক কিন্তু ঐ সুরক্ষিত দেশ আক্রমণ করিবেন এমত আশঙ্কা করে নাই সুতরাং তিনি উপস্থিত হইলে আজমির রাজের পক্ষে পলায়ন বিনা রক্ষার উপায়ান্তর রহিল না, মহামুদ তাঁহার দেশ উচ্ছিন্ন করিলেন এবং নগরবাসি লোকদিগকে পলায়ন পর দেখিয়া রাজধানী লুঠ করিলেন শৈলোপরিস্থ দুর্গ রক্ষকেরা পলায়ন পর না হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল পরন্তু মহামুদ তাহা আক্রমণে কালক্ষেপ না করিয়া আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং আরাবলী পর্ব্বত ও মরুভূমির মধ্যস্থল দিয়া গমন করত প্রথমতঃ গুজরাটের অংহলবার নাম্নী রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন তথাকার রাজা ভারতবর্ষীয় মহীপাল গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার আকস্মিক আগমনে ভীত হইয়া ত্বরায় রাজ্য ত্যাগী হইল।

মহামুদ ঐ বৃহদ্দেশ জয় করত স্বীয় অভিপ্রায় ত্যাগ না করিয়া সোমনাথাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন অবশেষে তথায় উপস্থিত হইয়া আপনার যত্ন সার্থক করিলেন, তিনি সেস্থলে গিয়া দেখিলেন মন্দির এক প্রায়দ্বীপাকৃতি ভূমির উপর স্থাপিত ও যে সঙ্কীর্ণস্থলের দ্বারা মহাদ্বীপের সহিত তাহার সংযোগ আছে তাহাও সুরক্ষিত হইয়াছে, আর প্রাচীরের উপর সর্ব্বাংশে যুদ্ধবীর দণ্ডায়মান আছে। সেখান হইতে একজন দূত নির্গত হইয়া মহামুদকে রণে আহ্বান করত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক শাপ দিয়া কহিলেক তোমার সদ্য সংহার হইবেক, মহামুদ উক্ত অভিশাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনার ধনুর্ধরদিগকে অগ্রসর করিয়া প্রাচীরের রক্ষকগণকে শীঘ্র নিষ্কাসিত করিলেন তাহাতে রক্ষকেরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলে দেব বিগ্রহের সমক্ষে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে

for help. But Rajputs are as easily excited as dispirited; and, hearing the shouts of "Allaho Akbar!" from the Mussulmans, who had already begun to mount the walls, they hurried back to their defence, and made so gallant a resistance that the Mussulmans were unable to retain their footings, and were driven from the place with loss.

The next day brought a still more signal repulse. A general assault was ordered; but, as fast as the Mussulmans scaled the walls, they were hurled down headlong by the besieged, who seemed resolved to defend the place to the last.

On the third day the princes of the neighbourhood, who had assembled to rescue the temple, presented themselves in order of battle, and compelled Mahmud to relinquish the attack, and move in person against his new enemy.

The battle raged with great fury, and victory was already doubtful, when the raja of Anhalwara arrived with a strong reinforcement to the Hindus. This unexpected addition to their enemies so dispirited the Mussulmans that they began to waver, when Mahmud, who had prostrated himself to implore the Divine assistance, leaped upon his horse, and cheered his troops with such energy, that, ashamed to abandon a king under whom they had so often fought and bled, they with one accord, gave a loud shout, and rushed forwards with an impetuosity which could no

ত্রাহি২ কহিতে লাগিল। পরন্তু রাজপুত্র জাতীয়দের যেমন শীঘ্র উৎসাহ ভঙ্গ হইতে পারে তেমনি ত্বরায় তাহার বৃদ্ধিও হয় অতএব মুসলমান দিগকে "আল্লাহো আকবর" শব্দে প্রাচীর আরোহণ করিতে দেখিবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির রক্ষা করিতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া এমত বিক্রম প্রকাশ করিলেক যে মুসলমানেরা অনেক লোক হারাইয়া নিরুদ্যম হওত পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিবসেও মুসলমানেরা নিষ্কাসিত হয় তাহারা একত্র হইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যম করত প্রাচীরে আরোহণ করিলে হিন্দুরা প্রাণ পণে মন্দির রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারদিগকে নীচে নিক্ষিপ্ত করিল।

তৃতীয় দিবসে নিকট বর্ত্তি রাজারা মন্দির রক্ষার্থ একত্র হইয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ব্যূহ রচনা করিলেক তাহাতে মহামুদকে মন্দির ত্যাগ করিয়া ঐ নৃপতিরদের সহিত সংগ্রামার্থ সসজ্জ হইতে হইল।

উভয় দলস্থ সেনারা রণ করত এমত রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল যে কোন পক্ষে জয় হইবে তাহা সংশয় স্থল হইল পরে অংহল বারের রাজা অনেক সৈন্য লইয়া হিন্দুরদের সাপক্ষ করিতে উপস্থিত হওয়াতে মুসলমানেরা নিরুৎসাহ হইয়া উদ্যম ভঙ্গের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল, মহামুদ তাহা দেখিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক লম্ফে অশ্বোপরি আরোহণ করত করতালি দ্বারা সেনাগণকে প্রতাপের সহিত অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করিলেন তাহাতে তাহারা বহু কালের সহ যোদ্ধা রাজাকে একাকী ত্যাগ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া সিংহনাদ করত খরতর দুর্দ্দান্ত বেগে অগ্রে ধাবমান হইল এবং হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ করিয়া পঞ্চ সহস্র লোককে

longer be withstood. Five thousand Hindus lay dead after the charge; and so complete was the rout of their army, that the garrison gave up all hopes of further defence, and breaking out to the number of 4000 men, made their way to their boats; and though not without considerable loss, succeeded in escaping by sea.

Mahmud entered the temple, and was struck with the grandeur of the edifice, the lofty roof of which was supported by sixty-six pillars curiously carved and richly ornamented with precious stones. The external light was excluded, but the temple was illuminated by a lamp which hung down in the centre from a golden chain. Facing the entrance was Somnat,—an idol five yards high, of which two were buried in the ground. Mahmud instantly ordered the image to be destroyed; when the Bramins of the temple threw themselves before him, and offered an enormous ransom if he would spare their deity. Mahmud hesitated; and his courtiers hastened to offer the advice which they knew would be acceptable; but Mahmud, after a moment's pause, exclaimed that he would rather be remembered as the breaker than the seller of idols, and struck the image with his mace. His example was instantaneously followed, and the image, which was hollow, burst with the blows, and poured forth a quantity of diamonds and jewels which had been concealed in it, that amply repaid Mahmud

রণশায়ি করত তাহারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিল অতএব মন্দির রক্ষকেরা রক্ষার প্রত্যাশা বিসর্জ্জন করিয়া ন্যূনাধিক চারি সহস্র লোক আঘাত পাইতেং ধাবমান হইয়া নৌকাযোগে সমুদ্র দিয়া পলায়ন করিল।

তদনন্তর মহামুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার শোভায় চমৎকৃত হইলেন, ঐ প্রাসাদের ছাদ অতি উচ্চ ছিল আর বিচিত্র রূপে খোদিত এবং মণি মাণিক্যেতে খচিত ষট্ ষষ্টি স্তম্ভ তাহার আশ্রয় স্বরূপ ছিল, সেখানে দিবাকরের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিতে পারিত না মধ্য ভাগে স্থবর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ প্রদীপের প্রভায় মন্দির আলোক ময় হইত, দ্বারের সমক্ষে দশ হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ সোমনাথের মূর্ত্তি ছিল তাহার মধ্যে চারি হস্ত পরিমাণে মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত ছিল। মহামুদ বিগ্রহ দেখিবামাত্র ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন মন্দিরের পুরোহিতেরা তাহা শুনিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কহিল আমরা অনেক অর্থ প্রদান করিতেছি আপনি দেব বিগ্রহে আঘাত করিবেন না, মহামুদ মূল্য দানের কথায় কিঞ্চিৎ স্থিরতা প্রকাশ করাতে সভাসদেরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুযায়ি মন্ত্রণা দিতে লাগিল কিন্তু স্থলতান কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন আমি বিগ্রহ বিক্রেতা না হইয়া বরং বিগ্রহ নাশক নামে প্রসিদ্ধ হইতে চাহি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্ত্তিতে যষ্টির আঘাত করিলেন সামন্তেরাও তাহা দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল তাহাতে বিগ্রহ ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার মধ্য হইতে রাশীকৃত গুপ্ত হীরক ও রত্ন নির্গত হইল, মহামুদ মূল্য লইয়া বিগ্রহ বিক্রয় করা হেয় করিয়াছিলেন এক্ষণে মূল্যের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় ধন প্রাপ্ত হইলেন পরে ঐ বিগ্রহকে চারিখণ্ড করিয়া দুই খণ্ড মক্কা এবং মেদিনাতে

for the sacrifice of the ransom. Two pieces of this idol were sent to Mecca and Medina, and two to Ghazni, where one was to be seen at the palace and one at the public mosque as late as when Ferishta wrote his history.

The treasure taken on this occasion exceeded all former captures; but even the Asiatic historians are tired of enumerating the mans of gold and jewels.

Meanwhile the raja of Anhalwara had taken refuge in Gundaba, a fort which was considered to be protected by the sea. Mahmud ascertained it to be accessible, though not without danger, wheh the tide was low; entered the water at the head of his troops, and carried the place by assault, but failed to capture the raja.

Mahmud, thus victorious, returned to Anhalwara, where it is probable that he passed the rainy season; and so much was he pleased with the mildness of the climate and the beauty and fertility of the country, that he entertained thoughts of transferring his capital thither (for some years at least), and of making it a new point of departure for further conquests. He appears, indeed, at this time, to have been elated with his success, and to have meditated the formation of a fleet, and the accomplishment of a variety of magnificent projects. His visions, however, were in a different spirit from those of Alexander; and were not directed to the glory of exploring the ocean, but

আর দুই খণ্ড গজননে প্রেরণ করিলেন সেখানে ফেরেস্তা গ্রন্থ কারের কালেও এক খণ্ড রাজ বাটীতে আর এক খণ্ড সাধারণ মসজিদে দেখা যাইত।

মহামুদ ঐ মন্দির হরণ করিয়া যাদৃশ ধন প্রাপ্ত হইলেন পূর্ব্বে কেহ কখন তদ্রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন নাই এস্যা খণ্ডস্থ গ্রন্থ কারেরাও ঐ স্বর্ণালঙ্কারের পরিমাণ করিতে ক্লেশ বোধ করিতেন।

ইতিমধ্যে অংহল বারের রাজা সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত গণ্ডাবা নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন মহামুদ অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে সে দুর্গ দুর্গম্য হইলেও ভাটার সময় সেখানে প্রবেশ করা অসাধ্য নহে অতএব সসৈন্যে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিলেন না।

মহামুদ উক্ত দুর্গ অধিকারানন্তর অংহল বারে প্রত্যাগমন করিয়া বোধহয় তথায় বর্ষাকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকিবেন তিনি সেখানকার সুখস্পর্শ বায়ু ও দেশের শোভা এবং ভূমির উর্ব্বরতা দেখিয়া এমত তুষ্ট হইলেন যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ নগরকে রাজধানী করিয়া অন্যত্র জয় পদবী বিস্তার করণার্থ যাত্রারম্ভের স্থান করিতে মানস করিলেন তদনন্তর বোধ হয় তিনি জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া সমুদ্র পারে নানাবিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ অনেক জাহাজ নির্ম্মাণ করণের কল্পনা করেন কিন্তু পূর্ব্বে মাসিদন রাজ আলেকজন্দর যে অভিপ্রায়ে ঐ প্রকার কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার তদ্রূপ তাৎপর্য্য ছিল না তিনি জাহাজ যোগে মহা সাগরের অপরিচিত দেশ প্রকাশ করত যশোভাজন হইতে বাঞ্ছা না করিয়া বরং সিংহল দ্বীপের রত্ন ও পিগু দেশের স্বর্ণাকর অধিকার করিতে

the acquisttion of the jewels of Ceylon and the gold mines of Pegu. Mature reflection concurred with the advice of his ministers in inducing him to give up those schemes; and as the raja still kept at a distance, and refused submission, he looked around for a fit person whom he might invest with the government, and on whom he could rely for the payment of a tribute. He fixed his eyes on a man of the ancient royal family who had retired from the world, and embraced the life of an anchoret, and whom he probably thought more likely than any other to remain in submission and dependence.

There was another pretender of the same family, whom Mahmud thought it necessary to secure in his camp, and whom, when he was about to leave Guzerat, the new raja earnestly entreated to have delivered to him as the only means of giving stability to his throne. Mahmud, who, it seems had admitted the prisoner into his presence, was very unwilling to give him up to his enemy, and he was with difficulty pursuaded to do so by the argument of his minister, that it was "not necessary to have compassion on a pagan idolater." His repugnance was no doubt increased by the belief that he was consigning the prisoner to certain death; but the ascetic was too pious to shed human blood, and mildly ordered a dark pit to be dug under his own throne, in which his enemy was to linger out the days that nature had assigned to him.

স্পৃহা করিলেন পরন্তু শেষে অনেক বিবেচনার পর অমাত্য গণের পরামর্শানুসারে ঐ সকল উৎকট কল্পনায় ক্ষান্ত হইলেন তদনন্তর অংহল বারের রাজা তখন পর্য্যন্ত দূরে থাকিয়া তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার না করাতে তিনি গুজরাটে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত এমত এক জন ক্ষমতাবান পুরুষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন যে তাহাকে করপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, তৎকালে প্রাচীন রাজ বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া ছিলেন তাহাকেই ঐ রাজ্য দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে করিলেন ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধ্য ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।

সে স্থলে আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল সেও ঐ রাজবংশে উৎপন্ন বলিয়া অভিমান করিত মহামুদ তাহাকে নিজ শিবিরে বদ্ধ রাখা আবশ্যক বোধ করিলেন কিন্তু গুজরাট হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন কালে ঐ সন্ন্যাসি রাজা বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিল ঐ বঞ্চককে আমার হস্তে সমর্পণ কর নচেৎ আমার রাজপদ দৃঢ় হইবেক না; মহামুদ কারাবদ্ধ বন্দিকে আপনার সমক্ষে আসিতে দিয়াছিলেন অতএব তাহাকে প্রথমতঃ তাহার শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন কিন্তু যখন অমাত্যেরা কহিলেক "একটা বৈধর্ম্মি পৌত্তুলিক লোকের উপর দয়া করিবার আবশ্যক কি?" তখন অনিচ্ছা পূর্ব্বক সে ব্যক্তিকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ বিষয়ে মহামুদের অনিচ্ছার কারণ এই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন বন্দিকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে নিঃসন্দেহ রূপে বিনষ্ট হইবে কিন্তু ঐ বনস্থ নৃপতি ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রযুক্ত রক্তা-রক্তি করণে বিরত হইয়া এই মাত্র আজ্ঞা করিলেন যে তাহার সিংহাসনের তলে এক অন্ধকারময় গহ্বর খনন করিয়া ঐ বন্দিকে বদ্ধ রাখা যাইবে সে ব্যক্তি যত দিবস

A fortunate revolution, however, reversed the destiny of the parties, and consigned the anchoret to the dungeon which he had himself prepared.

Mahmud, having by this time passed upwards of a year in Guzerat, began to think of returning to his own dominions. He found that the rout by which he had advanced was occupied by a great army under the raja of Ajmir and the fugitive raja of Anhalwara. His own force was reduced by the casualties of war and climate; and he felt that even a victory, unless complete, would be total ruin to an army whose further march lay through a desert. He therefore determined to try a new road by the sands to the east of Sind. The hot season must have been advanced when he set out, and the sufferings of his followers, owing to want of water and forage, were severe from the first; but all their other miseries were thrown into the shade by those of three days, during which they were misled by their guides, and wandered, without relief, through the worst part of the desert; their thirst became intolerable from the toil of their march on a burning sand and under a scorching sun, and the extremity of their distress drove them to acts of fury that heightened the calamity. The guides were tortured, and were believed to have confessed that they were priests in disguise, who had devoted themselves to avenge the disgrace of Somnat: despair seized on every breast: many perished miserably;

স্বভাবতঃ বাঁচিতে পারে তত দিন সেই স্থানেই থাকিবে কিন্তু পরে রাজ্য বিপর্য্যয় হওয়াতে বানপ্রস্থ রাজা ও বন্দি উভয়ের অবস্থান্তর হয় তাহাতে সন্ন্যাসীই স্বনির্ম্মিত গহ্বরে বদ্ধ হয়েন।

মহামুদ এক বৎসরাধিক কাল গুজরাটে বাস করিয়া অবশেষে নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে মানস করিলেন কিন্তু যে পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়া ছিলেন তাহা সে সময়ে আজমিররাজের এবং পলাতক অংহলবার রাজের শাসনস্থ মহা সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল আর সুল্‌তানের আপনার সেনাগণের মধ্যে অনেক লোক যুদ্ধের গতি ও বায়ুর বৈগুণ্যে বিনষ্ট হইয়াছিল অতএব তিনি অনুমান করিলেন সম্পূর্ণরূপে জয়ী না হইলে বিজয়ি যোদ্ধারাও মরুভূমি দিয়া যাত্রা করিলে সদ্য বিনষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কা হেতু এক নুতন পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সিন্ধের পূর্ব্বদিকে বালুকাময় ভূমি দিয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন সে দিকে যাত্রা কালীন গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে এনিমিত্ত তাঁহার সৈন্য সামন্ত প্রথমাবধি জল এবং খাদ্যাদি আহরণে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল পরে তিন দিবস ব্যাপিয়া যে ঘোর যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্য সকল দুঃখ তুচ্ছ বোধ হইল, বিশেষতঃ পথ দর্শকেরা তাহারদিগকে বিপথে লইয়া যাওয়াতে তিনদিবস পর্য্যন্ত মরুভূমির অতি কদর্য্য অংশে নিরুপায়ে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে হইল তাহাতে উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমির উপর প্রচণ্ড রৌদ্রে গমন করাতে পথিশ্রান্তি প্রযুক্ত তাহাদের অসহ্য তৃষ্ণা জন্মিল কিন্তু জলের অভাবে তাহা নিবারণ করিতে পারিল না, তাহারা এইরূপ অপরিমিত যন্ত্রণার আক্রোশে উন্মত্ত হইয়া যে২ কার্য্য করিতে লাগিল তাহাতে পরিতাপের আরও বৃদ্ধি হইল কথিত আছে তাহারা পথ দর্শকদিগকে যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হইলে ঐ পথ দর্শকেরা আপনারদিগকে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করত কহিয়াছিল যে

some died raving mad; and it was thought to be no less than a miraculous interposition of Providence which guided them at last to a lake or pool of water.

At length they arrived at Multan, and from thence proceeded to Ghazni.

Mahmud allowed himself no repose after all that he had endured. He returned to Multan before the end of the year, to chastise a body of Jats in the Jund mountains who had molested his army on its march from Somnat. These marauders took refuge in the islands inclosed by the smaller channels of the Indus, which are often not fordable, and where they might elude pursuit by shifting from island to island. Mahmud, who was on his guard against this expedient, had provided himself with boats, and was thus able, not only to transport his own troops across the channels, but to cut off the communications of the enemy, to seize such boats as they had in their possession, and, in the end, to destroy most of the men, and make prisoners of the women and children.

This was the last of Mahmud's expeditions to India. His activity was soon called forth in another direction; for the Turki tribe of Seljuk, whose growth he had incautiously favoured, had became too unruly and too powerful to be restrained by his local governors; and he was obliged to move in person against them. He defeated them in a great battle, and compelled them, for a time, to return to their respect for his authority.

মুসলমানেরা সোমনাথের অপমান করাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বিপথে আনিয়াছে এই উক্তি শুনিয়া সকলেই এককালে নৈরাশ্যে পতিত হইল এবং অনেকে মহাদুঃখে প্রাণ ত্যাগ করিল আর কেহ২ উন্মত্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। পরে অবশিষ্ট লোকে যখন এক হ্রদ কিম্বা দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল তখন মনে করিল যে পরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলে তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন।

অনন্তর তাহারা মুলতানে উপনীত হইয়া তথা হইতে গজ-নীনে প্রস্থান করিল।

মহম্মদ এমত ক্লেশ ভোগানন্তর বিশ্রাম না করিয়া বৎস-রের অবসান না হইতে২ জুদ পর্ব্বতস্থ একদল জাঠকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত মুলতানে প্রত্যাগমন করিলেন। কেননা তিনি সোমনাথ হইতে প্রস্থান করিলে তাহারা সৈন্যগণকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিল। ঐ দস্যুরা সিন্ধু নদীর দুই২ ধারের বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল যে স্থানে সর্ব্বদা পদব্রজে পার হওয়া যাইত না ইহাতে তাহারা মনে করিয়াছিল দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনাগমন করিলে কখনই ধরা পড়িবেক না। কিন্তু মহম্মদ সূক্ষ্মদর্শী প্রযুক্ত তাহারদের কল্পনা বুঝিয়া তাহারদিগকে নিরুপায় করণার্থ নৌকা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দি-লেন পরে তদ্দ্বারা আপন সৈন্যগণকে পার করিতে ও শত্রুর গমনাগমনে বাধা দিতে সক্ষম হইয়া তাহারদিগের নৌকা হরণ পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত পুরুষদিগকে হত করত বালক আর স্ত্রীলোকদিগকে বন্দি করিয়া আনিলেন।

ইহার পরে মহম্মদ ভারতবর্ষে আর যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই কিন্তু অন্য এক দেশে বীরত্ব প্রকাশ করিতে গমন করেন, তিনি অবিবেচনা পূর্ব্বক লোভযুক্ত নামক তুর্কি জাতির সমাদর করাতে তাহারা [illegible] হইয়াছিল [illegible] অতি পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত [illegible] মহম্মদের [illegible] তাহার [illegible]-

This success was now followed by another of greater consequence, which raised Mahmud's power to its highest pitch of elevation. The family of Buya, or the Deilemites, who had wrested the western provinces of Persia from the Samanis,* subsequently divided into three branches; and, after various changes, one branch remained in possession of Persian Irak, extending from the frontier of Khorasan, westward to the mountains of Kurdistan, beyond Hamadan. The chief of this branch had died about the time of Mahmud's accession, leaving his dominions under the regency of his widow; and the Sultan was at first disposed to take advantage of the circumstance. He was disarmed by a letter from the regent, who told him that she might have feared him while her warlike husband was alive, but now felt secure in the conviction that he was too generous to attack a defenceless woman, and too wise to risk his glory in a contest where no addition to it could be gained.

If Mahmud ever evinced this magnanimity towards the widow, it was not extended to her son. This young man's reign was a continued scene of misgovernment; and the rebellions it at last engendered either obliged him (as some state) to solicit the interposition of Mahmud, or enabled that monarch to in-

---

* This statement is taken from a part of Mr. Elphinstone's work not included in the text. See Elphinstone's India, vol. I, p. 530.

গকে অধীনে রাখিতে পারে নাই সুতরাং তাহারদের দমনার্থ তাঁহাকে স্বয়ং গমন করিতে হইল তাহাতে তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কিছু কালের নিমিত্ত তাঁহার শাসন মান্য করিতে বাধিত হইল।

অনন্তর মহাম্মদ আর এক দেশ জয় করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন তাহাতে তাঁহার পরাক্রম অতিশয় বৃদ্ধিশালী হয়, দাইলিমিত অর্থাৎ বুয়া বংশীয় লোকেরা সামানি বংশোদ্ভব রাজারদের হস্ত হইতে পারস্য ভূমির পশ্চিমাঞ্চল হরণ করিয়া লইয়া পরে আপনারা তিন দলে বিভক্ত হইয়াছিল তাহারদের একদল বিবিধ প্রকার ঘটনার পর খোরাসানের প্রান্ত অবধি পশ্চিমে হমাদানের অপর পারস্থ কুর্দিস্থানের পর্ব্বত পর্য্যন্ত পারস্য ইরাক দেশ অধিকার করিয়াছিল। মহাম্মুদের রজ্যাভিষেক কালে ঐ জাতীয়দের অধ্যক্ষ নিজ পত্নীকে রাজকীয় কার্য্যের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় মহাম্মুদ প্রথমত ঐ সুযোগে সে দেশে যুদ্ধ করিতে কল্পনা করেন কিন্তু বিধবা রাণীর বিনয়পত্র পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন রাণী ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমার যুদ্ধবীর পতি বর্ত্তমান থাকিলে আপনার সকাশে আমার ভয় হইতে পারিত কিন্তু আমি এক্ষণে নিশ্চিন্তা হইয়াছি কেননা আমি জানি আপনি সদাশয় ও জ্ঞানী অতএব নিরাশ্রয়া অবলাকে আক্রমণ করিবেন না, আর যাহাতে যশো বৃদ্ধি সম্ভাব্য নহে এমত কুৎসিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না"।

যদিও মহাম্মুদ ঐ বিধবা অবলার প্রতি সদাশয়ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার পুত্রের প্রতি তদ্রূপ করেন নাই যুবকের শাসন কালীন রাজ্যে অনেক বিভ্রাট ঘটিয়াছিল এবং প্রজারাও বিদ্রোহি হইয়াছিল কেহ২ কহেন যুবক নৃপতি আপনার দুর্গতি দেখিয়া মহাম্মুদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল অপরে বলেন মহাম্মুদ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া স্বেচ্ছা-

terfere unsolicited, and to turn the distracted state of the kingdom to his own profit. He invaded Irak, and ungenerously, if not perfidiously, seized the person of the prince, who had trusted himself in his camp before Rei. He then took possession of the whole territory; and having been opposed at Isfahan and Cazvin, he punished their resistance by putting to death some thousands of the inhabitants of each city.

These transactions, which leave so great a stain on the memory of Mahmud, were the last acts of his reign. He was taken ill soon after his return to his capital, and died at Ghazni on the 29th of April, A. D. 1030.

Shortly before his death he demanded all the most costly of his treasures to be displayed before him; and, after long contemplating them, he is said to have shed tears at the thought that he was so soon to lose them. It is remarked that, after this fond parting with his treasures, he distributed no portion of them among those around him, to whom also he was about to bid farewell.

Thus died Mahmud, certainly the greatest sovereign of his own time, and considered by the Mahometans among the greatest of any age. Though some of his qualities have been overrated, he appears on the whole to have deserved his reputation. Prudence, activity, and enterprise, he possessed in the highest degree; and the good order which he pre-

ক্রমে গোলযোগ নিবারণচ্ছলে আপনার পরাক্রম বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইরাক আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং যুবরাজ বিশ্বাস করিয়া রিয়াই নগরের সম্মুখে তাহার শিবিরে আগমন করিলে ক্রূরতা অথবা বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া তাহার সমুদয় রাজ্য হরণ করেন পরে ইস্ফাহান ও কাজবিন নগরের লোকেরা প্রতিকূলতাচরণ করাতে তাহা দিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত তথাকার সহস্র২ লোককে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

উক্ত ব্যাপারে মহাম্মুদের নামে অত্যন্ত কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে কিন্তু ইহাই তাঁহার শেষ কার্য্য, তিনি ইরাক হইতে নিজ রাজধানী গজনীনে প্রত্যাগমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে রোগগ্রস্ত হয়েন এবং খ্রীষ্টীয় ১০৩০ বর্ষে আপ্রেল মাসের ২৯ দিবসে প্রাণত্যাগ করেন।

মহাম্মুদ প্রাণবিয়োগের প্রাক্কালীন আপনার ধন সম্পত্তির মধ্যে মহা মূল্য রত্নাদি নিকটে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তদুপরি দৃষ্টিপাত করিয়া শীঘ্র ত্যাগ করিতে হইবেক এই ভাবনায় অশ্রুপাত করেন কথিত আছে ধন সম্পত্তি বিসর্জ্জন করণে এমত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া সন্নিহিত ব্যক্তির দিগের নিকট বিদায় লইবার কালেও তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ বিতরণ করেন নাই।

এইরূপে মহাম্মুদের পঞ্চত্ব হয়, তিনি তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর রাজা ছিলেন, মুসলমানেরা কহে কেহ কোন কালে তাঁহার সদৃশ হইতে পারে নাই। কোন২ বিষয়ে তাঁহার গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে বটে তথাপি সকল বিষয় বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে তিনি যথার্থ সুখ্যাতির পাত্র ও বিজাতীয় বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ আর উৎসাহান্বিত ছিলেন অধিকন্তু তিনি যুদ্ধার্থ বারম্বার বিদেশে গমন করিলেও যে তাঁহার বিস্তারিত রাজ্যে কোন উপদ্রব ঘটে নাই ইহাতে

served in his extensive dominions during his frequent absences is a proof of his talents for government. The extent itself of those dominions does little towards establishing his ability, for the state of the surrounding countries afforded a field for a wider ambition than he ventured to indulge; and the speedy dissolution of his empire prevents our forming a high opinion of the wisdom employed in constructing it. Even his Indian operations, for which all other objects were resigned, are so far from displaying any signs of system or combination, that their desultory and inconclusive nature would lead us to deny him a comprehensive intellect, unless we suppose its range to have been contracted by the sordid passions of his heart.

He seems to have made no innovation in internal government: no laws or institutions are referred, by tradition, to him.

The real source of his glory lay in his combinin the qualities of a warrior and a conqueror, with a zeal for the encouragement of literature and the arts, which was rare in his time, and has not yet been surpassed. His liberality in those respects is enhanced by his habitual economy. He founded a university in Ghazni, with a vast collection of curious books in various languages, and a museum of natural curiosities. He appropriated a large sum of money for the maintenance of this establishment, besides a perma-

তাঁহার রাজ্য শাসনের মহা কৌশলও সপ্রমাণ হয় পরন্তু তিনি কেবল আপনার রাজত্ব অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত করাতে নিতান্ত কৃতি কুশলরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারেন না কেননা তৎকালীন চতুর্দ্দিকস্থ দেশের এমত দুর্গতি ছিল যে তিনি সাহস করিয়া অভিলাষ করিলে আরও অনেক দেশ অনায়াসে জয় করিতে পারিতেন অপর তাঁহার মরণের পর তাঁহার রাজ্য শীঘ্র উচ্ছিন্ন হয় ইহাতে সাম্রাজ্য স্থাপন বিষয়েও তাঁহাকে অধিক বিচক্ষণ কহা যাইতে পারে না, তিনি অন সকল কল্পনা ত্যাগ করিয়া ভারত বর্ষ জয় করণার্থ যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন তাহাও সুধারা পূর্ব্বক শৃঙ্খলা মতে করেন নাই এবং স্থানে২ পৃথক যুদ্ধ করিয়া কোন বিশেষ ফলোৎপত্তি করিতে পারেন নাই অতএব যদি কেবল অর্থ লোভ বশতঃ জ্ঞাতসারে ক্ষুদ্র দৃষ্টি হইয়া না থাকেন তবে তাঁহাকে স্বভাবতঃ দূর দর্শী অথবা সুক্ষ্ম বুদ্ধি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

অপর তিনি রাজ শাসন সম্বন্ধে কোন নূতন ধারার সৃষ্টি করেন নাই কেননা তাঁহার স্থাপিত নিয়ম কিম্বা ব্যবস্থার কোন প্রসঙ্গ এক্ষণে লোক পরম্পরায় শুনা যায় না।

তাঁহার যশোলাভের মূল কারণ এই যে তিনি জয় শালি যুদ্ধ বীর হইয়াও সাহিত্য ও শিল্প বিদ্যার আদর করত তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন তৎকালের নৃপতিরদের মনে ঐপ্রকার ঔৎসুক্য অধিক ছিল না এবং অদ্য পর্য্যন্ত কেহ এবিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ হইতে পারে নাই, অপর তিনি সামান্যতঃ অর্থব্যয়ে অতি কাতর হইলেও বিদ্যোৎসাহ বিষয়ে মহাবদান্যতা প্রকাশ করিতেন তজ্জন্য আরও যশস্বী হয়েন, তিনি গজনীনে এক বিদ্যা মন্দির স্থাপন করিয়া বিবিধ ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ এবং অনেক অদ্ভুত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন আর ঐ বিদ্যা মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বিপুল

nent fund for allowances to professors and to students. He also set aside a sum, nearly equal to 10,000*l.* a-year, for pensions to learned men; and showed so much munificence to individuals of eminence, that his capital exhibited a greater assemblage of literary genius than any other monarch in Asia has ever been able to produce.

Of the many names that adorned his court, few are known in Europe. Unsuri may be mentioned as the first instance, in Asia, of a man raised to high rank and title for poetical merit alone; but it is to Ferdousi that we must ascribe the universal reputation of Mahmud as a patron of poetry; and it is to him, also, that his country is indebted for a large portion of her poetical fame.

The history of this poet throws a strong light on Mahmud's literary ardour; and is improved in interest as well as authenticity by its incidental disclosure of the conqueror's characteristic foible. Perceiving that the ancient renown of Persia was on the point of being extinguished, owing to the bigotry of his predecessors, Mahmud early held out rewards to any one who would embody in a historical poem, the achievements of her kings and heroes, previous to the Mahometan conquest. Dakiki, a great poet of the day, whom he had first engaged in this undertaking, was assassinated by a servant, before he had finished

ধন দান করেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্র দিগকে বেতন দিবার সংস্থান করিয়াছিলেন আর কৃত বিদ্য পণ্ডিত গণের বার্ষিক বৃত্তির নিমিত্ত রাশীকৃত অর্থ প্রদান করিয়া যান তাহার বাৎসরিক উপস্বত্ব প্রায় ১০০০০০ টাকা হইত, ফলতঃ প্রধানং পণ্ডিতদিগের প্রতি এনত দান শীলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজধানী বিদ্বান সমাজে যাদৃশ উজ্জ্বল হইয়াছিল এস্যা খণ্ডস্থ অন্য কোন মহীপালের দেশ কখন তাদৃক শান্তিভ হয় নাই।

ভূরিং পণ্ডিত তাঁহার রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেন কিন্তু তাহারদের অনেকের নাম ইউরোপে প্রসিদ্ধ হয় নাই। এক জনের নাম অনসুরি, এস্যা খণ্ডের মধ্যে তিনিই প্রথমতঃ কেবল কাব্য শক্তির দ্বারা মান সম্ভ্রম ও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন পরন্তু সাহিত্য বিদ্যার আদরে মহাম্মুদের যে যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় ফর্দোসিই তাহার মূল কারণ ফলতঃ ফর্দোসি হইতে স্বজাতীয়দের কবিযশ বিস্তার হয়।

ফর্দোসির জীবন বৃত্তান্তে মহাম্মুদের বিদ্যানুরাগ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয় তাহার মধ্যে সুলতানের স্বাভাবিক দোষের বর্ণনা থাকাতে যে বিষয়ের বিবরণে আরও আমোদ ও প্রত্যয় জন্মে, মহাম্মুদ অনুমান করিয়াছিলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তি রাজারদের ধর্ম্ম মত্ততা হেতুক পারস্য ভূমির প্রাচীন সুখ্যাতির প্রায় লোপ হইয়াছে একারণ আদৌ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে যেব্যক্তি মুসলমানদিগের বিজয়ের পূর্ব্বতন শূর বীর ও রাজারদের চরিত্র বীররস ঘটিত কবিতায় বর্ণনা করিতে পারিবে তাহাকে নানাবিধ পারিতোষিক দিবেন। তৎকালে দাকিকি নামে একজন মহা কবি বর্ত্তমান থাকাতে তাহাকেই ঐ বিষয় লিখিবার ভার অর্পণ করেন কিন্তু তিনি সহস্র শ্লোকের অধিক রচনা না করিতেং একজন ভৃত্যের দ্বারা হত হয়েন তাহাতে ফর্দোসি সৌভাগ্য ক্রমে

more than one thousand couplets; when the fame of Mahmud's liberality fortunately attracted Ferdousi to his court. By him was this great work completed; and in such a manner, that although so obsolete as to require a glossary, it is still the most popular of all books among his countrymen, and is admired even by European readers for the spirit and fire of some passages, the tenderness of others, and the Homeric simplicity and grandeur that pervade the whole. A remarkable feature in this poem (perhaps an indication of the taste of the age is the fondness for ancient Persian words, and the studious rejection of Arabic. It is said, though not perhaps, quite correctly, that not one exclusively Arabic word is to be found in the sixty thousand couplets. The poem was from time to time recited to the Sultan, who listened to it with delight, and showed his gratitude by gifts to the poe t but when the whole was concluded, after thirty years of labour, as Ferdousi himself assures us, the reward was entirely disproportioned to the greatness of the work. Ferdousi rejected what was offered, withdrew in indignation to his native city of Tus, launched a bitter satire at Mahmud, and held himself prepared to fly from that monarch's dominions, if it were necessary, to shun the effects of his revenge. But Mahmud magnanimously forgot the satire, while he remembered the great epic, and sent so ample a remuneration to the poet as would have surpassed his

মহামুদের বদান্যতার সুখ্যাতি শুনিয়া গজননে উপস্থিত হয়েন এবং সুলতানের আদিষ্ট সেই মহা কাব্য সমাপন করেন সে কাব্যের মধ্যে অনেকানেক প্রাচীন শব্দের প্রয়োগ থাকাতে যদিও অধ্যয়ন কালীন টীপ্পনীর অপেক্ষা রাখে তথাপি তাহার রচনার পারিপাট্য হেতুক তদ্দেশীয় লোকেরা অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা তাহার অধিক অনুরাগ করে ফলতঃ তন্মধ্যে স্থানে২ এমত রৌদ্র রসের ও স্থানে২ এমত করুণা রসের বর্ণনা আছে আর তাহা হোমরের ন্যায় এমত শব্দ লালিত্যে ব্যাপ্ত যে ইউরোপীয় লোকেরাও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, ঐ কাব্যের এই এক বিশেষ গুণ (বোধ হয় তাহা কালের গুণে হইয়া থাকিবে) যে তাহাতে প্রাচীন পারস্য শব্দের ভূরি২ প্রয়োগ আছে আর আরবি শব্দের প্রায় প্রয়োগ নাই, কেহ২ কহেন (কিন্তু তাহা সত্য না হইবে) উক্ত গ্রন্থের ষষ্টি সহস্র শ্লোকের মধ্যে শুদ্ধ আরবি শব্দ একটীও নাই। মধ্যে২ সুলতানের নিকট তাহার পাঠ হইত এবং তিনিও আমোদ করিয়া শ্রবণ পূর্ব্বক অর্থদিয়া কবির সম্মান করিতেন কিন্তু ফর্দোসি কহেন ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রমের পর কাব্য সমাপ্ত হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক হয় নাই একারণ তিনি রাজদত্ত পুরস্কার অভিমান পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধে তুস নামক জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন পরে মহামুদের প্রতি শ্লেষ করিয়া কটূক্তি সম্বলিত কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সুলতান যদি ক্রোধ বশত দণ্ড করেন এই আশঙ্কায় তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। মহামুদ সদাশয় প্রযুক্ত ঐ শ্লেষ ও কটূক্তি বিস্মরণ করত পূর্ব্বকৃত বীর রস ঘটিত মহা কাব্যই স্মরণ করিয়া কবির আশার অতিরিক্ত পুরস্কার প্রেরণ করিয়াছিলেন. কিন্তু কবি সে পুরস্কার ভোগ করিতে পারেন নাই. কেননা তাঁহার মৃত্যু হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত শব

highest expectations. But his bounty came too late, and the treasure entered one door of Ferdousi's house as his bier was borne out of another. His daughter at first rejected the untimely gift; by the persuasion of Mahmud, she at length accepted it, and laid it out on an embankment, to afford a supply of water to the city where her father had been born, and to which he was always much attached.

The satire, however, has survived. It is to it we owe the knowledge of Mahmud's base birth; and to it, beyond doubt, is to be ascribed the preservation of the memory of his avarice, which would otherwise long ago have been forgotten.

Mahmud's taste for architecture, whether engendered, or only developed, by what he witnessed at Matira and Canouj, displayed itself in full perfection after his return from that expedition. He then founded the mosque called "the Celestial Bride," which in that age, was the wonder of the East. It was built of marble and granite, of such beauty as to strike every beholder with astonishment, and was furnished with rich carpets, candelabras, and other ornaments of silver and gold. It is probable, from the superiority long possessed by Indian architects, that the novelty and elegance of the design had even a greater effect than the materials, in commanding so much admiration. When the 'nobility of Ghazni,' says Ferishta (from whom most of the above is tran-

বাহির করিবার সময়ে ঐ রাজদত্ত অর্থ গৃহদ্বারে উপনীত হয়, তাঁহার দুহিতা এমত অসময়ের পারিতোষিক্ প্রথমত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন পরে মহামুদের অনুরোধে গ্রহণ করিয়া তাহাতে পিতার সমাদৃত জন্মভূমি মধ্যে জলের পথ করণার্থ এক পোস্তা নির্ম্মাণ করেন।

ফর্দৌসির শ্লেষ বাক্য ঘটিত উক্ত কবিতা অদ্যাপি আছে তদ্দ্বারাই মহামুদের জন্মের দোষ প্রকাশ হইয়াছে আর তাঁহার ধন লোলুপতার কথাও ঐ কবিতার উপলক্ষে এপর্য্যন্ত সংসারের মধ্যে বিদিত আছে নচেৎ তাহা কাল বশতঃ লোপ পাইয়া যাইত।

মহামুদ মথুরা এবং কান্যকুব্জের প্রাসাদ সন্দর্শন করিলে গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যায় তাঁহার যে আমোদ উৎপন্ন অথবা বর্দ্ধিত হইয়াছিল ঐ নগরদ্বয় হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি "দিব্য কন্যা" নামে প্রসিদ্ধ মস্জিদের পত্তন করিলেন তৎকালে পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইত, সেই মসজিদ গৃহ মর্ম্মরাদি বিচিত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এমত রম্য ছিল যে দর্শকমাত্রের বিস্ময় জন্মিত আর তাহার অন্তরেও মহামূল্য আসন দীপাধার ও অন্যান্য রজত কাঞ্চনময় অলঙ্কারের শোভা ছিল, ভারতবর্ষীয় নির্ম্মাণ দক্ষেরদের অনেক কালাবধি উত্তম নৈপুণ্য থাকাতে বোধ হয় বস্তু গুণাপেক্ষা অপূর্ব্ব মনোহর কল্পনার কৌশলে উক্ত মন্দির বরং অধিক চমৎকারস্থান হইয়া থাকিবে ফেরেস্তার কথা প্রমাণ এই বর্ণনা করা গেল, তিনি আরও কহেন গজননের প্রধান লোকেরা গৃহ

scribed), saw the taste of the monarch evince itself in architecture, they vied with each other in the magnificence of their private palaces, as well as in public buildings, which they raised for the embellishment of the city. Thus, in a short time, the capital was ornamented with mosques, porches, fountains, reservoirs, aqueducts, and cisterns, beyond every city in the East.

All writers attest the magnificence of Mahmud's court, which exhibited the solemnity of that of the califs, together with all the pomp and splendour which they had borrowed from the great king; so that when to all this we add the great scale of his expeditions, and the high equipments of his armies, we must accede to the assertion of his historian, that, if he was rapacious in acquiring wealth, he was unrivalled in the judgment and grandeur with which he knew how to expend it.

As avarice is the great imputation against Mahmud in the East, so is bigotry among European writers. The first of these charges is established by facts; the other seems the result of a misconception. Mahmud carried on war with the infidels because it was a source of gain, and, in his day, the greatest source of glory. He professed, and probably felt, like other Mussulmans, an ardent wish for the propagation of his faith; but he never sacrificed the least of his interests for the accomplishment of that object; and

নির্ম্মাণ বিদ্যাতে সুল্‌তানের আমোদ দেখিয়া স্বকীয় বাসার্থ প্রাসাদ ও নগরের শোভার্থ রাজকীয় অট্টালিকা অত্যুৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মাণ করণ বিষয়ে পরস্পরকে পরাস্ত করিতে যত্ন করিয়াছিল সুতরাং ঐ রাজধানী অল্পকালের মধ্যে মস্‌জিদ তোরণ জলাকর হ্রদ প্রণালী কুণ্ড প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া ঐশ্বর্য্যে পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত নগরকে অতিক্রম করে।

সকল গ্রন্থকারেই মহাম্মুদের রাজ সভার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পারিষদগণ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যে খালিফদিগের সভাসদের তুল্য ছিল আর তাহারা তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিত, সুলতানের স্বদেশে এমত সমারোহ ব্যতীত বিদেশেও যুদ্ধ যাত্রার ঘটা ও সৈন্য সামন্তের আয়োজন বিলক্ষণ ছিল অতএব তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত রচকের কথা প্রমাণ আমারদিগকেও স্বীকার করিতে হইবেক যে তিনি অর্থ লাভার্থ যাদৃশ সদা তৃষিত থাকিতেন তাদৃশ বিবেচনা পূর্ব্বক অকাতরে ধনব্যয় করিয়াও নামোজ্জ্বল করিয়াছেন।

পূর্ব্বাঞ্চলের গ্রন্থকারেরা ধনলোভি বলিয়া মহাম্মুদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন আর ইউরোপীয় লোকেরা তাঁহাকে স্বধর্ম্ম মত্ত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার ক্রিয়া দ্বারা প্রথম অপবাদ সপ্রমাণ হয় বটে কিন্তু দ্বিতীয় অপবাদ অলীক বোধ হয় তিনি অর্থোপার্জ্জনের মানসে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন আর তৎকালে তাহাই যশোলাভ করিবার উত্তম উপায় ছিল, এবং অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় স্বধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখে যে অনুরাগ প্রকাশ করিতেন তাহাতে কাপট্য না থাকিবেক কিন্তু ধর্ম্মের অনুরোধে কখন সামান্য ব্যাপারেও বিষয় তৃষ্ণার নিবারণ করেন নাই অপর যখন ক্ষতি স্বীকার না করিয়াও ধর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিতেন বোধ হয় তৎকালেও তদ্বিষয়ে

he even seems to have been perfectly indifferent to it, when he might have attained it without loss. One province, permanently occupied, would have done more for conversion than all his inroads, which only hardened the hearts of the Hindus against a religion which presented itself in such a form.

Even where he had possession, he showed but little zeal. Far from forcing conversions, like Mohammed Casim, we do not hear that in his long residence in Guzerat, or his occupation of Lahor, he ever made a convert at all. His only ally (the raja of Conouj) was an unconverted Hindu. His transactions with the raja of Lahor were guided entirely by policy, without reference to religion; and when he placed a Hindu devotee on the throne of Guzerat, his thoughts must have been otherwise directed than to the means of propagating Islam.

It is no were asserted that he ever put a Hindu to death except in battle, or the storm of a fort. His only massacres were among his brother Mussulmans in Persia. Even they were owing to the spirit of the age, not of the individual, and sink into insignificance, if compared with those of Chengiz Khan, who was not a Mussulman, and is eulogised by one of our most liberal historians as a model of philosophical toleration.

Perhaps the most odious trait of his religious wars is given incidentally by a Mahometan author, quoted

উপেক্ষা করিয়াছিলেন কেননা এক দেশে স্থির হইয়া ব্যাপক কাল পর্য্যন্ত আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিলে ধর্ম্মের যাদৃক বৃদ্ধি হইতে পারিত নানাস্থলে উৎপাত করাতে তাদৃক হয় নাই বরং ঐ সকল উপদ্রবে হিন্দুদের মনে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি কেবল বিরাগ জন্মিয়াছিল।

অপর তিনি যেং স্থলে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানেও ধর্ম্মের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, মহম্মদ কাসিমের ন্যায় কাহাকেও বল পূর্ব্বক স্বধর্ম্মাক্রান্ত করা দূরে থাকুক গুজরাটে অনেক কাল যাপন করিয়া এবং লাহোর রাজ্য অধিকার করিয়াও কোন লোককে স্বমতাবলম্বি করিতে চেষ্টা করেন নাই, কেবল কান্যকুব্জ রাজ তাঁহার এক মিত্র ছিলেন কিন্তু তিনিও মুসলমান হয়েন নাই, এবং লাহোর রাজের সহিত যেং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাহাতে কেবল কৌশল ব্যতিরিক্ত ধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ হয় না, আর যখন হিন্দু সন্ন্যাসিকে গুজরাটে রাজ্যাভিষিক্ত করেন তখনও মহম্মদের মত প্রচারের কোন সূচনা না করিয়া কেবল অন্যান্য বিষয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন।

মহামুদ যুদ্ধ অথবা দুর্গ আক্রমণের কালব্যতীত অন্য সময়ে কোন হিন্দুকে বধ করিয়াছেন ইহার প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, যদি কখন অকাতরে নরহত্যা করিয়া থাকেন তাহা কেবল পারস্য বাসি স্বমতাবলম্বি মুসলমান লোকের মধ্যেই করিয়াছিলেন কিন্তু সে সকল রক্তারক্তি ব্যাপারও তাঁহার নিজ দোষে না হইয়া বরং কালের স্বভাবে ঘটিয়াছিল বিশেষতঃ চেঙ্গিস খাঁ মুসলমান ছিলেন না বরং এক জন সদাশয় গ্রন্থকারের মতে জ্ঞানির ন্যায় নির্ম্মৎসরতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রক্তারক্তি ক্রিয়ার সহিত তুলনা করিলে মহামুদের উক্ত অত্যাচার নিতান্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়। প্রাইস

in Price, who states that such was the multitude of captives brought from India, that a purchaser could not be found for a slave at four shillings and seven pence a head.

The Mahometan historians are so far from giving him credit for a blind attachment to the faith, that they charge him with scepticism, and say that he rejected all testimony, and professed his doubts of a future state: and the end of the story, as they relate it, increases its probability; for, as if he felt that he had gone too far, he afterwards announced that the Prophet had appeared to him in a dream, and in one short sentence had removed all his doubts and objections.

It is, however, certain that he was most attentive to the forms of his religion. He always evinced the strongest attachment to the orthodox calif, and rejected all offers from his Egyptian rival. Though he discouraged religious enthusiasts and ascetics, he showed great reverence for men of real sanctity.

Hardly one battle of importance is described in which he did not kneel down in prayer, and implore the blessing of God upon his arms.

Notwithstanding the bloodshed and misery of which he was the occasion, he does not seem to have been cruel. We hear of none of the tragedies and atrocities in his court and family which are so common in those of other despots. No inhuman punishments

মাগা ইংরাজ গ্রন্থকার এক জন মুসলমান লেখকের বচন উদ্ধৃত করিয়া এক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতেই প্রসঙ্গতঃ মহামুদের ধর্ম্ম যুদ্ধের অতি ঘৃণার্হ ব্যাপার প্রকাশ পায় ঐ গ্রন্থকার লেখেন সুলতান ভারত বর্ষ হইতে এমত বহু সংখ্যক বন্দি আনিয়াছিলেন যে তাহারদের দাস স্বরূপে বিক্রয় করিবার কালে প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্য সার্দ্ধ রজত মুদ্রাদ্বয়ও হয় নাই।

মুসলমান গ্রন্থকারেরা মহামুদকে অন্ধবৎ স্বধর্ম্ম মত্ত কিনা হয়া বরং নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, তাহারা লিখে তিনি শাব্দ প্রমাণ মাত্র অমান্য করিতেন সুতরাংপর-কালে অবিশ্বাস ছিল ফলতঃ তাহারদের বর্ণনার শেষ কথায় অনুমান হয় মহম্মদীয় শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না কেননা তিনি অতিশয় নাস্তিকতা প্রকাশ করিয়াছেন এই আশঙ্কায় পরে সকলকে কহেন মহম্মদ স্বপ্ন যোগে আমাকে দর্শন দিয়া এক সংক্ষেপ বচনে সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন ও আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

তাহার মনে যে প্রকার বিশ্বাস থাকুক ইহা যথার্থ বটে যে তিনি স্বধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ বিধিমতে পালন করিতেন এবং সর্ব্বদা নিয়মানুযায়ি খালিফের মহা অনুরাগ করত ইজিপ্ত দেশীয় খালিফের কথা অগ্রাহ্য করিতেন, তিনি ধর্ম্মমত্ত উ-দাসীন দিগের আদর করিতেন না বটে কিন্তু যথার্থ সাধু লোকদিগের প্রতি তাঁহার মহা শ্রদ্ধা ছিল।

অধিকন্তু তিনি রণ কালেও ধর্ম্মভক্তি প্রকাশ করিতেন যুদ্ধ মাত্রের উপক্রম কালে প্রণিপাত পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিতেন যেন অস্ত্র ধারণ সফল হয়।

তিনি যুদ্ধ করিয়া ভূরি২ রক্তারক্তি ও অশুভ ঘটনার মূল হইলেও স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিলেন না একাধিপত্য ভোগি রাজা-দের সভায় ও অন্তঃপুরে যে প্রকার আক্ষেপ সূচক অত্যাচা-

are recorded; and rebels, even when they are persons who had been pardoned and trusted, never suffer any thing worse than imprisonment.

Mahmud was about the middle size; athletic, and well proportioned in his limbs, but disfigured with the small-pox to a degree that was a constant source of mortification to him in his youth, until it stimulated him to exertion, from a desire that the bad impression made by his appearance might be effaced by the lustre of his actions.

He seems to have been of a cheerful disposition, and to have lived on easy terms, with those around him. The following well-known story shows the opinion entertained of his severity to military licence, one of the first virtues in a general. One day a peasant threw himself at his feet, and complained that an officer of the army, having conceived a passion for his wife, had forced himself into his house, and driven him out with blows and insults; and that he had renewed the outrage, regardless of the clamours of the husband. Mahmud directed him to say nothing, but to come again when the officer repeated his visit. On the third day, the peasant presented himself, and Mahmud took his sword in silence, and wrapping himself in a loose mantle, followed him to his house. He found the guilty couple asleep, and, after extinguishing the lamp, he struck off the head of the adulterer at a blow. He then ordered lights to be brought,

রাদি সর্ব্বদা হইয়া থাকে তাঁহার রাজ বাটীর মধ্যে তদ্রূপ হয় নাই, তিনি কাহাকেও নির্দ্দয়চিত্তে দণ্ড করেন নাই আর বিশ্বাসি লোকে একবার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া পরে বিদ্রোহিতা করিলেও তাহারদিগকে কারারোধ ব্যতীত গুরুতর দণ্ড দেন নাই।

মহামুদের অবয়ব অতি দীর্ঘ অথবা অতি খর্ব্ব ছিল না তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সৌষ্ঠবান্বিত ছিল কিন্তু বসন্ত রোগ বশতঃ বিরূপ হয় এবম্প্রকার বাল্যকালে শরীরের বৈরূপ্য দেখিয়া মহা ক্ষুব্ধ হইতেন এবং তৎ প্রযুক্ত শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে অর্থাৎ তাঁহার বাসনা হইয়াছিল যে শরীরের কুৎসিততা বীরত্বের প্রভায় আবৃত করিবেন।

তিনি স্বভাবতঃ আমোদ করিতে অনুরক্ত ছিলেন আর সকলের সহিত প্রণয় করিতেন।

তিনি সেনানীর ধর্ম্ম পালন করিয়া যোদ্ধাদের উপর কি প্রকার কঠিন শাসন করিতেন নিম্ন লিখিত প্রসিদ্ধ গল্পে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইবে, কোন সময় একজন কৃষিজীবি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক চরণ ধরিয়া নিবেদন করিল "একজন সেনাধ্যক্ষ আমার গৃহিণীর উপরে আসক্ত হইয়া আমার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করত আমাকে অপমান ও যষ্ট্যাঘাত করিয়া নিষ্কাসিত করিয়াছিল এবং আমার আর্ত্তস্বর অমান্য করিয়া পুনশ্চ সেই প্রকার অত্যাচার করিয়াছে" মহামুদ তাহাকে কহিলেন "একথা প্রচার করিওনা ঐ সেনাধ্যক্ষ পুনর্ব্বার আসিলে আমাকে সমাচার দিও"। পরে তৃতীয় দিবস সেনাধ্যক্ষ ঐরূপে উপস্থিত হইলে কৃষিজীবি ব্যক্তি মহামুদের নিকট আসিয়া সংবাদ করিল তাহাতে তিনি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া তন্মধ্যে এক খড়্গ লুক্কায়িত করত কৃষকের গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন উক্ত সেনাধ্যক্ষ কৃষিজীবির পত্নীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত আছে পরে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া খড়্গাঘাতে ব্যভিচারি পুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন

and, on looking at the dead man's face, burst into an exclamation of thanksgiving, and called for water, of which he drank a deep draught. Perceiving the astonishment of the peasant, he informed him he had suspected that so bold a criminal could be no other than his own nephew; that he had extinguished the light lest his justice should give way to affection; that he now saw that the offender was a stranger; and, having vowed neither to eat nor drink till he had given redress, he was nearly exhausted with thirst.

Another example is given of his sense of his duty to his people. Soon after the conquest of Irak, a caravan was cut off in the desert to the east of that country, and the mother of one of the merchants who was killed went to Ghazni to complain. Mahmud urged the impossibility of keeping order in so remote a part of his territories; when the woman boldly answered, "Why, then, do you take countries which you cannot govern, and for the protection of which you must answer in the day of judgment?" Mahmud was struck with the reproach; and after satisfying the woman by a liberal present, he took effectual measures for the protection of the caravans.

"Mahmud was, perhaps, the richest king that ever lived. On hearing of the wealth of some former dynasty, who had accumulated jewels enough to fill seven measures, he exclaimed, "Praise be to God, who has given me a hundred measures."

FINIS.

অনন্তর প্রদীপ জ্বালাইয়া হত ব্যক্তির মুখ দর্শন করত উচ্চৈঃ স্বরে ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন এবং জল আনাইয়া যথেষ্ট রূপে পান করিলেন, কৃষিজীবী তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলে তিনি কহিলেন আমার মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ এমত দুঃসাহস পূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ করে নাই অতএব মুখ দর্শন করিলে যদি স্নেহ প্রযুক্ত দণ্ড করিতে নাপারি এই আশঙ্কায় প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছি- লাম কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি এ লম্পট আমার ভ্রাতু- ষ্পুত্র নহে আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যদবধি অত্যা- চারির দণ্ড না করিতে পারি তদবধি জলগ্রহণও করিব না ইহাতে পিপাসায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম।

প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহার কিপ্রকার অনুরাগ ছিল তাহা- রও দৃষ্টান্ত কথা লিখিত আছে, ইরাক জয় করিবার পর পূর্ব্ব দিকস্থ মরু ভূমির মধ্যে কএক জন ভ্রমণ কারি বণিক দস্যুহস্তে হত হয় তাহাতে এক জনের মাতা গজননে আসিয়া অভি- যোগ করিলে মহামুদ কহিলেন রাজ্যের এমত প্রান্তভাগে দস্যু দমন করা অসাধ্য, নারী তাহা শুনিয়া সাহস পূর্ব্বক কহিল "তবে যে দেশ শাসন করিতে পার না তাহা অধিকার কেন কর? বিচার দিনে ইহার উত্তর দিতে হইবে" মহামুদ একথায় চমৎকৃত হইয়া ঐ পুত্র শোকার্ত্তা স্ত্রীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং তদনন্তর ভ্রমণকারি বণিকদিগের রক্ষার্থ উত্তম নিয়ম স্থাপন করিলেন।

বোধ হয় মহামুদ সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য রাজা ছিলেন একদা কোন২ প্রচীন রাজার বিষয়ে শুনিয়াছিলেন যে তাহারদের সংগৃহীত রত্নে সাত আড়ি পরিপূর্ণ হইত তাহাতে তিনি কহি- লেন "পরমেশ্বরের কৃপায় আমার এত রত্ন আছে যে শত আড়ি পরিপূর্ণ হয়"।

সমাপ্তোয়ং কাণ্ডঃ।

## ERRATA

Page 24, line 21, for *Jhanseur* read *Thanseur.*

Page 56, line 6, for *publication* read *duplication.*

Page 86, line 2, for *in that vigilant* read *in that too vigilant.*

Page 102, line 29, for *thnt* read *than.*

Page 118, line 12, *fix* read *six.*

| পৃষ্ঠ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২৪ | ১৫ | ঝান্সিয়রের | থানেশ্বরের |
| ১১৬ | ১৯ | ধাকাতে | থাকাতে |

---

## ENCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

### ALREADY PUBLISHED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. I. Hist. of Rome part I. | (Diglot Edition,) | 2 | 8 |
| ” ” | (Bengali Edition,) | 1 | 4 |
| ” ” | Ditto to native students | 0 | 10 |
| No. II. Geometry part I | (Diglot Edition,) | 2 | 8 |
| ” ” | (Bengali Edition,) | 1 | 0 |
| ” ” | Ditto to native students, | 0 | 10 |
| No. III. Miscellaneous part I. | (Diglot Edition,) | 2 | 8 |
| ” ” | (Bengali Edition,) | 1 | 4 |
| ” ” | Ditto to native students, | 1 | 10 |
| No. IV. Hist. of Rome part II. | (Diglot Edition,) | 2 | 8 |
| ” ” | (Bengali Edition,) | 1 | 4 |
| ” ” | (Ditto to native students,) | 0 | 10 |
| No. V. Biography part I. | (Diglot Edition,) | 2 | 8 |
| ” ” | (Bengali Edition,) | 1 | 4 |
| ” ” | Ditto to native students. | 0 | 10 |